



धम्मपद

धर्म्मो धातु मशास्त्रवित्



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!  
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Sangajoy Bhante

## ଧର୍ମପଦ

( ଯତ୍ନ ଓ ବସ୍ତାନୁବାଦ )

ପଣ୍ଡିତ ଧର୍ମାଧାର ମହାଶବିର

ଧର୍ମାଧାର (ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶନୀ

କଲିକାତା' ॥ ୧୭୯୭ ॥

**DHAMMAPADA**

**BY**

**PANDIT DHARMADHAR MAHASTHAVIR**

প্রথম সংস্করণ : ১৪ই এপ্রিল, ১৯৫৪

দ্বিতীয় সংস্করণ : আশ্বিনী পূর্ণিমা, ১৩৭৩

তৃতীয় সংস্করণ : মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৯৭

**শ্রীমতী জ্যোতীশময়ী বড়ুয়ার অর্থানুকূলে প্রকাশিত**

প্রকাশক : ডক্টর সুকোমল চৌধুরী

ধর্মাবার বোধ গ্রন্থ প্রকাশনী

৫০-টি/১সি পটারী রোড,

কলিকাতা-৭০০০১৫

মুদ্রক : কণিকা প্রেস

৬৪ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৭০০০০৯

মূল্য : দশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

**মহাবোধি বুক এজেন্সী**

৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রাট

কলিকাতা-৭০০০৭৩



প্রকাশিকা ত্রীমতী জ্যোতীশময়ী বড়ুয়া ও তাঁহার স্বামী উপেন্দ্র চন্দ্র বড়ুয়া

## সকলানং ধম্মদানং জিনাতি

— উৎসর্গ —

চট্টগ্রাম চন্দনাইশ থানার অন্তর্গত বেপারীপাড়া গ্রামের উপাসক  
স্বর্গীয় পদ্বিন চন্দ্র বড়ুয়ার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে  
তাঁহার সহধর্মিনী পুণ্যশীলা জ্যোতীশময়ী বড়ুয়ার  
বদান্যতার প্রকাশিত । আমি ৬পদ্বিন চন্দ্র  
বড়ুয়ার নির্বাণশান্তি কামনা করি ।

মাঘী পূর্ণিমা

১০২৭

}

— বর্মাধার মহাস্থবির

## সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন		১৩। লোক    ,, (জগত)	৩৩
ভূমিকা	(i)	১৪। বৃদ্ধ (বৃদ্ধ)	৩৫
নিবেদন	(iv)	১৫। সুখ    ,, (সুখ)	৩৮
ধর্মপদ পরিচিতি	(xv)	১৬। প্রিয়   ,, (প্রিয়)	৪০
১। যমকবগ্গো (যদ্বগ্গাথা)	১	১৭। কোধ   ,, (ক্রোধ)	৪২
২। অপমাদ ,, (অপ্রমাদ)	৫	১৮। মল    ,, (অপবিত্রতা)	৪৫
৩। চিত্ত    ,, (চিত্ত)	৮	১৯। ধর্মট্ট   ,, (ধার্মিক)	৪৮
৪। পুপ্প   ,, (পুপ্প)	১০	২০। মগ্গ    ,, (মার্গ)	৫১
৫। বাল    ,, (অঙ্গ)	১৩	২১। পকিগ্গ   ,, (প্রকীর্ত)	৫৫
৬। পিণ্ডিত   ,, (পিণ্ডিত)	১৫	২২। নিরয়   ,, (নিরয়)	৫৭
৭। অরহন্ত   ,, (অহং)	১৮	২৩। নাগ    ,, (নাগ)	৬০
৮। সহস্‌স   ,, (সহস্র)	২০	২৪। তগ্‌হা   ,, (তৃষ্ণা)	৬৩
৯। পাপ    ,, (পাপ)	২২	২৫। ভিক্‌খু   ,, (ভিক্ষু)	৬৯
১০। দন্ড    ,, (দন্ড)	২৫	২৬। ব্রাহ্মণ   ,, (ব্রাহ্মণ)	৭৩
১১। জরা    ,, (বার্ধক্য)	২৯	শব্দার্থকোষ	৮১
১২। অস্ত   ,, (নিজ)	৩১	গাথাসূচী	৯৬

## প্রকাশকের নিবেদন

পাণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ ধর্মধার মহান্ধবির মহোদয়ের নবীতম জন্মজয়ন্তী উৎসবের প্রাক্কালে আমরা তাঁর স্বারা অনূদিত পালি ধর্মপদের তৃতীয় সংস্করণ আমাদের প্রকাশনার অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে এবং জয়ন্তী-নায়কের হাতে তুলে দিতে পেরে নিজেদের অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করছি। এতৎসঙ্গে আমরা বুদ্ধশাসনের কল্যাণার্থে শ্রীমৎ মহান্ধবিরের শতাধিক আয় কামনা করি—

জীবতু ধম্মাধারো বীসবস্,সাধিকং সতং ।  
ধারেতু ধম্মপল্লোজাতং ধম্মমগ্গে 'নুত্তরে ॥  
ধারকেহি দম্পাহিতত্তা সাসনং দানি আকুলং ।  
য়কংখতু তং ধম্মাধারো তি পথনা হিতকামীনং ॥

আলোচ্য গ্রন্থ সম্বন্ধে আর বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ অনুবাদক স্বয়ং এবং অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন।

শ্রীমতী জ্যোতীশময়ী বড়ুয়া তাঁর স্বামী স্বর্গত পদলিন চন্দ্র বড়ুয়ার পদ্যস্মৃতি রক্ষার্থে এই গ্রন্থ প্রকাশনার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে আমাদের ধন্যবাদার্থ্য হয়েছেন। এই ধর্মদানজনিত পদ্যফলের স্বারা শ্রীমতী বড়ুয়া সদৃগতি প্রাপ্ত হোন, অশেষ ভোগসম্পত্তির অধিকারী হোন এবং পরিশেষে নির্বাণশান্তি লাভ করুন—এটাই আমাদের প্রার্থনা।

এই গ্রন্থপ্রকাশে যারা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা সকলেই ধন্যবাদার্থ—বিশেষ করে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক বন্ধুবর ডক্টর সাধন চন্দ্র সরকার, বাংলাদেশাগত ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে গবেষণারত ছাত্র শ্রীমৎ জিনবোধি ভিক্ক এবং কণিকা প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রণব ভট্টাচার্য।



পরিশেষে কামনা—ধৰ্ম্মপদের অমৃতরস আম্বাদন করে জাতিধৰ্ম্মনিবিশেষে  
সকলেই পরিতৃপ্ত হোন । অলমতিবিস্তরেণ ।

৫০-টি ১সি পটারী রোড  
কলিকাতা, ৭০০০১৫  
মাঘী পূর্ণিমা, ১৩১৭



অুকোমল চৌধুরী  
সাধারণ সম্পাদক  
ধৰ্ম্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী

## ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে গীতার যে স্থান, পার্সি সাহিত্যে ধম্মপদের সেই স্থান । এই দুই গ্রন্থেই ভারতীয় ধর্মজীবনের সংহততম ও উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে । গীতা মূলতঃ ভাগবত বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ হলেও এই গ্রন্থের আদর্শ আসলে অসাম্প্রদায়িক ও বিশ্বজনীন ; ধম্মপদও তেমনি বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ বলে গণ্য হলেও এই গ্রন্থের নীতি ও বাণী আজ সর্ব-মানবেরই গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে । গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বাণীই সংকলিত হয়েছে, এই হচ্ছে প্রচলিত ধারণা । তেমনি বৌদ্ধদের বিশ্বাস ধম্মপদ গ্রন্থখানি বুদ্ধবাণীরই সংগ্রহ । কিন্তু গীতা ও ধম্মপদের ধর্মবাণী-গর্ভালি আমরা যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব সেই ভাষায় ও ভঙ্গিতেই উপদেশ দিয়েছিলেন, একথা বিশ্বাস করা কঠিন । তবে একথা সত্য যে, এই দুই গ্রন্থে ভারতবর্ষেরই শাস্বত বাণী সংকলিত হয়েছে । এই বিশেষ মর্যাদার প্রভাবেই এই দুই গ্রন্থ আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ও সব ভাষাতেই সমভাবে আদৃত ও অনূদিত হচ্ছে । অথচ যে ধম্মপদ আজ পৃথিবীতে ভারতীয় আদর্শের মর্যাদাবৃদ্ধির সহায়তা করেছে, সেই ধম্মপদ ভারতবর্ষেই এক সময়ে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল । আধুনিক কালে অবশ্য ধম্মপদ ভারতবর্ষে নতুন করে প্রতিষ্ঠালাভ করতে শুরু করেছে, কিন্তু গীতার সহিত সমকক্ষতা লাভের আশা এখনও বহু দূরবর্তী । অথচ এক সময়ে এশিয়ার চিত্তবিজয়-অভিযানে ধম্মপদ গীতাকে বহু পরিমাণেই অতিক্রম করে গিয়েছিল । অধুনা পূর্বে কালে গীতা ভারতবর্ষের বাইরে খুব বেশি প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি । অথচ ধম্মপদ এক কালে সিংহল-ব্রহ্ম-শ্যাম এবং চীন-তিব্বত-তুর্কিস্থান প্রভৃতি এশিয়ার বহু দেশে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল । পরবর্তী কালে যে কারণে বৌদ্ধধর্ম তার উৎপত্তি ভূমিতে মহিমালুপ্ত হয়েছিল, সে কারণেই ধম্মপদের প্রভাবও সেখানে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছিল ।

আধুনিক কালে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চার ফলে ধম্মপদ গ্রন্থখানির প্রকৃতি ও প্রভাবের ইতিহাস বহু পরিমাণেই জানা গিয়েছে । সকলেই জানে

যে, গীতা পুস্তকখানি মহাভারতের ভীষ্মপর্বের একটি অংশমাত্র। ধম্মপদও তেমনি বৌদ্ধ গ্রিপিটকেরই অঙ্গবিশেষ। পালি সুত্তপিটকের পাঁচটি নিকায় বা অংশ ; তার পঞ্চমটির নাম খুদ্দকনিকায় পনেরটি পুস্তকের সমষ্টি ; তার দ্বিতীয় পুস্তকখানিরই নাম ধম্মপদ। ধম্মপদও ক্ষুদ্ৰ, বোধ করি পৃথিবীর ক্ষুদ্ৰতম ধর্মগ্রন্থ। অথচ এই ক্ষুদ্ৰ গ্রন্থখানি আজ বিশ্বমানবের চিত্তকে গভীরভাবে ও নির্বিড়ভাবে অধিকার করেছে। কত ভাষায় যে তার অনুবাদ হয়েছে বলা যায় না। প্রাচীন কালেও এই গ্রন্থখানি বহু ভাষাকে আশ্রয় করে আপন প্রভাব বিস্তার করেছিল। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত এই তিনটি ভারতীয় ভাষাতেই ধম্মপদ সুপ্রচলিত ছিল। কালক্রমে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধম্মপদ বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র পালি সাহিত্যেই ধম্মপদ গ্রন্থখানি আবহমানকাল সুরক্ষিত আছে। তাই তার পালি রূপটাই সুপরিচিত হয়েছে। কিন্তু এক সময়ে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধম্মপদের প্রভাবও কম ছিল না। কিছুকাল পূর্বে মধ্য এশিয়ার মরুভূমি থেকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধম্মপদ উদ্ধার করা হয়েছে। সংস্কৃত ধম্মপদের নাম ‘উদানবগ’। এই উদানবগ একাধিকবার চীনা ও তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ধম্মপদ গ্রন্থের এইসব বিভিন্নরূপের বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘ধম্মপদ ও উদানবগ’ প্রবন্ধে (হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা, ১৯৩১)। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী-প্রণীত ‘বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য’ পুস্তকেও সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ধম্মপদের সংক্ষিপ্ত অথচ সুষ্ঠু পরিচয় আছে। বর্তমান ভূমিকা লেখকের ‘ধম্মপদ-পরিচয়’ গ্রন্থে ধম্মপদের রচনাকাল তথা তার ভারতীয় প্রকৃতি, প্রভাব ও গৌরবের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত বিশদভাবেই আলোচিত হয়েছে। এস্থলে তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

সুখের বিষয় দীর্ঘকালীন বিস্মৃতির পরে ধম্মপদ আজ আবার আমাদের নবোদ্ভূত চিত্তে আপনার স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভের উপক্রম করছে। এই প্রতিষ্ঠাদানে যারা অগ্রণী, তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র বসু, সত্যীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁদের পর থেকে বাংলাদেশে ধম্মপদ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও আলোচনা মন্থন হলেও স্থির গতিতে বেড়ে চলেছে। ফলে গীতার ন্যায় ধম্মপদেরও বিভিন্ন প্রকারের সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ধর্মাকুর বিহারের গিহারাদ্যক্ষ শ্রীমৎ ধর্মাদার মহাস্থবির-সম্পাদিত ধম্মপদের সুদৃঢ় ও সুবহ

সংস্করণটি সাদরে অভিনন্দিত হবার যোগ্য। বাংলা ভাষায় ধর্মপদের এমন সুপরিপাটি ও স্বল্পায়তন সংস্করণ আর আছে কিনা জানি না। মূল পালি পাঠের সঙ্গে বিতর্ক ব্যাখ্যা ও পান্ডিত্য-বর্জিত সহজ সরল অথচ মূলানুগ অনুবাদ থাকাতে বইখানি পান্ডিত-অপান্ডিত-নির্বিশেষে সব রকম আগ্রহী পাঠকেরই নিত্যসঙ্গী ও নিত্যপাঠ্য হবার উপযোগী হয়েছে। প্রয়োজনমতো স্থলে স্থলে ভারতীয় সাহিত্য থেকে সানুবাদ সদৃশ উক্তি উদ্ধৃত করাতে এবং পরিশেষে দূরদৃহ শব্দের অর্থ দেওয়াতে বইখানির উপযোগিতা বহু পরিমাণে বেড়েছে। এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের ফলে শ্লোকগুলির অর্থ গ্রহণ ও তাৎপর্য উপলব্ধির পক্ষে পাঠকের খুবই সহায়তা হবে। আশা করি এই সংস্করণটি পাঠকসমাজে সমাদৃত হবে এবং বাঙালির হৃদয়ে ধর্মপদের মহৎ বিশ্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অন্যতম পথিকৃতের কাজ করবে।

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

প্রবোধচন্দ্র সেন

৭ চৈত্র ১৩৬০

## নিবেদন

ধম্মপদ করদুগাময় বুদ্ধের মৃদু-নিঃসৃত বাণী। নানা ঘটনা উপলক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তিকে এই উপদেশাবলী প্রদত্ত হইয়াছিল। মানুষের অধ্যাত্ম জীবনের এমন কোনও সমস্যা নাই যাহার সমাধান ইহার মধ্যে পাওয়া যাইবে না। গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে প্রায়শই ইহা প্রতীত হইবে যেন আড়াই হাজার বৎসরের পূর্ব-সীমায় উপবিষ্ট সেই ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা পুরুষই আমাদেরই অন্তরের গোপন ভাব, আমাদের অধ্যাত্মজীবনের প্রধান অন্তরায়গুলি, আমাদের সাধনমার্গের বাধা-বিপত্তি বিদ্বসমূহ আবিষ্কার করিয়া সেগুলি মোচন করিবার উপায় প্রাজ্ঞ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মানুষ, মানব মনের চিরন্তন রহস্যগুলির উদ্ঘাটন ও উহাদের সুচিন্তিত সমাধান ছিল তাহার উদ্দেশ্য। মানব প্রকৃতি দেশ-কাল নিরপেক্ষ। অতীতেও ধম্মপদ মানুষের পক্ষে যেরূপ আত্মশুদ্ধি ও সত্যোপলব্ধির সহায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে বর্তমানেও ইহা সেইরূপই বিবেচিত হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতেও তদ্রূপই হইবে।

ধম্মপদের প্রতিটি শ্লোক অকাট্য। উপমাগুলি যথার্থ এবং সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন হইতে আহৃত, সুতরাং অনায়াসবোধ্য। কোন পুরুষ দার্শনিকতত্ত্ব ইহাতে স্থান পায় নাই। সেকারণে ইহা সহজেই মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। যাহার উপাদেয়তা সম্রাট অশোককে মৃদু ও আমূল পরিবর্তিত করিয়াছিল সে মাধুর্যে কোটি কোটি মানব-হৃদয় তৃপ্তসাধ করিবে ইহাতে আশ্চর্য কি? শান্তি-সম্মানী জন-সমাজের জন্য আজও ইহা অপরিহার্য।

### রচনাকাল

সিদ্ধিলাভের পর হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত ভগবান বুদ্ধ জনসাধারণের চিত্তের জন্য বিভিন্ন ধর্মপিপাসুদের মধ্যে যে অমৃতবাণী বর্ষণ করিয়াছেন তাহারই সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ এই ধম্মপদ। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে সিংহলাধিপতি মহানামের রাজত্বকালে (৪১০-৩২) মগধের আচার্য বুদ্ধঘোষ

পালি ভাষায় ইহার অর্থকথা রচনা করেন। ধম্মপদের ইহাই একমাত্র প্রামাণ্য ভাষা। গ্রন্থকার ইহাতে মূল গাথার অনেক পাঠান্তরের উল্লেখ করেন। যেসকল হস্তলিখিত পুস্তকে এই পাঠান্তর পরিদৃষ্ট হয় সে প্রতিলিপিগুলি সিংহলরাজ বটুগামণির সময়ে (খৃঃ পূঃ ৮৮-৭৬) লিপিবদ্ধ হয়। খৃঃ পূঃ ৩য় শতকের পূর্বার্ধে সম্রাট অশোকের পুত্র ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র কর্তৃক মাগধী ভাষা হইতে এই ভাষা সিংহলী ভাষায় অনূদিত হয়। ‘যা তম্বপাণিম্‌হি দীপভাসায় সন্ঠিতা’ তাহাই উত্তর কালে বুদ্ধঘোষের অর্থকথা রচনার উপজীব্য হয়।

খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর রচিত ‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহাতে ধম্মপদের উল্লেখ আছে। অভিধম্ম পিটকের ‘কথাবচ্ছ’ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে রচিত। ধম্মপদের অনেক গাথা ইহাতে পাওয়া যায়, সুতরাং ধম্মপদ এ দুই গ্রন্থের পূর্ববর্তী।

দীপবংস ও মহাবংসে দেখা যায় সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক ( খৃঃ পূঃ ২৭২-৩২ ) শ্রামণের নিগ্রোধের ( উপগুপ্তের ) মূখে ধম্মপদের ‘অপ্পমাদ বগ্গ’ শুনিয়া মুগ্ধ হন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং অশোকের পূর্বেও ধম্মপদ বর্তমান ছিল।

মহাসাংঘিকদের রচিত ‘মহাবস্তু’র অনেক স্থানে ধম্মপদ বুদ্ধভাষিত বলা হইয়াছে, [ যথোক্তং ভগবতা ধম্মপদেব্দু ]। তাহার উপদেশ হইতে চয়ন করিয়া প্রথম সঙ্গীতিতে (খ্রীঃ পূঃ ৪৮৫ অব্দে) ধম্মপদ সংকলিত; দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতিতে অনূদিত হয়।

## ধম্মপদ ও গীতা

“আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে রূপ সমাদর করি বৌদ্ধগণ ধম্মপদ গ্রন্থের তদ্রূপ সমাদর করিরা থাকেন।”

—ডক্টর সত্যীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ( ধম্মপদ ভূমিকা )

“ধম্মপদ বৌদ্ধগ্রন্থ না হলে এদেশে তা গীতার চেয়ে কম আদর পেত বলে মনে হয় না।”

—ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী (বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, ৬৬)

‘বৌদ্ধধর্মে’ ধর্মপদ যে স্থান অধিকার করিয়াছে, হিন্দুধর্মে গীতাও সেই স্থান পাইয়াছে। ধর্মপদ যেমন প্রত্যেক বৌদ্ধগৃহে পঠিত হয়, গীতাও

তদ্রূপ বহু হিন্দুগৃহে পঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে ভাব-সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। গীতার ব্রহ্মনিবাণের অর্থ ব্রাহ্মী-স্থিতি, বৌদ্ধ নিবাণের মত শূন্য নহে, বৌদ্ধগণই যে গীতা হইতে ‘নিবাণ’ শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন, এই মতই অধিকতর সমীচীন মনে হয়। ‘যোগক্ষেম’ শব্দটি প্রাচীন। সম্ভবতঃ উপনিষদ্ ও গীতা হইতে উহা ধম্মপদে গৃহীত।”

—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত গীতা ভূমিকা।

বুদ্ধই সর্বপ্রথম নিবাণ শব্দ মূক্তি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। তৎপূর্বে ইহা দীপ-নিবাণে ব্যবহৃত হইত—মূক্তি অর্থে নহে। আর্যমুক্তির সহিত ইহা ভাব সামঞ্জস্যহীন। দীপনিবাণ দীপস্থিতি নহে, তৈল, সলিতা প্রভৃতি কারণদ্বয়ের সমবায়ে যে দীপশিখা উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকিত, ইন্ধন বা কারণের অভাবে সেই ক্ষুদ্রলিঙ্গরাশির অন্তঃপত্তিই দীপনিবাণ। সুতরাং অন্তঃপাদের স্থিতি অবাস্তব কল্পনা। জীব-নিবাণ সম্বন্ধেও সে কথা প্রযোজ্য। কার্য-কারণের যে বিচ্ছিন্ন প্রবাহ জীবরূপে চলিয়াছে, অবিদ্যা, তৃষ্ণা, কর্ম প্রভৃতি কারণের নিরোধে কার্যরূপ জীবন-প্রবাহের অন্তঃপত্তিই জীব-নিবাণ, জীবস্থিতি নহে। নিবাণের নামান্তর ‘অন্তঃপাদ নিরোধ’। বৌদ্ধ মূক্তির সহিত নিবাণের ভাবসাম্য বিদ্যমান। যাহা আর্যমুক্তির দ্যোতক নহে। ধম্মপদের জনপ্রিয় ও মূক্তিবাদক নিবাণ শব্দ পরবর্তী কালে সঙ্গতিহীন হইলেও গীতাকার ব্রহ্মনিবাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত।

যোগক্ষেম শব্দ ধম্মপদের ন্যায় গীতায়ও পরিদৃষ্ট হয়—“যাঁহারা অন্য চিন্তা না করিয়া আমাকে উপাসনা করেন সেই সকল নিত্য যোগযুক্তগণের যোগ ও ক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ) আমি বহন করি” গীতা, ৯।২২।

“যাঁহারা নিত্য দৃঢ় পরাক্রমশালী ও সতত (শমথ-বিদর্শন) ধ্যানপরায়ণ সেই সকল সুধীরাই অনন্তর যোগক্ষেম (যোগমুক্তি) নিবাণ অধিগত হন।” ধম্মপদ, ২।৩।

উভয় গ্রন্থে নিজস্ব নীতি ও আদর্শ ঘোষিত হইয়াছে। গীতা বলে উপাসকের যোগক্ষেম শ্রীকৃষ্ণই বহন করেন, পরতন্ত্রতা ও মুখাপেক্ষিতা ইহার আদর্শ। কিন্তু ধম্মপদ ঘোষণা করে অধ্যবসায় ও সাধনা প্রভাবে সাধক নিজেই নিজের মূক্তি অর্জন করেন। আত্মনিষ্ঠা ও পুরুষকার

ইহার আদর্শ । অপরে অধ্যয়ন করিয়া নিজের জ্ঞান আহরণ যেমন অসম্ভব, একের মদ্বিত্তিও সেইরূপ অপরে আহরণ করিতে পারে না । ‘পচ্চত্তং বেদিতবো বিঞ্ঞংএহি’ মদ্বিত্তিত্ব বিজ্ঞগণের স্বয়ং উপলব্ধির বিষয় । যোগক্ষেম শব্দের অর্থ সম্বন্ধেও উভয় গ্রন্থ প্রবৃতি ও নিবৃতিমুখী । এ সকল আলোচনায় প্রমাণিত হয় ধর্মপদের যোগক্ষেম মৌলিক ।

ডক্টর লরিনসারের মতে গীতা বদ্বশের জন্মের অনেক পরে এমন কি যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবেরও অনেক পরে রচিত । সুতরাং উভয় গ্রন্থের মধ্যে কে উত্তমর্গ তাহা সহজে অনুমেয় ।

গীতা ও ভাগবতে অবতার-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে । লৌকিক অবতারবাদে বৈদিক ঈশ্বরের সর্বব্যাপীত্বের বিরোধ রহিয়াছে । যেখানে যে ছিল না সেখানে তার আগমন—উপর হইতে নীচে আগমন—সাকার কিংবা নিরাকারই হউন সর্বব্যাপীর পক্ষে অবতরণের স্থান ও প্রয়োজন নাই । আচার্য শঙ্করের মতে ‘গীতাশাস্ত্র বেদার্থসার সংগ্রহ’ । সুতরাং উহা বেদানুদ্বল হইবে । শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার তাই গীতা ভগবদ্বক্তিরূপে বর্ণিত, এই বিশ্বাস বেদাবিরুদ্ধ ।’

‘গীতা পদ্মনাভ নামক ঋষির রচিত । পদ্মনাভের যৌগিক অর্থ বিষ্ণু বটে, কিন্তু গীতা বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের মূখনিঃসৃত নহে ।’ (ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন )

মহাভারতের ১৬শ অধ্যায়ে, অনুগীতাতে উল্লেখ আছে, কুরুক্ষেত্র বদ্বশের পর গীতার উপদেশ বিস্মৃত হওয়ায় অজ্ঞান যখন পুনরায় শুনিতে চাহেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিলেন, “যোগস্থ হইয়া আমি যাহা বলিয়াছিলাম এখন তাহা মনে হইবে কেন ?” যাহা শ্রোতা বিস্মৃত, বস্তা পুনর্বার বলিতে অসমর্থ তাহাই সঞ্জয় অবলীলাক্রমে বর্ণনা করিলেন ধৃতরাষ্ট্রের নিকট । তবে শ্রীকৃষ্ণের মূখ দিয়া এই সকল তত্ত্বের উদ্ভব হইল কেন ? পুরাতন ত্রিপিটক ও বাইবেলে দেখা যায় উপদেশটা কিছ্ বলিতে যাইয়া আরম্ভ করেন “এতদবোচ ভগবা”—Thus said the Lord অর্থাৎ ভগবান এরূপ বলিয়াছেন । ইহা উপদেশ দিবার তদানীন্তন একটা প্রণালী; সম্ভবতঃ গীতায়ও তাহা অনুসৃত হইয়াছে ।

গীতা ও ভাগবত উভয়ের অবতারবাদ পরস্পর সঙ্গতিহীন । “সম্ভবামি যদুগে যদুগে” (গীতা ৪।৮) অর্থাৎ ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত এক ঈশ্বরই যদুগে



যদুগে অবতরণ করেন । আর ভাগবতের “অবতারাঃ হ্যসংখ্যোঃ” অবতারেরা অসংখ্য ।

বিশ্বকম্বেশ্বর অবতারতত্ত্বে, অবতার পূর্ণরূপ বা ঈশ্বর নহেন ; সর্বাঙ্গ-সুন্দর মানুষ । সুতরাং মানুষের ন্যায় অবতারও অসংখ্য ।

‘ভাগবতের সার কথা কৃষ্ণতত্ত্ব । স্বর্গীয় নীলমণি গোস্বামীর আধ্যাত্মিক উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় অন্ততঃ ভাগবতের কৃষ্ণচরিত্র কলংকমুক্ত নহে ।’

রাসলীলা শ্রবণ করিয়া সন্দেহান্দোলিত পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন,—যিনি ধর্মের স্থাপয়িতা—

‘স কথং ধর্মসেতুনাং বজ্রা কণ্ঠাভিরক্ষিতা,

প্রতীপমাচরম্বদ্রক্ষন্ পরদারাভিমর্ষণম্ ?’ ভাগবত, ১০।৩৩।২১—তিনি ধর্মের কর্তা, বজ্রা ও রক্ষিতা হইয়াও পরদারাভিমর্ষণরূপ গর্হিত কর্ম করিলেন কেমন ? শব্দকদেব দুই যুক্তিস্বারা এই কার্য সমর্থন করিলেন, (১) তেজীয়ান ব্যক্তিদের কোন অপকর্মে দোষ হয় না, ‘তেজীয়সাং ন দোষায় বহুঃ সর্বভুজোঃ যথা’ ১০।৩৩।৩০ ; (২) তিনিই তো গোপীগণের স্বামীদিগের অন্তর্যামী পুরুষ, ক্রীড়ার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে দেহধারণ করিয়াছেন বৈ ত নয় তবে আর কি দোষ হইল ?’

গীতা এই যুক্তি সমর্থন করে না । প্রধান ব্যক্তির যে যে আচরণ করেন অন্য লোকেরা তাহাই অনুকরণ করে ।

‘যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ’ ( গীতা ৩।২১ ) । যিনি ধর্ম সংস্থাপক ও ধর্মজগতের আদর্শ, জনসাধারণ তাঁহার অনুসরণ করিবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে । এই সকল কৈফিয়ৎ ন্যায়ালয়ে নিরপরাধ প্রমাণের পক্ষে পর্যাপ্ত কি না সুধীগণের বিবেচ্য ।

“অতএব অবতারবাদ সমর্থন করা নিতান্তই অজ্ঞান-কল্পনা মাত্র । তাহা মানবসমাজকে বিনাশের পথে লইয়া যায় ।”

( ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন )

বাসুদেব কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধ জাতকেও উল্লেখ দৃষ্ট হয় :

“যং যং কামী কাময়তি অপি চন্দালিকামপি,  
সম্বোধি সাদিসো হোতি নখি কামে অসাদিসো ।  
অখি জংবাবতী নাম মাতা সিবিস্ স রাজিনো,

সা ভরিয়া বাসুদেবস্ কণ্ঠস্ মাহিসী পিয়া ।”

( জাতক ষষ্ঠ খণ্ড, ৪২১, ফসবোল সংস্করণ )

কামী মানুষ যেই যেই স্ত্রীর কামনা করে—চণ্ডালিকা হইলেও সে তাহার প্রতি মগ্ন হয় । কামভোগে উচ্চ-নীচ ভেদ নাই, সকলেই সমান । শিবিরাজ্যের মাতার নাম জংবাবতী, তিনি ছিলেন বাসুদেব কৃষ্ণের প্রিয়া ভাৰ্যা ও অগ্রমহিষী ।

টীকাকার বলেন ‘একদিন মহারাজ কৃষ্ণ স্বীয় উদ্যানের পথে এক সুন্দরী তম্বী, অবিবাহিতা চণ্ডালতরুণীকে দেখিতে পান, তাহাকে তিনি পাটরাণী করিয়া লন । তখন কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার ছিলেন না, ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন, জাতিভেদ মানিতেন না ।

তৎপরে ‘নিশ্দেশে’ বাসুদেব ও তৎপন্থী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে । পার্গনির—‘বাসুদেবাজ্জনাভ্যাং বদন্’ ৪।৩।১৮ সূত্রে ঐ সম্প্রদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায় । উহারা বিশেষ চিহ্নধারণ করিয়া বাসুদেবের মূর্তিসহ স্واره স্واره ঘুরিত এবং উদরনিবাহ করিত । মহারাজ্যের পুনাদি জিলায় বাসুদেবা নামক লোকদিগকে দেখিলে ঐ সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ হয় । উহারা মাথায় ময়ূর পাখার উঁচু টুপি এবং দেহে লম্বা চোগান পরে আর প্রাতঃকালে বাসুদেবের নামে ভিক্ষা করে । বাসুদেব ছিলেন গুপ্তরাজাদের কুলদেবতা । শকদের পতনের পর যেমন মহাদেব লিঙ্গরূপে রূপান্তরিত হন, তেমনি গুপ্তদের অবনতির সময়ে বাসুদেব হইলেন ব্যাভিচারী গোপাল । রাজাদের বিলাসিতা যত বাড়িয়াছে বাসুদেবও তত বিলাসী হইয়াছেন । ( ভারতীয় সংস্কৃতি ওর অহিংসা ) ।

ক্ষেত্রবিশেষে রক্তমাংসের মানুষ বৃদ্ধিবলে আপনাকে ভগবানের অবতার, অংশ, কিংবা সম্পর্কিত করিয়া স্বীয় দুর্বলতা আচ্ছাদনের চেষ্টা করিয়াছেন । কোথাও অন্ধ ভক্তের হাতে পড়িয়া তথাকথিত ভগবানের শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে । ধর্মপদ অবতারবাদ মানে না ।

ডক্টর অটো সাহেবের মতে গীতার কুরুক্ষেত্রযুদ্ধবিষয়ক আখ্যায়িকা-অংশই মহাভারতের প্রকৃত অংশ । উহার শ্লোক সংখ্যা ১২৮ এর অনধিক । ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম যোগ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গীতার উপদেশগুলি পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ এবং শ্রীকৃষ্ণের বাণীরূপে প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যেই মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সুতরাং এইগুলি প্রক্ষিপ্ত ।

গার্বো ও হপকিন্স-এর মতে অনেক লেখক বিভিন্ন শতাব্দীতে গীতায় স্ব স্ব রচনা সংযোগ করিয়াছেন। বাণেটের ধারণা যে গীতাকারের যত্নে বিভিন্ন ধর্ম-মতের সুসামঞ্জস্য হইয়াছিল।

বিভিন্ন দেশে গীতার পাণ্ডুলিপিতে শ্লোকসংখ্যার বৈষম্য এই সকল উক্তি সমর্থন করে। ৭০টি মাত্র শ্লোকের গীতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাথিয়াবার গন্ডাল স্টেটে ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দের হস্তলিখিত যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে, উহাতে প্রচলিত গীতা হইতে ২১টি অতিরিক্ত শ্লোক ও ২৫০টি পাঠান্তর দেখা যায়। মাদ্রাজের ধর্ম-মন্ডলের মর্দিত গীতায় প্রচলিত গীতা হইতে ৩৭টি শ্লোক বাদ দিয়া মহাভারতের উদ্যোগ, অনুশাসন ও শান্তি পর্ব হইতে ৮২টি শ্লোক যথেষ্টভাবে গ্রহণপূর্বক ৭৪৫ শ্লোকসংখ্যা পূর্ণ করা হইয়াছে। একাদশ শতকে বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক আল্-বেরুণী স্বীয় গ্রন্থে গীতার যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, প্রচলিত গীতায় তাহা নাই। সম্রাট আকবরের সময়ে গীতার যে ফার্সী অনুবাদ হয় উহার শ্লোকসংখ্যা ৭৪০। বর্তমানে অনেক পণ্ডিত ৭৪৫ সংখ্যাই সমর্থন করেন। শঙ্করাচার্যের সময় পর্যন্ত ইহাতে শ্লোক ছিল ৭০০।

খ্রীষ্টীয় ৪৫৫-৫২৮ পর্যন্ত গুপ্তযুগ। ঐ সময় ভারতবাসী মহাভারতে পরিণতি লাভ করে। উহার অনেক স্থানে হুণদের উল্লেখ আছে। স্কন্দগুপ্ত হুণদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরবর্তী চৈনিক পরিব্রাজক 'হিউএনচাঙ'এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত হুণদের আক্রমণ ও ধ্বংসাবশেষের সন্ধান দেয়। ঐ সময় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজন অনুভূত হয়। গুপ্তরাজ বালাদিত্যের সময় (৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) যুদ্ধের প্ররোচনা দানের নিমিত্ত গীতার প্রথমাংশ রচিত ও মহাভারতে সংযুক্ত হয়। ( ভাঃ সংঃ অঃ ১২৭ ) সহস্র বৎসরের প্রচলিত বৌদ্ধ সভ্যতার প্রতিক্রিয়ারূপেই গীতার সৃষ্টি। একক কোন মতের পক্ষে হয়ত টীকিয়া থাকা তখন সম্ভব ছিল না, সেই কারণে সাংখ্য, যোগ, বেদ, উপনিষদ, সগুণ, নিগুণ, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন মত ও গ্রন্থের শ্লোকাবলী একত্র সংগৃহীত হয়।

পণ্ডিতেরা বলেন গীতার 'এবং প্রবর্তিতং চক্রম্' ৩।১৬ বৌদ্ধ ধর্ম-চক্রের প্রভাব সূচনা করে। 'গীতাসুপনিষৎসু' উক্তি দ্বারা ইহা শ্রুতি-স্মৃতির সঙ্গে রচিত বলিয়া যদি কেহ প্রাচীনত্বের দাবী করে, তাহা যুক্তিসহ নহে।

সম্রাট আকবরের সময়ে রচিত দশ সূত্র সমন্বিত ‘আত্মোপনিষদ’ নামের দরূণ প্রাচীনত্বের দাবী করিতে পারে না। বস্তুতঃ শুদ্ধ প্রাচীনত্বের দ্বারা কোন গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি হয় না।

ধর্মপদের ১২।৪ গাথার সহিত গীতার ৫।৬ শ্লোকের সামঞ্জস্য দেখা যায়। পণ্ডিতেরা বলেন, ইহা ধর্মপদ বাণীরই বিস্তার মাত্র। আত্মশরণ গীতার মূলনীতি নহে। কারণ, প্রথমতঃ আত্মশরণ নীতি ও ভক্তি পরম্পরের অননুদ্বন্দ্ব বা পরিপূরক নয় এবং গীতাদর্শ যে আসলে ভক্তির ধর্ম এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণকথিত ‘সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ’। (গীতা ১৮।৬৬) বুদ্ধকথিত ‘অন্তদীপা অন্তসরণা অনন্তঃসরণা বিহরথ’। (পরিনিব্বান সূত্র) এই দুই নীতি যে সম্পূর্ণরূপেই পরস্পর-বিরোধী একথা বলারও অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে আত্মশরণ ও উত্থান যে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান নীতি তাতে সন্দেহ নাই। (ধর্মপদ পরিচয় ২৭ পৃঃ) স্ববিরোধী হইলেও গীতায় এই নীতি সগৌরবে বিরাজমান।

ধর্মপদের ৭।৮ গাথায় ধর্মসেনাপতি সারীপুত্র তেরের নিকট পুরুষোত্তম আদর্শ বর্ণিত হইয়াছে। ৬।৩ গাথায় ছন্ন তেরকে তথাবিধ পুরুষোত্তম ভজনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। গীতার ১৫শ অধ্যায়েও পুরুষোত্তম যোগ এবং ১৫।১৮, ১৯ শ্লোকে পুরুষোত্তম-আদর্শ ও ভজনা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরকালে উহাই গীতায় শ্রেষ্ঠ লাভ করে।

ধর্মপদ ২০।৪ গাথার স্মরণীয় রূপে গীতার ১৮।৬৬ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। বন্ধনমুক্তি সম্বন্ধে ধর্মপদ আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দিয়াছে। গীতায় শিক্ষা বিপরীত। বুদ্ধগণ ভববন্ধন হইতে মুক্তির স্বীয় আবিষ্কৃত পথ শিক্ষা দেন মাত্র। মুক্তিকামীকেই তজ্জনা উদ্যম করিতে হয়। আপন মুক্তি আপনার হাতে, কাহারও অনুগ্রহ ভিক্ষায় কিংবা মধ্যস্থতায় প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নহে। ইহা কত বড় আত্মনির্ভরতা ও আশ্বাসের বাণী। যোগক্ষেম বহনের ন্যায় সর্বপাপমুক্তির আশ্বাসও অনর্থক। যদি শরণাগত ভক্তের পাপমুক্তি ভগবানের দ্বারা সম্ভব হইত তবে ‘অশ্বখামা হত ইতি গজঃ’ এই মিথ্যার দরুন ভক্ত যুগ্মিষ্ঠিরকে নরকদর্শন করিতে হইত না। বস্তুতঃ পাপের পরিণাম ও পুণ্যের পুরস্কার, শৃদ্ধি ও অশৃদ্ধি, বন্ধন ও মুক্তি ধর্মপদের ১২।৫, ৯ গাথানুসারে ব্যক্তিগত ব্যাপার। একে অপরকে শুদ্ধ বা মুক্ত করিতে পারে না।

গীতা কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রেরণা দানের নিমিত্ত কেবল অর্জুনকেই বলা হইয়াছে। ধর্মপদ প্রশান্ত হ্রদে জীবকল্যাণ প্রেরণায় বহুজনকে উপদিষ্ট। যুদ্ধ ধর্মের পথ, যুদ্ধ দ্বারা প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। রোহিনী নদীর জলের জন্য শাক্য ও কোলিয়ের সংগ্রাম ও কাশী রাজ্যের জন্য মগধরাজ অজাতশত্রুর সহিত যুদ্ধ পরাজিত কোশলরাজ প্রসেনজিতের অনুতাপ প্রশমনের জন্য ধর্মপদের ১৫।১, ২, ৩ ও ৫ গাথা বর্ণিত। যুদ্ধ সম্বন্ধে ইহাই ধর্মপদের সনাতন নীতি।

### ধর্মপদের প্রভাব

ধর্মপদ বিশ্ব-সংস্কৃতিকে যেমন সমৃদ্ধ করিয়াছে, তেমনি ভারতের অনেক ধর্মমত ও সাহিত্য ইহা দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে। ইহার অপ্রমাদ নীতি মহাভারতে ও খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকের খোদিত বেশনগরের গরুড়স্তম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ ভাগবত সম্প্রদায়ের মূল নীতি। এই অনুমান সর্বত্র সত্য নহে। ইহারা বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি। ঐতিহাসিকদের বিচারেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত। ডক্টর বড়ুয়া বলেন—

“অপ্রমাদই হল ভগবান বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি বা মূল নীতি। তাঁর মতে এই অপ্রমাদ কথাটির মধ্যেই তাঁর সমস্ত উপদেশের সারমর্ম নিহিত রয়েছে।”

—Asoka and his Inscriptions. pp.27,250.

ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেন—

“প্রত্যেকের নির্বাণ লাভের জন্য উদ্যম ও অপ্রমাদ অত্যাৱশ্যক। ইহাই ভগবান বুদ্ধের শেষ বাণী।”

—ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৯৩৪) পৃঃ ৪৯

পাণ্ডিতেরা বলেন “স্বাধিকার বা স্বকর্তব্যে অবিচলিত নিষ্ঠাই অপ্রমাদ।” অপ্রমত্ততার জন্য সদাজাগ্রত উত্থান ও আত্মনির্ভরতা বা পুরুষকারের প্রয়োজন। তাই ধর্মপদে অপ্রমাদের সঙ্গে এই দুই নীতির প্রতিও জোর দেওয়া হইয়াছে। আত্মনিষ্ঠা ব্যতীত উত্থান ও অপ্রমাদ সম্ভব নহে। ভাগবতেরা কিছু ভগবান্নিষ্ঠ—আত্মনিষ্ঠ নহেন। ঐ নীতির সহিত অপ্রমাদ সামঞ্জস্যহীন। মহাভারতের ভাগবত নীতি :—

“জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃতি জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃতিঃ,  
 স্বয়া হৃষীকেশ, হৃদিদ্বিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।”

ধর্ম জানি তাতে আমার প্রবৃতি নাই, অধর্ম জানি তাতেও আমার  
 নিবৃতি নাই, হে হৃষীকেশ ! তুমি হৃদয়ে থাকিয়া যাহাতে নিযুক্ত কর, আমি  
 তাহাই করি।

এই নীতিতে স্বাধিকার বা পদরূষকারের প্রকৃত মূল্য কতটুকু তাহা  
 জ্ঞানীদের বিবেচ্য। অথচ ঐ সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ গীতার অপ্রমাদের  
 উল্লেখ পর্যন্ত নাই।

ধর্মপদের অপ্রমাদ নীতিই সম্রাট অশোককে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত  
 করে, সারা জীবন তিনি এই নীতির অনুসরণ ও প্রচার করায় তখন ইহা  
 বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। সুতরাং এই নীতি অপর সম্প্রদায় গ্রহণ করিবেন,  
 ইহাও অযৌক্তিক নহে।

ধর্মপদের গাথার সহিত মহাভারত, মনুসংহিতা, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র  
 প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোকের সহিত সামঞ্জস্য যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। এ  
 সম্বন্ধে ডক্টর ওসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন—“হিন্দু ও বৌদ্ধ গ্রন্থে উদ্ভূত  
 বচনসমূহের ঐক্যের কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ  
 বলিয়াছেন—পালি ভাষার বচনগুলিই মূল, সংস্কৃতে ঐ সকল বচন কালক্রমে  
 প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, অথবা উহাদের অনুকরণে সংস্কৃতে অনেক শ্লোক প্রস্তুত  
 হইয়াছে।” ( ধর্মপদ ভূমিকা )

অধ্যাপক ভাগবত মহাশয়ের ইংরেজী অনুবাদসহ ধর্মপদের পকেট  
 সংস্করণ দেখিয়াই বাংলা ভাষায় এইরূপ সংস্করণের প্রয়োজন অনুভব করি।  
 ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পান্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। কয়েকবার মদ্রণের প্রয়াস  
 করিয়াও ভুল প্রমাদ পরিলক্ষিত হওয়ার তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই।  
 ইতিমধ্যে ধর্মপদের কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছে। কিন্তু এ সংস্করণের অভাব  
 পূর্ণ হয় নাই। আমাদের দুর্বলতার বিষয় অবগত হইয়া অধ্যাপক সেন  
 মহাশয় বলেন—“সবঙ্গিসুন্দর করিবার নিমিত্ত পনের বৎসর  
 অপেক্ষা করার চেয়ে বার আনা সুন্দরেই তখন ইহা বাহির হওয়া উচিত  
 ছিল, এভাবে রাখিলে হয়ত আর বাহির হইবে না।” সত্যি ইতিমধ্যে  
 জীবনের যে বিপর্যয় গিয়াছে হয়ত মদ্রণের সম্ভাবনা চিরতরে লুপ্ত হইত,  
 তাহার পরামর্শ, উৎসাহ ও প্রদূষ দর্শনে সক্রিয় সাহায্যেই ইহার মদ্রণ সম্ভব

হইল। অনুগ্রহপূর্বক ভূমিকা লিখিয়া তিনি ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিলেন ; তজ্জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। কবি বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্মাকুর সভার সহ-সম্পাদক শ্রীপ্রকাশ কুসুম বড়ুয়া বি, এ, ও আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান্ শান্তরক্ষিত শ্ববির ইহার মদ্রণের উপযোগী প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছে। জগজ্জ্যোতির প্রচার-সচিব শ্রীমান্ জ্ঞানানন্দ ভিক্ষুর সহায়তা মদ্রণ কার্য স্বরাস্বিত করিয়াছে, তজ্জন্য তাদের প্রতি ধন্যবাদ। ধর্মপদের অনুবাদে যাহারা অগ্রণী তাহাদের ঋণ অনস্বীকার্য।

ধর্মপদ মানবমাত্রেরই নিত্য পাঠ্য। বৌদ্ধ উপাসকগণ প্রাতে সন্ধ্যায় ইহার কয়েক বর্গ অধ্যয়ন না করিয়া অম্লজল গ্রহণ করেন না। সাধারণের ব্যবহার-সৌকর্য্যে ইহা অনূদিত হইল। ইহা কোন মৌলিকত্বের দাবী রাখে না। কেবল ক্ষুদ্র কলেবরে ধর্মপ্রাণ নরনারীর নিকট স্থান পাইবার প্রত্যাশা করে।

১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

১৪৪৮৫৪

ধর্মার্থার মহাশ্ববির

অধ্যক্ষ

নালন্দা বিদ্যাভবন

## ধ্বম্পদ পরিচিতি

### বৌদ্ধ সাহিত্যে ধ্বম্পদের স্থান

ভগবান গৌতম বুদ্ধ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের মূলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। ইহার দুই মাস পর বারাণসীর মৃগদাবে পঞ্চ-বর্গীয় শিষ্যদের নিকট তাঁহার উদ্ভাবিত সত্যধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। তৎপর তিনি ভারতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। কোথাও ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে কথোপকথনে, কোথাও বা বহু জনসমাগমে ভাষণের মাধ্যমে এই প্রচারকাৰ্য চলিতে থাকে। এইরূপে দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসরব্যাপী ‘বহুজন-হিতায়, বহুজন-সুখায়’ প্রচারকাৰ্য সম্পন্ন করিয়া তিনি জনসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। বহু রাজা-প্রজ্ঞা, ধনী-নিধন তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করেন। অনেক বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহার ভিক্ষুসংঘে প্রবেশ করেন। এই প্রকারে ত্রিতাপ-দম্ব জনসমাজে দৃঃখমুক্তির উপায় পরিবেশন করিয়া তিনি আশি বৎসর বয়সে কুশীনগরে মল্লরাজাদের শালবনে পরিনিবাণ লাভ করেন।

তাঁহার পরিনিবাণের তিনমাস পর মহারাজ অজ্ঞাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গৃহায় শ্রম্বেয় শ্রবির মহাকাশ্যপের অধিনায়কত্বে এক ধর্ম-সম্মেলনের আধিবেশন হয়, উহাতে বুদ্ধের সমগ্র উপদেশাবলী সংগীত ও ত্রিপিটকরূপে সংগৃহীত হয়। ‘পিটক’ মানে পেটরা, পাত্র বা আধার বুদ্ধায়। তিনটি পিটক হইল সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম। রক্ষণশীল ও প্রাচীন থেরবাদী বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রামাণ্য ন্যায়শাস্ত্র ‘নেস্তিরত্বাকর’ বলে : ‘সম্মাসম্বুদ্ধম্পভবং সূত্তং’—অর্থাৎ সম্যক-সম্বুদ্ধের উপদেশাবলীকে সূত্র বলা হয়। সূত্রায় বুদ্ধবাণীর সাধারণ নাম সূত্রপিটক। বিনয় এবং অভিধর্ম পিটক স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিনয় পিটকের প্রাতিমোক্ষের বর্ণনাকে সূত্র-বিভঙ্গ বলা হয়। আর প্রাতিমোক্ষের উদ্দেশ্য বা আবৃত্তির পর উল্লেখ করা হয় : “এতকং সূত্তাগতং, সূত্তপরিয়াপমং, অবব্ধমাসং উদ্দেশং আগচ্ছতি।” অর্থাৎ এই পরিমাণ সূত্রে



আসিয়াছে, সূত্রের অন্তর্গত হইয়াছে, প্রতি অধর্মাসে উপোসথ দিনে ভিক্ষু-সংঘের মধ্যে আবৃত্তি করা হয়। সূত্ররাং এই ক্ষেত্রে বিনয়পিটক সূত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। অভিধর্ম পিটকের প্রামাণ্য গ্রন্থ ‘কথাবথু’ সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে : “সকবাদে পণ্ডসত-সুত্তানি, পরবাদে পণ্ডসত-সুত্তানি”—এই সহস্র সূত্রের সমাহার ‘কথাবথু’ প্রকরণ। সূত্ররাং অভিধর্ম পিটকও সূত্রের অন্তর্গত। অতএব সমগ্র বুদ্ধবাণী সাধারণত সূত্র নামে অভিহিত। সেই কারণে ‘নৈত্তিপ্পকরণ’ বলে : “সুত্তান্তি সামণ্ড্ৰেণ বিধিবিসেস-বিধয়ো পরে”—সূত্র বুদ্ধবাণীর সাধারণ নাম, অন্যগুণি বিশেষ অভিধান মাত্র।

প্রথম সঙ্গীতির সূত্র বা বুদ্ধবাণীর মধ্যে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের প্রাত্যহিক জীবনের আচার-আচরণ সম্বন্ধে যে সকল বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই সমুদয় একত্র সম্মিলিত করিয়া বিনয়পিটক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই সম্ভায় ধর্ম ও বিনয় দুই ভাগে সংগৃহীত হয়। বিনয়পিটক পদনরায় পাঁচ উপবিভাগে বা প্রকরণে বিভক্ত, যথা : সূত্র বিভঙ্গে ( ১ ) পারাজিকা ও ( ২ ) পাচিভিজ্জ এবং খন্ধকে ( ৩ ) মহাবঙ্গ, ( ৪ ) চুলবঙ্গ ও ( ৫ ) পরিবার পাঠ। এই পিটক বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে পূর্ণতা লাভ করে।

সূত্র ও অভিধর্ম পিটক ধর্মের অন্তর্গত। ধর্মের গভীর ও সুক্ষ্ম তত্ত্ব-গুণি বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া ধর্ম বা সূত্র হইতে অভিধর্মকে পৃথক করা হয়। অভিধর্ম পিটক সাতটি প্রকরণের সমাহার : ( ১ ) ধম্মসংগণি, ( ২ ) বিভঙ্গ, ( ৩ ) পুঙ্গলপণ্ড্ৰেত্তি, ( ৪ ) ধাতুকথা, ( ৫ ) কথাবথু, ( ৬ ) যমক ও ( ৭ ) পট্ঠানপ্পকরণ। এই পিটকটি ক্রমশঃ পূর্ণ হইতে থাকে। বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বৎসর পরে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় পাটলিপুত্রে মোঙ্গলিপুত্র তিস্যের সভাপতিত্বে যে তৃতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয়, তাহাতেই অভিধর্ম পিটক পরিপূর্ণতা লাভ করে।

বৌদ্ধসাহিত্যের ব্যাপক ও সর্বোৎকৃষ্ট রচনাবলী সংকলিত হইয়াছে সূত্র-পিটকে। তদানীন্তন ভারত সংস্কৃতির তথা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও সমাজতত্ত্বের মূল্যবান ঐতিহ্য রহিয়াছে এই পিটকের সংগ্রহের মধ্যে। ইহা পাঁচটি নিকায় বা শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা : ( ১ ) দীঘ নিকায়, ( ২ ) মজ্জিম নিকায়, ( ৩ ) সংযুত নিকায়, ( ৪ ) অঙ্গুত্তর নিকায় ও ( ৫ ) খুদ্দক নিকায়।

ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে চারি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ যেমন প্রধান ও প্রাচীন, বৌদ্ধ-

সাহিত্যে ত্রিপিটকের মধ্যে সূত্র পিটকের স্থানও তদ্রূপ মহিমাম্বিত । ভগবান বুদ্ধের অতিদীর্ঘ উপদেশাবলী দীর্ঘ নিকায়ে সম্মিলিত, মধ্যম দৈর্ঘ্যের উপদেশগুলি মধ্যম নিকায়, গৃহস্থ গৃহস্থ একজাতীয় উপদেশগুলি একস্থানে সংকলিত হইয়াছে সংযুক্ত নিকায়রূপে এবং গাণিতিক সংখ্যাক্রমে এক হইতে ক্রমোত্তর উপদেশাবলী অঙ্গুত্তর নিকায় সংগৃহীত হইয়াছে । আর খুদ্দক নিকায় ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ গ্রন্থের সমাহার । গ্রন্থগুলির নাম : (১) খুদ্দক পাঠ, (২) ধম্মপদ, (৩) উদান, (৪) ইতিবৃত্তক, (৫) সুত্তনিপাত, (৬) বিমানবন্ধ (৭) পেতবন্ধ, (৮) থেরগাথা, (৯) থেরীগাথা, (১০) জাতক, (১১) নিম্বেস—মহানিম্বেস ও চুল্লনিম্বেস (১২) পটিসম্বাদামঙ্গ, (১৩) থের অপদান ও থেরীগী অপদান, (১৪) বুদ্ধবংশ এবং (১৫) চরিয়াপিটক ।

প্রথম শিক্ষার্থীদের সুবিধার নিমিত্ত ক্ষুদ্ৰতম গ্রন্থ ‘খুদ্দক পাঠ’ হইতে ক্রমশ বৃহত্তর গ্রন্থরাজি লইয়া এই খুদ্দক নিকায় সংকলিত হইয়াছে । নামে ক্ষুদ্ৰ হইলেও ইহার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা কোন অংশে কম নহে । অর্থকথা আচার্যেরা বলেন :

ঠপেত্তা চতুরো’পেতে নিকায়ো দীঘ-আদিকে ।

তদএ’এং বুদ্ধবচনং নিকায়ো খুদ্দকো মতো ॥

অর্থাৎ দীর্ঘ, মধ্যম, সংযুক্ত ও অঙ্গুত্তর এই চারি নিকায় ব্যতীত অপর যে সকল বুদ্ধবাক্য আছে, সেই সমস্তই খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত । এই যুক্তি অনুসারে বিনয়পিটক ও অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থাবলী, এমন কি নেতিপ্রকরণ আদি পরবর্তী বৌদ্ধসাহিত্যের গ্রন্থরাজির স্থানও খুদ্দক নিকায় । বিগত ষষ্ঠ সঙ্গীতি-সংস্করণ গ্রন্থসমূহে এই নীতি অনুসৃত হইয়াছে । এই নিকায় ভাগ রাজগৃহে প্রথম-সঙ্গীতির অধিবেশনে সমাধা হয় ।

ধম্মপদ খুদ্দক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ । সুতরাং ইহার সংকলন কাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধ । ধম্মপদের বহুসংখ্যক গাথা ত্রিপিটকের অন্যান্য অংশেও পাওয়া যায় । সেই সকল অংশ অতি প্রাচীন, এমন কি, বুদ্ধের সমসাময়িক ও তাহার উপদেশ—তাহাতে কোন সন্দেহ নেই ।

বৌদ্ধ সংস্কৃতির সহজ, সরল, সরস ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটিয়াছে এই ধম্মপদে । বিশাল মহাভারতে গীতার যে স্থান বিপুল বৌদ্ধ ত্রিপিটক সাহিত্যে ধম্মপদের সেই স্থান । ইহা কোন দেশ-কালের ভূমিকার উপর

প্রতিষ্ঠিত নহে। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে, বহু বিদ্বজ্জনকে প্রদত্ত বুদ্ধের উপদেশের ইহা সারসংগ্রহ। এই কারণে ধর্মপদ সকলেরই উপযোগী।

‘ধর্ম’ ও ‘পদ’ এই দুই শব্দ যোগে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে ধর্মপদ। বৌদ্ধ সাহিত্যে ‘ধর্ম’ ও ‘পদ’ শব্দদ্বয় অনেক অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।<sup>১</sup> ‘অভিধান-প্পদীপিকায়’ অনেকাংশে প্রকরণে ( ৭৮৪ শ্লোক ) ‘ধর্ম’ শব্দের যে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয় তাহা হইল—স্বভাব, বৌদ্ধশাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থ, প্রজ্ঞা, ন্যায়, সত্য, প্রকৃতি, পদ্য, জ্ঞেয়, গুণ, আচার, সমাধি, নিঃস্বপ্নাবস্থা, আপত্তি বা অপরাধ। তাছাড়া নীতি, শীল ও অবস্থা, জাগতিক বিধান বা কার্যকারণ, মনোবৃত্তি, পদার্থ, আশ্রমার্গ, ফল ও নির্বাণ প্রভৃতি অর্থেও ‘ধর্ম’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সেরূপ ‘পদ’ শব্দও নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। উক্ত অভিধানের ৮১৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে—স্থান, পরিগ্রহণ, নির্বাণ, কারণ, শব্দ, বস্তু, অংশ, পাদ, তলদেশ, উৎসব, মত, পথ প্রভৃতি অর্থে ‘পদ’ শব্দের প্রয়োগ হয়।

অতএব ‘ধর্মপদ’-এর অর্থ হয়—ধর্মোপলব্ধির উপায়, পদ্যের পথ, ধর্মের পদাঙ্ক, সত্যের পথ ইত্যাদি।

### প্রাচ্যে ধর্মপদ চর্চা

ধর্মপদের অপ্রমাদ বর্ণের উপদেশ শ্রবণ করিয়া সম্রাট অশোক বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করেন। তৎপর তাঁহার জীবন আমূল পরিবর্তিত হয়। তিনি সম্বোধন প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং রাজ্যের সর্বত্র পর্বতগাত্রে, প্রস্তরফলকে, শিলা-স্তম্ভে বুদ্ধবাণী উৎকীর্ণ করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় তৃতীয় সঙ্গীতির পর এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মদূত প্রেরিত হন। তাঁহারা এই ধর্মপদ সঙ্গে লইয়া যান। স্থাবির মহেন্দ্র প্রমুখ ধর্মদূত দ্বারা খ্রীষ্টপূর্ব ২৪১ অব্দে ধর্মপদ সিংহল বা শ্রীলঙ্কায় প্রচারিত হয়। এই সময় সোণ ও উত্তর থের সুবর্ণভূমি বা ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশে, মহারক্ষিত থের যবনলোক বা গ্রীকদেশে, গণন রক্ষিত থের বনবাসী রাজ্যে, ধর্মরক্ষিত থের অপরান্ত বা পশ্চিম ভারতে, মধ্যান্তিক থের কাম্বোজ ও গান্ধার রাজ্যে, মহারোবত থের মাহিৎস-মন্ডল বা অন্ধপ্রদেশে, মহাধর্মরক্ষিত থের মহারাষ্ট্রে এবং মধ্যম থের হিমালয়

<sup>১</sup> পরিশিষ্টে শব্দকোষে ‘ধর্ম’ ও ‘পদ’ শব্দের অর্থের বিস্তৃত আলোচনা আছে।

সংলগ্ন চীন রাজ্যে ধর্মপদ প্রচার করেন। এই সময় প্রাচ্য ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলেও ইহা প্রচারিত হয়। স্ববির মহেন্দ্রের উদ্যোগে ইহা তদানীন্তন সিংহলী ভাষায় অনূদিত হয় এবং সিংহলীতে ইহার অর্থকথা রচিত হয়। পরবর্তীকালে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে আচার্য বুদ্ধঘোষ এই ভাষা পালি ভাষায় রূপান্তরিত করেন। ইহাই ধর্মপদের একমাত্র প্রামাণ্য ভাষা। এই ভাষা সমেত ধর্মপদ কলিকাতা বুদ্ধ সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত। এই ভাষা ক্রমে ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হয়। এই রূপে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশশতাব্দীর বহু পূর্বে এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ধর্মপদ প্রসারিত ও স্থানীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের পূর্বাধে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের আচার্য ধর্মগ্রাত মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় ধর্মপদের এক সংস্করণ সম্পাদন করেন। উহা সম্রাট কর্ণিস্কের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আচার্য বসুমিত্রের অধিনায়কত্বে অনূদিত চতুর্থ ধর্মমহাসভায় বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রামাণ্য সংস্কৃত গ্রন্থরূপে অনুমোদিত হয়। ইহার ছাষাশিটি বর্গ পালি ধর্মপদের অনূদিত রূপ। পিণ্ডিতেরা মনে করেন, পালি ধর্মপদই ধর্মগ্রাত মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। এই ভাষান্তরের সময় সম্ভবত বৌদ্ধ সাহিত্যের বিভিন্ন স্থান হইতে উপাদেয় লোকাবলী চয়ন করিয়া তিনি অতিরিক্ত ১০ বর্গে ৩২৯টি গাথা সংস্কৃত ধর্মপদে সংযোগ করিয়াছেন। এই অনুবাদের ভূমিকায় বলা হইয়াছে, মূল ধর্মপদ রাজা অশোকের পূর্বে এমন কি রাজা অজাতশত্রুর সময়ে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রথম ধর্মমহাসঙ্গীতির সময় বিদ্যমান ছিল। সেই সময় বৌদ্ধ সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইত না। সম্রাট কর্ণিস্কই বৌদ্ধ সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচলন করেন। এই সংস্কৃত ধর্মপদই চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়া থাকিবে।

বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায়ও ধর্মপদের একাধিক সংস্করণ দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সংকলিত সংস্কৃত 'উদানবর্গ' মূলতঃ সর্বাশ্রিতবাদ সম্প্রদায়ের ধর্মপদ। ৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় শ্রমণ সঙ্ঘভদ্র কাবুল হইতে সংস্কৃত ধর্মপদের এক পাণ্ডুলিপি চীনে লইয়া যান। ইহাতে মূল ধর্মপদের সহিত আরও সাতটি বর্গ যুক্ত ছিল। মধ্য এশিয়ার তুরফান অঞ্চলেও ধর্মপদের এক খণ্ডিত অংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত। তাহার নমুনা এইরূপ :

অপ্রমদো হ্যমতপদং প্রমদো মতুনো পদম্ ।

অপ্রমত্তা ন মিয়ন্তে যে প্রমত্তাঃ সদা মতুঃ ॥

ইহার লিপি উত্তর গুপ্তযুগের ( ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর ) ব্রাহ্মীলিপি । পণ্ডিতদের ধারণা এই বিশেষ সংস্করণটিই পরবর্তী কালে তিব্বতরাজ বল-প-চনের সময়ে ( ৮১৭-৪২ ) পণ্ডিত বিদ্যাপ্রভাকর তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন ।

নেপালেও ধম্মপদের পান্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ১১৭৩ সালে তথাকার বৌদ্ধ আচার্য অবলোকিত সিংহ ৩৬ বর্গ ও ২৬৮৪ শ্লোকযুক্ত ‘ধর্মসমুচ্চয়’ নামে সংস্কৃত ভাষায় এক গ্রন্থ সংকলন করেন । ডঃ বেণীমাধব ষড়্‌য়ার মতে “ইহা ধম্মপদের সর্বশেষ ও বৃহত্তম সংস্করণ ।”

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের কোন আচার্য কতৃক প্রাকৃত ভাষায় ধম্মপদ অনূদিত হয় । মধ্য এশিয়ার খোটান অঞ্চলে গোশঙ্ক ধনসাবশেষের মধ্যে খরোষ্ঠী লিপিতে এই ধম্মপদের খণ্ডিতাংশ পাওয়া গিয়াছে । ইহার ভাষা গান্ধার জনপদের ( রাওলপিণ্ড অঞ্চলের ) তৎকালীন প্রচলিত প্রাকৃত, স্থানীয় অশোক শিলালিপির সহিত সম্পর্কিত । পণ্ডিতদের মতে ইহাই অধুনাপ্রাপ্ত প্রাচীনতম ভারতীয় পাণ্ডুলিপি ।

প্রাকৃত ধম্মপদের একটি শ্লোক নমুনাস্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

অপ্রমদ অমতপদ প্রমদ মচুনো পদ ।

অপ্রমত ন মিয়তি যে প্রমত যধ মতু ॥

ডঃ ষড়্‌য়া ও মিত্রের সম্পাদনায় ইহা ১৯২১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয় । প্রাকৃত ধম্মপদের সম্পাদকগণ বলেন, “ধম্মপদ সাহিত্যের খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় নবম শতক পর্যন্ত বারশো বছর ব্যাপী ঐতিহ্য আছে । তাছাড়া তার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আছে । কেননা, এই ধম্মপদের সাহায্যেই বৌদ্ধধর্মের মহদ্বাণী এশিয়ার বিভিন্ন জাতির হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল ।”

চীনা ভাষায় ধম্মপদের চারিখানি প্রাচীন অনুবাদ বিদ্যমান । বিঘ্ন ও লুই-বেন নামক দুই পণ্ডিতের দ্বারা ২২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা চীনা ভাষায় প্রথম অনূদিত হয় । এই অনুবাদ-গ্রন্থে সর্বসাকুল্যে ৩৯ অধ্যায় ও ৭৫২ শ্লোক

বিদ্যমান। কা-চু এবং কা-নি নামক দুইজন শ্রমণ ৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনা ভাষায় শ্বিতীয় অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহারও অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা সমপরিমাণ। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ কিংবা পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ( ৩৯৮-৪১০ ) পণ্ডিত চো-কো-নিয়েন কর্তৃক ধর্মপদের তৃতীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহাতে ৩৩টি অধ্যায় আছে। ৯৮০-১০০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমণ থিন-সি-চাই ধর্মপদের চতুর্থ অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহাতেও সর্বমোট ৩৩টি অধ্যায় দেখা যায়। চীনা অনুবাদগুলির অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার অসামঞ্জস্য প্রমাণিত করে যে উহাদের কোন সংখ্যাই সর্বজন-স্বীকৃত নহে। চারটির মধ্যে পূর্ববর্তী দুইটি সংস্করণ যে আচার্য ধর্মশ্রাতের মিশ্র সংস্কৃত ধর্মপদ অবলম্বনে অনুদিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরবর্তী দুইটি সংস্করণের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতে পারে। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারতীয় শ্রমণ সম্ভবতঃ কাবুল হইতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ধর্মপদের যে পাণ্ডুলিপি চীনে লইয়া যান, উহার অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা অনুরূপ পরিমাণই ছিল। সুতরাং উহারা সম্ভবতঃ ধর্মপদ অবলম্বনে অনুদিত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। যে সময়ে এই অতিরিক্ত শ্লোকাবলী যুক্ত হউক না কেন—মূল পালি ধর্মপদে এই অতিরিক্ত অংশ ছিল না, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য। এই সকল অনুবাদকেরা সম্ভবতঃ পালি ধর্মপদ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না।

পালি ধর্মপদে ৪২৩টি গাথা আছে। এই গাথাগুলি ২৬টি বর্গে সন্নিবেশিত এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে বা ঘটনা সম্পর্কে উপদিষ্ট। কোন কোন ঘটনায় একাধিক গাথা উক্ত হইয়াছে। এইভাবে গাথাগুলি ২৯৯টি উপাখ্যানের সহিত সংযুক্ত। এই সকল উপাখ্যান আচার্য বুদ্ধঘোষ রচিত ধর্মপদের পালিভাষ্যে সংগৃহীত আছে। প্রথম সঙ্গীতি হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত, এমন কি বর্তমান কাল পর্যন্ত পালি ধর্মপদের পরিমাণ একই প্রকার। সংস্কৃত ও চীনা ধর্মপদে যে সকল অতিরিক্ত অধ্যায় ও শ্লোক দেখা যায় উহারা প্রাক্কিপ্ত ও পরবর্তী সংযোজন মাত্র। উহাদের কোন অর্থকথা আছে কিনা জানা যায় নাই। সমস্ত ধর্মপদের মধ্যে পালি ধর্মপদই মৌলিক, প্রাসঙ্গিক এবং প্রাচীনতম।

এই ধর্মপদ এক সময় ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হয়। সিংহল, ব্রহ্মদেশ, তাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওজ, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, মাণ্ডুরিয়া, চীন, জাপান,

নেপাল, তিস্তত প্রভৃতি দেশে প্রাচীন কালে ইহা প্রসারিত হইয়াছে। এই সকল দেশের ভাষায় ধম্মপদের অসংখ্য সংস্করণ বিদ্যমান। প্রাচীন কাল হইতে ধম্মপদের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয় অভিযান চলিয়াছে। বুদ্ধবাণীই এশিয়ার অন্যান্য দেশকে ভারতের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন : “আন্তর্জাতিক গুরুত্বের বিচারে ধম্মপদের সঙ্গে ভারতবর্ষের আর কোন গ্রন্থেরই তুলনা হয় না। গীতা, উপনিষদ কোন কালেই ধম্মপদের ন্যায় বিভিন্ন জাতির শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করতে পারেনি।...বস্তুত এই গ্রন্থের দ্বারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্য কোন গ্রন্থের দ্বারা তা হয়নি। এই হিসাবে ধম্মপদকেই ভারতবর্ষের সর্বোত্তম গ্রন্থ বলে অভিহিত করা যায়।”<sup>১</sup>

ভারতবর্ষের মর্মকোষ হইতে উৎসারিত হইয়া ধম্মপদ আমাদের জাতির নৈতিক জীবনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অতঃপর উহা বিশ্ব-বিজয়ে অগ্রসর হইয়াছে। এশিয়া মহাদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে সার্বিক জাতীয় সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছে, ধম্মপদই তাহার প্রেরণার উৎস। সিংহল হইতে মঙ্গোলিয়া এবং মধ্য এশিয়া হইতে যবদ্বীপ পর্যন্ত সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে সাংস্কৃতিক জীবনগঠনের ব্যাপারে ধম্মপদের দান অপরিমেয়।

### প্রতীচ্যে ধম্মপদচর্চা

ধম্মপদের প্রভাবে শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচুর সমৃদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, ইহা সমগ্র এশিয়া খন্ডের হৃদয় জয় করিয়াছে। তথাপি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর নানা বিপর্ষয়ে ভারতবাসী বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ধম্মপদও প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। সূত্বের বিষয়, বহু শত বৎসর পরে গত ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে ধম্মপদের প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজের অনুরোধসা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডেনমার্কবাসী ডঃ ফস্‌বোল ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত এই গ্রন্থের এক উপাদেয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়া ধম্মপদ সম্পর্কে ইউরোপীয় পণ্ডিত মহলে আগ্রহ সঞ্চার করেন। ১৮৭১ অব্দে আর. সি. চাইলডার্স মহোদয় লন্ডনে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ধম্মপদ সম্বন্ধে গভীর ও গবেষণাপূর্ণ এক সুদীর্ঘ নিবন্ধ

<sup>১</sup> প্রবোধচন্দ্র সেন, ধম্মপদ-পরিচয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃঃ ৪০

প্রকাশিত করেন। একই সময়ে ডঃ জেমস্ আলউইস কলম্বোর সিংহলী জ্ঞানালে ধর্মপদের তথ্যপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ করেন। মনীষী জেমস্ গ্রে লন্ডনে ১৮৮১ সালে ধর্মপদের একটি ইংরাজী অনূবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেন্ড সামুয়েল বীল চীনা ধর্মপাদন ইংরাজী অনূবাদ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের উপকরণিকায় তিনি সম্পাদন দেন যে, চীনা ভাষায় চারিখানি অনূবাদ রহিয়াছে। উহাদের সম্পাদন কাল সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনবাসী অধ্যাপক ম্যাকস্মুলের ধর্মপদ ইংরেজী ভাষায় অনূবাদ করিয়া প্রাচ্য ধর্মগ্রন্থমালার ( Sacred Books of the East ) অন্যতম খণ্ড হিসাবে প্রকাশিত করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ ম্যাকডোনেল ধর্মপদ সম্বন্ধে বলেন, “বৌদ্ধ সাহিত্যের সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে মহৎ ও সবচেয়ে কাব্যময় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ধর্মপদের সুভাষিত সংগ্রহের মধ্যে।”

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক আলবার্ট জে এডমন্ডস্ ‘ধর্মীয় স্তোত্র’ ( Hymns of the Faith ) নাম দিয়া শিকাগো হইতে ধর্মপদের মনোরম ইংরেজী অনূবাদ প্রকাশ করেন। ইহার ভূমিকায় তিনি বলেন, “এশিয়া মহাদেশে যদি কোন অমর মহাকাব্য কখনও রচিত হইয়া থাকে তবে সেইটি হইতেছে এই ধর্মপদ। ভারতের ঋষি মনীষীরা যুগ যুগ ধরিয়া যে অতীন্দ্রিয় মহাজীবন গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেই জীবনের এই চিরন্তন বাণীসমূহ কত হৃদয়ে যে উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দুই সহস্র বৎসরের রোমান ও খ্রীষ্টান সংস্কৃতির পরে আজও সেই বাণী কোপেনহেগেন হইতে ক্যাম্ব্রিজ এবং শিকাগো হইতে সেন্ট পিটার্সবার্গ (আধুনিক লেনিনগ্রাড) পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের শ্রদ্ধা অর্জন করিতেছে।”

১৯১১ সালে পন্ডিত কে, জে, সান্ডার্স ‘বুদ্ধের পদ্যা-পথ’ (The Buddha's Way of Virtue) নাম দিয়া ধর্মপদের আর একটি হৃদয়গ্রাহী ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহার ভূমিকায় তিনি বলেন : “ধর্মপদে

‘It ( Dhammapada ) is a collection of aphorisms representing the most beautiful, profound and poetical thoughts in Buddhist literature.” ( Arthur A. Macdonell, A History of Sanskrit Literature, 1913, P 379 ).



রহস্য বা তত্ত্ববিচারের কোন স্থান নাই। তার ফলে এইটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। তত্ত্ববিচারের পরিবর্তে ইহাতে পাই নিছক সাধারণ বুদ্ধির অব্যাহত প্রয়োগ যাহা আত্মপ্রত্যয় এবং জীবনের সর্ববিধ বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত।”

বিশ্বজনীন প্রতীচা ভাষা ইংরাজীতে প্রাচ্যের অনেক মনীষীও ধর্মপদের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সিংহলের মাননীয় এস, সুমঙ্গল থের ১৯১৪ সালে ধর্মপদের প্রাজ্ঞ ইংরাজী অনূবাদ প্রকাশ করেন। ভারতের পণ্ডিত পি. এল্. বৈদ্য মহোদয় ১৯৩৪ সালে ইহা ইংরাজীতে অনূবাদ করেন। উহার উপক্রমণিকায় তিনি পালি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া তাহাতে ধর্মপদের স্থান নির্দেশ করেন। আর্ভাং বার্বট মহোদয় ১৯৩৬ সালে ধর্মপদের ইংরাজী অনূবাদ প্রচার করেন। বিশ্ববিখ্যাত মনীষী ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ইংরাজী ভাষায় ধর্মপদের যে প্রামাণ্য অনূবাদ করেন তাহা ১৯৫০ সালে লন্ডনে এবং ১৯৬৬ সালে মাদ্রাজে মৃদুভিত হয়। এই সংস্করণ বিবিধ বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। ইহার বিস্তৃত ভূমিকা ও টীকাগুলি সর্বাঙ্গের মূল্যবান। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বান জুয়ান মাসকারো লন্ডন হইতে ধর্মপদের আধুনিক সংস্করণ প্রকাশ করেন। এইরূপে আরও অনেক মনীষী ইংরাজী ভাষাভাষী বিশ্বজনগণের মধ্যে ধর্মপদের মর্মবাণী প্রচার ও প্রসারে নিরত রহিয়াছেন।

জার্মান ভাষাতেও ধর্মপদের অনেক অনূবাদ হইয়াছে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত এ. ওয়েবার ধর্মপদের জার্মান অনূবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ সালে মিঃ সিম্ফনার তিব্বতী ভাষায় ধর্মপদ জার্মান ভাষায় রূপান্তরিত করেন।

প্যারিস হইতে পণ্ডিত ফার্নান্দ হু ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় ধর্মপদের মূল্যবান সংস্করণ বাহির করেন। ইহাতে তথাকার পণ্ডিত সমাজের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায়। তৎপর খ্যাতিমান লোটার্স বান্দুফ, ডি. এল্যাসিস, এল. ডেনবার্গ প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ ধর্মপদের পূর্ণ ও অংশবিশেষের অনূবাদ প্রকাশ করেন। এইরূপে পাশ্চাত্যের ভাষাসমূহ ধর্মপদের প্রভাবে সমৃদ্ধ হইতে থাকে।

প্রতীচা দেশসমূহের নানা ভাষায় ধর্মপদ যেভাবে অনূদিত হইয়া আপন গািহমা বিস্তার করিয়াছে তাহার সহিত একমাত্র বাইবেল ছাড়া পৃথিবীর

আর কোন গ্রন্থের তুলনা চলে না। বাইবেল বিশেষ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ সম্প্রদায়ের উপযোগী করিয়াই রচিত হইয়াছে। ধর্মপদ বৌদ্ধ সাহিত্য হইলেও ইহার উপদেশাবলী অসাম্প্রদায়িক, সর্বকালের, সর্বদেশের ও সর্বজনের উপযোগী হইয়াছে।

ভারতে ধর্মপদের পুনরুদ্যমের সূচনা হয় ১৯০১ সালে। মনীষী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে ইহার পথিকৃৎ বলা চলে। তাঁহার রচিত ‘বৌদ্ধধর্ম’ গ্রন্থে ধর্মপদের অনেক শ্লোকের গদ্য ও পদ্যানুবাদ সংযোগ করিয়া তিনি আধুনিক যুগের পাঠকবর্গের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীচার্যচন্দ্র বসু মহাশয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মপদের পালি অন্বয়, সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহাই বর্তমান ভারতীয় ভাষায় ধর্মপদের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। অতঃপর বাংলা ভাষায় আরো দশ বারোটি অনুবাদ হইয়াছে। কপিল-আশ্রম হইতে স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্যক মহাশয় পুনর্বার ইহার সংস্কৃত পদ্য ও বাংলা গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। হিন্দী, অসমীয়া, মারাঠী, গুজরাটি, নেপালী প্রভৃতি ভাষায় ইহার অনেক অনুবাদ হইয়াছে। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন হিন্দী ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন (১৯২১)। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের ‘ধর্মপদ-পরিচয়’ বাঙালী পাঠকের অনেক অনুসন্ধিৎসা নিবৃত্ত করিবে।

ধর্মপদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে উপাখ্যানগুলি ভাষ্যে বিধৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—একটি ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতাদের অনেকে বিমল ধর্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। অনেকে জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। অনেকের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। গত সাধু মিসহস্র বৎসরে বিশ্বের কত মানুষ ইহা ম্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার সর্বজনীন উপদেশাবলী আজও মানুষের হৃদয় পরিতৃপ্ত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ধর্মার্থার মহান্ধবির

নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্মৈ ।

সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্সম্বুদ্ধকে নমস্কার ।

## ১ যমকবগ্গো

- ১ মনোপদ্বংগমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,  
মনসা চে পদদুট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা,  
ততো নং দুদ্ধমন্বেতি চক্কং'ব বহতো পদং ।১

মন ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মন ইহাদের প্রধান এবং ইহারা মনোময় বা মনের দ্বারা গঠিত । যদি কেহ দোষযুক্ত মনে কোন কথা বলে কিংবা কাজ করে, তবে শব্দটবাহীর [ বলদের ] পদানুগামী চক্রের ন্যায় দুঃখ তাহার অনুসরণ করে ।

- ২ মনোপদ্বংগমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,  
মনসা চে পসম্মেন ভাসতি বা করোতি বা,  
ততো নং সুদ্ধমন্বেতি ছায়া'ব অনপায়িনী ।২

মন ধর্মসমূহের অগ্রণী, মন ইহাদের প্রধান এবং ইহারা মনের দ্বারা গঠিত । যদি কেহ প্রশন্ন মনে কোন কথা বলে কিংবা কাজ করে, তবে অবিচ্ছিন্ন ছায়ার ন্যায় সুখ তাহার অনুগামী হয় ।

- ৩ 'অক্কোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং, অহাসি মে',  
যে চ তং উপনয়হন্তি, বেরং তেসং ন সম্মতি ।৩

আমাকে আক্রোশ করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে জয় করিল কিংবা আমার [ সম্পত্তি ] হরণ করিল,—যাহারা এইরূপ চিন্তা পোষণ করে তাহাদের শত্রুতার উপশম হয় না ।

- ৪ 'অক্কোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং, অহাসি মে',  
যে চ তং ন উপনয়হন্তি, বেরং তেসং পসম্মতি ।৪

আমাকে আক্রোশ করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে জয় করিল, আমার [ সম্পত্তি ] হরণ করিল,—যাহারা এইরূপ চিন্তা পোষণ করে না তাহাদের শত্রুতার উপশম হয় ।

৫ নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং,  
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ।৫

জগতে শক্রতার দ্বারা কখনও শক্রতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারা ই শক্রতার উপশম হয় ; ইহাই সনাতন ধর্ম ।

৬ পরে চ ন বিজ্ঞানন্তি ময়মেথ যমামসে,  
যে চ তথ বিজ্ঞানন্তি, ততো সম্মন্তি মেধগা ।৬

আমরা এখানে [ কলহে ] নষ্ট হইতেছি অর্থাৎ অমুক্ষণ মৃত্যুর দিকে যাইতেছি, [ কলহপ্রিয় ] লোকেরা ইহা বুঝে না ; যাহারা ইহা উপলব্ধি করে তাহাদের কলহ প্রশমিত হয় ।

৭ সদুভান্দপস্‌সিং বিহরন্তং, ইন্দ্রিয়েসু অসংবদতং,  
ভোজনম্‌হি চ অমত্তঞ্‌ঞং কুসীতং হীনবীরিয়ং,  
তং বে পসহতি মারো বাতো রুদ্ধং'ব দুব্বলং ।৭

যে [ দেহের বাহ্য ] শোভাদর্শী, ইন্দ্রিয়সমূহে অসংযত, ভোজনে মাত্রাজ্ঞানহীন, আলস্যপরায়ণ ও হীনবীর্ষ, বায়ুবিধ্বস্ত দুর্বল বুদ্ধির ন্যায় মার [ রিপুগণ ] তাহাকেই অভিভূত করে ।

৮ অসদুভান্দপস্‌সিং বিহরন্তং, ইন্দ্রিয়েসু সদুসংবদতং,  
ভোজনম্‌হি চ মত্তঞ্‌ঞং, সম্‌ধং, আরম্‌ধবীরিয়ং,  
তং বে নপ্পসহতি মারো বাতো সেলং'ব পম্বতং ।৮

যিনি [ বাহ্য ] শোভা দর্শনে বিরত [ অন্তঃ ভাবনায় রত ], ইন্দ্রিয়সমূহে সুসংযত, ভোজনে মাত্রা রাখেন, অদ্বাবান্ ও আরম্‌ধবীর্ষ, বায়ুতে অবিকলিত শিলাময় পর্বতের ন্যায় মার তাহাকে কখনও অভিভূত করিতে পারে না ।

৯ অনিক্কসাবো কাসাবং যো বথং পরিদহেস্‌সতি,  
অপেতো দমসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি ।৯

যে কামরাগাদি কলুষযুক্ত হইয়া গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে, অথচ সত্য ও দমগুণ-বিহীন, সে প্রকৃতপক্ষে গৈরিক বসনের অমুপযুক্ত ।

১০ যো চ বন্তকসাবস্‌স সীলেসু সদুসমাহিতো,  
উপেতো দমসচ্চেন, স বে কাসাবমরহতি ।১০

যিনি কলুষমুক্ত, শীলে স্থপ্রতিষ্ঠিত, সংযতেজ্জিয় ও সত্যপরায়ণ, তিনিই গৈরিক  
বসন ধারণের যোগ্য।

১১ অসারে সারমতিনো, সারে চাসারদস্‌সিনো,  
তে সারং নাধিগচ্ছন্তি, মিচ্ছাসংকপ্পগোচরা ।১১

যাহারা অসারকে সার এবং সারবস্তুকে অসার মনে করে, সেই মিথ্যাকল্পনা-  
বিশ্বাসীরা প্রকৃত সারবস্তু লাভ করিতে পারে না।

১২ সারং সারতো ঐষ্মা, অসারং অসারতো,  
তে সারং অধিগচ্ছন্তি, সম্মাসংকপ্পগোচরা ।১২

যাহারা সারবস্তুকে সার এবং অসারবস্তুকে অসাররূপে জানেন, সেই  
সম্যকসংকল্পগোচর ব্যক্তিরা প্রকৃত সারবস্তু লাভ করিতে সমর্থ হন।

১৩ যথা'গারং দৃচ্ছন্নং, বদুট্ঠি সমতিবিজ্জ্বতি,  
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিজ্জ্বতি ।১৩

দূরাচ্ছাদিত গৃহে যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করে, তেমনি সাধনা-বিহীন চিত্তে কামরাগ  
প্রবেশ করে।

১৪ যথা'গারং সদৃচ্ছন্নং, বদুট্ঠি ন সমতিবিজ্জ্বতি,  
এবং সদুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্জ্বতি ।১৪

সু-আচ্ছাদিত গৃহে যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করে না, তেমনি সাধনাপূত চিত্তে  
বিষয়বাসনা প্রবেশ করে না।

১৫ ইধ সোচতি, পেচ্চ সোচতি,  
পাপকারী উভয়থ সোচতি ;  
সো সোচতি, সো বিহঞ্জেতি,  
দিস্বা কম্মকিলিট্টমন্তনো ।১৫

পাপকারী ইহলোক-পরলোক উভয়লোকে অহুশোচনা করে, সে স্বীয় মন্দ  
কর্ম দেখিয়া অহুতপ্ত ও মর্মান্বিত হয়।

১৬ ইধ মোদতি, পেচ্চ মোদতি,  
কতপদুঞ্জে উভয়থ মোদতি ;

সো মোদতি, সো পমোদতি

দিম্বা কম্মবিসুদ্ধিমত্তনো ।১৬

কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোক-পরলোক উভয়লোকেই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন ।  
স্বীয় কর্মশুদ্ধি দর্শন করিয়া তিনি আনন্দ ও পরমানন্দ লাভ করেন ।

১৭ ইধ তপ্পতি, পেচ্চ তপ্পতি,

পাপকারী উভয়থ তপ্পতি,

পাপং মে কতংগতি তপ্পতি,

ভিষ্যো তপ্পতি দুগ্গতিং গতো ।১৭

পাপী ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই মনস্তাপ ভোগ করে । আমার  
দ্বারা পাপকর্ম করা হইয়াছে, এই ভাবিয়া সে অনুতপ্ত হয় এবং দুর্গতি প্রাপ্ত  
হইয়া অধিকতর সন্তপ্ত হয় ।

১৮ ইধ নন্দতি, পেচ্চ নন্দতি,

কতপুণ্যেণো উভয়থ নন্দতি ;

পুণ্যেণ মে কতংগতি নন্দতি,

ভিষ্যো নন্দতি সুগ্গতিং গতো ।১৮

কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক উভয়থই আনন্দিত হন । আমার  
দ্বারা পুণ্য করা হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দিত হন এবং সুগতি  
প্রাপ্ত হইয়া তিনি পরমানন্দ লাভ করেন ।

১৯ বহুংপি চে সহিতং ভাসমানো

ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো,

গোপো'ব গাবো গণয়ং পরেসং ন

ভাগবা সামণ্ডেস্ স হোতি ।১৯

রাখাল যেমন পরের গাভী গণনা করিয়াই গোরসের অধিকারী হয় না,  
সেইরূপ যে প্রমত্ত ব্যক্তি বহু সাহিত্য ( ধর্মগ্রন্থ ) আবৃত্তি করে অথচ স্বয়ং তদনুরূপ  
আচরণ করে না সেও তেমনি শ্রামণ্যের অধিকারী হয় না ।

২০ অপ্পম্পি চে সহিতং ভাসমানো

ধম্মস্ হোতি অনুধম্মচারী,

রাগং চ দোসং চ পহাষ মোহং,  
সম্মপ্পজানো সদ্বিমদুত্তাচিন্তো  
অনুপাদিয়ানো ইধ বা হুরং বা,  
স ভাগবা সামঞ্ঃস্ হোতি ।২০

যিনি অল্পমাত্র ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তি করিয়াও ধর্মাত্মকুল জীবন গঠন করেন এবং  
রাগ, দ্বেষ ও ঘোহ পরিহারপূর্বক প্রজ্ঞাবান্ ও বিমুক্তচিত্ত হইয়া ঐহিক বা  
পারত্রিক কিছুতেই আকৃষ্ট হন না, তিনি প্রকৃত শ্রামণ্যের অধিকারী ।

তুলনীয় :—

অল্পম্যস্ত ধর্মস্ত ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ । গীতা ২।৪০  
এই ধর্মের অল্পমাত্রও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে ।

## ২ অপ্পমাদবগ্গো

১ অপ্পমাদো অমতপদং, পমাদো মচ্ছদনো পদং,  
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি, যে পমত্তা যথামতা ।২১

অপ্রমাদ অমৃত লাভের উপায়, প্রমাদ মৃত্যুর পথ ; অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা অমর  
আর যাহারা প্রমত্ত তাহারা মৃতসদৃশ ।

তুলনীয় :—

১ প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি  
তথাপ্রমাদমমৃতং ব্রবীমি । মহাভারত, উল্লোগ ৪।৮

২ অপ্পমাদো খো একো ধম্মো । কোসল-সংযুত ২।৭৮ অপ্রমাদই  
একমাত্র ধর্ম ।

৩ অপ্পমাদেন সম্পাদেথ ।—মহাপরিনিব্বানসুত্ত । অপ্রমাদের দ্বারা  
( শ্রবকর্তব্য ) সম্পাদন কর ।

৪ খুদকা চ মহাংপা চ ইমং পকমেঘ্য । —সুত্র গিরিলিপি অশোকাস্ত্রশাসন,  
কুপ্প-মহং সকলেই পরাক্রম ( অপ্রমাদ ) সহকারে কাজ করক ।

২ এতং বিসেসতো ঞ্জা অপ্পমাদম্হি পিণ্ডিতা,  
অপ্পমাদে পমোদন্তি অরিয়ানং গোচরে রতা ।২২

অপ্রমত্ততার এই বৈশিষ্ট্য জ্ঞাত হইয়া পণ্ডিতগণ আৰ্হদের আচরিত ধর্মে রক্ত থাকেন এবং অপ্রমাদে প্রমোদিত হন ।

৩ তে ঝায়িনো সাত্তিতকা নিচ্চং দল্হপরক্কমা,  
ফুসন্তি ধীরা নিম্বানং যোগক্কেমং অনন্তরং । ২৩

যাহারা ধ্যানপরায়ণ, সতত উজোগী ও নিত্য দৃঢ়প্রাক্রমশালী, সেই ধীর ব্যক্তিগণ অহুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন ।

তুলনীয় :—

অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং জনাঃ পযুপাসতে ।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ —গীতা ৯।২২

যাহারা অনন্তচিন্ত হইয়া আমাকে উপাসনা করে, সেই নিত্যাভিযুক্তদের যোগক্ষেম আমিই বহন করি ।

৪ উট্ঠানবতো সতিমতো সদ্ধচিকম্মস্ স নিসম্মকারিনো,  
সঞ্‌ঞতস্ স চ ধম্মজীবিনো অপ্পমত্তস্ স যসো’ভিবড্‌ঢ়তি । ২৪

যিনি উদ্যমশীল, স্মৃতিবান্, পবিত্রকর্মা, ও বিশেষ বিবেচনা সহকারে কার্য সম্পাদন করেন এবং যিনি সংযত ও ধর্মতঃ জীবিকা নির্বাহ করেন, সেই অপ্রমত্ত ব্যক্তির যশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ।

৫ উট্ঠানেন’প্পমাদেন সঞ্‌ঞমেন দমেন চ  
দীপং করিরাত্থ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি । ২৫

উত্থান, অপ্রমাদ, সংযম ও ইন্দ্রিয়দমন দ্বারা মেধাবী নিজের জ্ঞান এমন দীপ বা প্রতিষ্ঠা গঠন করিতে সমর্থ হন, যাহাকে সংসারশ্রোত বিধ্বস্ত করিতে পারে না ।

তুলনীয় :—

তিনি অমৃতপদানি স্নাত্ত্বাতিতানি নয়ন্তি স্বগ দম চাগ অপ্রমাদ ।

—বেসনগর গরুড়স্তম্ভলিপি [ খৃ-পূ ১ম শতাব্দী ]

দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ, এই তিনটি অমৃতপদ স্নাত্ত্বিত হইলে স্বর্গ লাভ হয় ।

৬ পমাদমনদুয়দ্বজ্জন্তি বালা দম্মোধিনো জনা,  
অপ্পমাদাণ মেধাবী ধনং সেট্ঠং’ব রক্খতি । ২৬



অজ্ঞ ও দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রমাদে অহুরক্ত হয়, কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের ন্যায় সম্বন্ধে রক্ষা করেন।

৭ মা পমাদমনদুয়ুৎথে, মা কামরতিসহবং ;

অপ্পমত্তো হি ঝায়ন্তো পপ্পোতি বিপুলং সুখং । ২৭

কখনও প্রমাদের অহুরক্ত করিও না, কাম ও রতি সম্বন্ধে অহুরক্ত হইও না। যিনি অপ্রমত্তভাবে ধ্যান করেন তিনি পরম সুখের অধিকারী হন।

৮ পমাদং অপ্পমাদেন যদা নুদতি পিণ্ডতো,

পপ্পোপাসাদমারুহ অসোকো সোকারিণং পজং,

পম্বতট্টো'ব ভুম্মট্টে ধীরো বালে অবেকখতি । ২৮

পণ্ডিত লোক অপ্রমাদের দ্বারা যখন প্রমাদকে অপনোদন করেন, তখন পথভ্রষ্ট ব্যক্তি যেমন ভূমিস্থ জনগণকে অবলোকন করেন, তদ্রূপ তিনি প্রজ্ঞারূপ প্রমাদে আরোহণ করিয়া স্বয়ং শোকরহিত হইয়া শোকসম্পন্ন জনসাধারণকে অবলোকন করেন।

৯ অপ্পমত্তো পমত্তেসু সত্তেসু বহুজাগরো

অবলসং'ব সীঘসসো হিত্বা য়াতি সন্মেধসো । ২৯

প্রমত্তদের মধ্যে যিনি অপ্রমত্ত, নিদ্রিতদের মধ্যে যিনি নিত্যজাগ্রত, দুর্বল অশ্বকে অতিক্রমকারী ক্ষতগামী অশ্বের ন্যায় সেই মেধাবী ব্যক্তি প্রমত্তগণকে অতিক্রম করিয়া ( ধর্মপথে ) অগ্রসর হন।

তুলনীয় :—

যা নিশা সর্বভূতানাং তন্ত্রাং জাগতি সংঘমী । —গীতা ২।৬২ যাহা সকলের পক্ষে নিশাকাল অর্থাৎ সুপ্তির সময়, তখনই সংঘমী জাগরুক থাকেন।

১০ অপ্পমাদেন মঘবা দেবানং সেট্ঠতং গতো,

অপ্পমাদং পসংসন্তি পমাদো গরহিতো সদা । ৩০

মঘবা ( ইন্দ্র ) অপ্রমাদের দ্বারা দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা অপ্রমাদকে প্রশংসা করেন। প্রমাদ সর্বদা নিন্দ্য।

১১ অপ্পমাদরতো ভিক্খু পমাদে ভয়দস্সি বা

সপ্পোপোজনং অণুং থুলং ভহং অগ্গী'ব গচ্ছতি । ৩১

যে ভিক্ষু অপ্রমাদে রত তথা প্রমাদে ভয়দর্শী, তিনি স্থূল-সূক্ষ্ম বন্ধন (সংযোজন) সমূহ অগ্নির গায় দগ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হন ।

১২ অপ্-পমাদরতো ভিক্ষু পমাদে ভয়দর্শী বা  
অভ্রোষো পরিহাণায় নিম্বানস্-সেব সন্তিকে । ৩২

যে ভিক্ষু অপ্রমাদে রত তথা প্রমাদে ভয়দর্শী, সাধনমার্গ হইতে তাঁহার পতন অসম্ভব, তিনি নির্বাণের নিকটবর্তী হইয়াছেন ।

## ৩ চিত্তবগ্গো

১ ফন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্তং দন্নিবারয়ং,  
উজ্জং করোতি মেধাবী উসুকারো'ব তেজনং । ৩৩

শরনির্মাতা ভীরুর ফলাকে যেমন সোজা করে, জ্ঞানী পুরুষ স্পন্দনশীল, চঞ্চল, দুরক্ষণীয় ও দুর্নিবার্য চিত্তকে সেইরূপ সরল করেন ।

২ বারিজো'ব থলে খিস্তো ওকমোকত উব্ভতো,  
পরিফন্দতি'দং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে । ৩৪

জলাবাস হইতে উদ্ধৃত এবং স্থলে নিষ্কিপ্ত মৎস্তের ন্যায় এই চিত্তও মারবাজ্য ছাড়িবার নিমিত্ত ব্যাকুল হয় ।

৩ দন্নিগ্গহস্-স লহুনো যথকামনিপাতিনো  
চিত্তস্-স দমথো সাধু চিত্তং দন্তং সুখাবহং । ৩৫

দুর্দমনীয়, লঘুগতি, যথেষ্টবিচরণশীল চিত্তের দমন মঙ্গলজনক ; দমিত চিত্ত সুখাবহ হয় ।

৪ সুদদন্দসং সনিপদগং যথকামনিপাতিনং,  
চিত্তং রক্খেয্য মেধাবী চিত্তং গদত্তং সুখাবহং । ৩৬

বিজ্ঞব্যক্তি অতি দুর্বোধ্য, সূদক্ষ ও যথেষ্টবিচরণশীল চিত্তকে রক্ষা করিবেন ; সুরক্ষিত চিত্ত সুখাবহ হয় ।

৫ দুরংগমং একচরং অসরীরং গদহাসয়ং,  
যে চিত্তং সঞ্-এমেস্-সন্তি মোক্খন্তি মারবন্ধনা । ৩৭

দূরগামী, একচর, অশরীর ও হৃদয়গুহাশ্রিত চিত্তকে যাহারা সংযত করেন,  
তাঁহারা মারবন্ধন হইতে মুক্ত হন ।

৬ অনবট্ঠিতচিত্তস্ স সম্ধম্মং অবিজানতো,  
পরিপ্লবপসাদস্ পঞ্ঞা.ন পরিপূরতি ।৩৮

যাহার চিত্ত অনবস্থিত, যে ব্যক্তি সদ্ধর্মানভিজ্ঞ ও যাহার প্রসন্নতা বিক্ষুব্ধ,  
তাহার প্রজ্ঞা কখনও পরিপূর্ণ হয় না ।

৭ অনবস্ সূতচিত্তস্ অনন্বাহতচেতসো,  
পুঞ্ঞপাপপহীনস্ নখি জাগরতো ভয়ং ।৩৯

যাহার চিত্ত অনাসক্ত ও অবিচলিত, যিনি পাপ-পুণ্যের বন্ধন পরিহার  
করিয়াছেন, সেই জাগ্রত ব্যক্তির পতনভয় আর থাকে না ।

৮ কুম্ভপমং কায়মিমং বিদিত্বা  
নগরূপমং চিত্তমিদং ঠপেত্বা,  
যোধেথ মারং পঞ্ঞায়ুদধেন  
জিতং রক্খে অনিবেসনো সিয়া ।৪০

এই দেহকে কুম্ভবৎ ( ভঙ্গুর ) মনে করিয়া, এই চিত্তকে নগরের গায় স্বরক্ষিত  
করিয়া প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা মারের সহিত যুদ্ধ কর, এইরূপে বিজিত ধনকে সযত্নে রক্ষা  
কর ; কিন্তু তৎপ্রতি আসক্তি রাখিও না ।

৯ অচিরং বত'য়ং কায়ো পঠবিং অধিসেস্ সতি  
হুদম্মো অপেতবিঞ্ঞাগো নিরথং'ব কলিঙ্গরং ।৪১

হায় ! অচিরে এই দেহ বিজ্ঞানহীন হইয়া তুচ্ছ অকিঞ্চিংকর কাষ্ঠখণ্ডের গায়  
ধরাশায়ী হইবে ।

১০ দিসো দিসং যং তং কয়িরা বেরী বা পন বোরিনং,  
মিচ্ছাপর্ণিহিতং চিত্তং পাণিয়ো নং ততো করে ।৪২

বৈরী বৈরীর বা শত্রু শত্রুর যতখানি ( অনিষ্ট ) করে, মিথ্যায় আকৃষ্ট চিত্ত  
মানুষের তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়া থাকে ।

১১ ন তং মাতা পিতা কয়িরা অঞ্ঞে বাপি চ ঞ্জাতকা,  
সম্মাপর্ণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো করে ।৪৩

মাতাশিতা কিংবা অপর জ্ঞাতিবর্গ যে উপকার মাস্থ্যেষে করিতে পারে না, সত্যনিবিষ্ট চিন্ত্ত তাহার ততোধিক উপকার করে।

## ৪ পুপ্ফবগ্গো

১ কো ইমং পঠবিং বিজেস্সতি যমলোকং ইমং সদেবকং ?

কো ধম্মপদং সদুদেসিতং কুসলো পদপ্ফমিব পচেস্সতি ? ৪৪

কে দেবলোক ও যমলোক সহ এই পৃথিবী জয় করিবে ? দক্ষ মালাকারের পুষ্প চয়নের গায় কে সুদেশিত ধর্মপদ অবগত হইবে ?

২ সেখো পঠবিং বিজেস্সতি যমলোকং ইমং সদেবকং,

সেখো ধম্মপদং সদুদেসিতং কুসলো পদপ্ফমিব পচেস্সতি । ৪৫

শৈক্ষ্য ( শিক্ষাব্রতী ) দেবলোক সহ এই পৃথিবী ও যমলোক জয় করিবেন ।  
অনিপুণ মালাকারের পুষ্প চয়নের গায় শিক্ষার্থী সুদেশিত ধর্মপদ অবগত হইবেন ।

৩ ফেণ্ণপমং কায়মিমং বিদিস্সা

মরীচিধম্মং অভিসম্বুধানো,

ছেত্বান মারস্স পদপ্ফকানি

অদস্সনং মচ্ছুরাজস্স গচ্ছে । ৪৬

যিনি এই শরীরকে ফেনপিণ্ড ও মরীচিকার গায় ( অনিত্য ও মিথ্যা বলিয়া ) সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন, তিনি মারের পুষ্পশর ( পঞ্চকামে আসক্তি ) ছেদন করিয়া মৃত্যুর অধিকারের বাহিরে গমন করেন ।

৪ পদপ্ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমসং নরং,

সদুত্তং গামং মহোঘো'ব মচ্ছু আদায় গচ্ছতি । ৪৭

[ভোগের] পুষ্পচয়নে নিরত আসক্তচিত্ত ব্যক্তি—প্রবল শ্রোতে প্রাবিত্ত  
স্বপ্ত গ্রামের গায়—[ কামনার অতৃপ্ত অবস্থায় সহসা ] মৃত্যুর কবলে পতিত হয় ।

তুলনীয় :—

সন্ধিষ্মানকমেবৈনং কামানা'বিতৃপ্তকম্ ।

বৃকীবোরগমাশাণ্ড মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥

বৃকী যেমন মেঘ লইয়া পলায়ন করে, মৃত্যু তেমনই সঙ্ঘ নিরত অতৃপ্তকাম ব্যক্তিদিগকে লইয়া গ্রস্থান করে।

৫ পদ্প্ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসক্তমনসং নরং,  
অতিত্তং য়েব কামেসু অন্তকো কুরুতে বসং ।৪৮

[ভোগের] পুস্পচয়নরত আসক্তমনা ব্যক্তিকে কামনার অতৃপ্ত অবস্থাতেই মৃত্যু অধিকার করে।

৬ যথাপি ভমরো পদ্প্ফং বগ্গন্ধং অহেঠয়ং,  
পলোতি রসমাদায় এবং গামে মুনী চরে ।৪৯

ভ্রমর যেমন পুষ্পের বর্ণগন্ধ নষ্ট না করিয়া মধু আহরণ করিয়া যায়, মুণিগণও ঐভাবে লোকালয়ে বিচরণ করিবেন।

৭ ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং,  
অন্তনো'ব অবেক্খেয্য কতানি অকতানি চ ।৫০

পরের বিচ্যুতির প্রতি কিংবা পরের কৃত ও অকৃত কার্যের প্রতি লক্ষ্য করিবে না; নিজের কৃত ও অকৃত কার্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

৮ যথাপি রুচিরং পদ্প্ফং বগ্গবন্তং অগন্ধকং,  
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুস্বতো ।৫১

যেমন সুন্দর বর্ণসম্পন্ন পুষ্প গন্ধবিহীন হইলে নিরর্থক হয়, সেইরূপ সুভাষিত বাক্যও কার্যে পরিণত না করিলে নিষ্ফল হয়।

৯ যথাপি রুচিরং পদ্প্ফং বগ্গবন্তং সগন্ধকং,  
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি স্কুস্বতো ।৫২

যেমন মনোহর বর্ণবিশিষ্ট পুষ্প সুগন্ধযুক্ত হইলে সার্থক হয়, তদ্রূপ সুভাষিত বাক্যও কার্যে পরিণত হইলে সফল হয়।

১০ যথাপি পদ্প্ফরাসিম্হা কয়িরা মালাগদুণে বহুং,  
এবং জাতেন মচেন কত্ত্বং কুসলং বহুং ।৫৩

যেমন পুষ্পরাশি হইতে নানাবিধ মালা প্রস্তুত করা যায়, তদ্রূপ যে মানবজন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারও বহুবিধ সংকল্প করা উচিত।

১১ ন পদ্মপুংগন্ধো পটিবাতমোতি

ন চন্দনং তগর-মল্লিকা বা,  
সতগু গন্ধো পটিবাতমোতি  
সম্বা দিসা সপ্পদ্বারিসো পবাতি ।৫৪

পুষ্পগন্ধ বায়ুর প্রতিকূলে প্রবাহিত হয় না ; চন্দন কিংবা টগর মল্লিকা প্রভৃতির গন্ধও না ; কিন্তু সংলোকের গুণস্বরূপি বায়ুর প্রতিকূলেও গমন করে ; সম্পূর্ণরূপে সকল দিকেই পরিব্যাপ্ত হন ।

১২ চন্দনং তগরং বার্পি উপ্পলং অথ বসুসিকী,  
এতসং গন্ধজাতানং সীলগন্ধো অনুস্তরো ।৫৫

চন্দন, টগর, উৎপল কিংবা চামেলী প্রভৃতি সুগন্ধরাশি অপেক্ষা শীলবান্ ব্যক্তির শীলমৌরভ উৎকৃষ্টতম ।

১৩ অপ্পমত্তো অয়ং গন্ধো যা'য়ং তগরচন্দনী,  
যো চ সীলবতং গন্ধো বাতি দেবেসু উত্তমো ।৫৬

টগর কিংবা চন্দনের সুগন্ধ অল্পমাত্র । চরিত্রবানের উত্তম গুণমৌরভ দেবতাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় ।

১৪ তেসং সম্পন্নসীলানং অপ্পমাদাবিহারিনং,  
সম্মদণ্ডেণা বিমুত্তানং মারো মগ্গং ন বিন্দতি ।৫৭

যাঁহাদের শীল পরিপূর্ণ, যাঁহারা অশ্রমন্ত এবং সম্যকরূপে সত্য জ্ঞাত হইয়া বিমুক্ত হইয়াছেন, মার তাঁহাদের গতিপথ জানিতে পারে না ।

১৫ যথা সংকারধানস্মিং উজ্জ্বতস্মিং মহাপথে,  
পদমং তথ জায়েথ সূচিগন্ধং মনোরমং ।৫৮

১৬ এবং সংকারভূতেসু অন্ধভূতে পদুজ্জনে,  
অতিরোচতি পণ্ডেণায় সম্মাসম্বুদ্ধসাবকো ।৫৯

রাজপথে পরিত্যক্ত আবর্জনারাশির মধ্যে যেমন কচিং পবিত্র সুগন্ধযুক্ত মনোরম পদ্ম জন্মে, তেমনি আবর্জনাক্রূপ অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও সম্যকদৃষ্টির আবক প্রজ্ঞাদীপ্তিতে বিরাজ করেন ।

## ৫ বালবগ্গো

১ দীঘা জাগরতো রত্তি দীঘং সন্তস্‌স যোজনং,  
দীঘো বালানং সংসারো সম্‌ধম্মং অবিজানতং । ৬০

যে ব্যক্তি জাগিয়া থাকে তাহার রাত্রি দীর্ঘ হয় ; শ্রান্ত ব্যক্তির পথ দীর্ঘ হয় ;  
সদ্ধর্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সংসারভ্রমণ দীর্ঘ হয় ।

২ চরং‌চে নাধিগচ্‌ছেয্য সেযাং সাদিসমত্তনো,  
একচরিয়ং‌ দলহং‌ কয়িরা নাথি বালে সহায়তা । ৬১

[ সংসারযাত্রায় ] যদি নিজের সদৃশ কিংবা উন্নততর সঙ্গী লাভ না হয় তবে  
দৃঢ়তার সহিত একাই চলিবে ; মূর্খের সঙ্গে সাহচর্য‌ করা উচিত নয় ।

৩ পদত্তমাত্থ ধনমাত্থ ইতি বালো বিহঞ্‌ঞতি,  
অন্তাহি অন্তনো নাথি কুতো পদত্তো কুতো ধনং‌ ? ৬২

আমার পুত্র আছে, আমার ধন আছে এইরূপ চিন্তা করিয়া অজ্ঞ লোক দুঃখ  
পায় ; নিজেই নিজের নহে, পুত্র কিংবা ধন কিরূপে ( নিজের ) হইবে ?

৪ যো বালো মঞ্‌ঞতি বাল্যং‌ পিণ্ডিতো বা'পি তেন সো,  
বালো চ পিণ্ডিতমানী স বে বালো'তি বুদ্ধতি । ৬৩

যে মূর্খ নিজের অজ্ঞতা স্বয়ং‌ সচেতন, তদ্বারা সে সেই পরিমাণে পণ্ডিত,  
কিন্তু যে মূর্খ নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে সে-ই যথার্থ মূর্খ বলিয়া  
কথিত হয় ।

৫ যাবজ্‌জীবং‌পি চে বালো পিণ্ডিতং‌ পয়িরুপাসতি,  
ন সো ধম্মং‌ বিজানাতি দব্বী স্পরসং‌ যথা । ৬৪

দবী (চামচ) যেমন স্পরস জানিতে পারে না, সেইরূপ মূর্খ আজীবন  
পণ্ডিতসান্নিধ্যে বাস করিয়াও ধর্ম‌ কি বস্তু জানিতে পারে না ।

৬ মদহত্তমপি চে বিঞ্‌ঞ পিণ্ডিতং‌ পয়িরুপাসতি,  
খিপ্পং‌ ধম্মং‌ বিজানাতি জিব্বহা স্পরসং‌ যথা । ৬৫

বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি মুহূর্ত্তকালের জগ্‌গেও পণ্ডিতের সাহচর্য‌ করেন, জিহ্বার  
স্পরস আশ্বাদনের দ্বারা অচিরেই তিনি ধর্ম‌তত্ত্ব উপলব্ধি করেন ।

৭ চরন্তি বালোদুদ্ভেদা অমিত্তেনে'ব অন্তনা,  
করোন্তা পাপকং কস্মং যং হোতি কটুকপফলং ।৬৬

মন্দবুদ্ধি মূর্খগণ দুঃখ-ফলপ্রাপ্ত পাপকর্ম করিয়া নিজের শত্রুরই সাহচর্য করে ।

৮ ন তং কস্মং কতং সাধু যং কস্মা অনদুতপ্পতি,  
যস্‌স অস্‌সদুদুখো রোদং বিপাকং পটিসেবতি ।৬৭

যাহা করিয়া পরে অনুতাপ করিতে হয়, অশ্রুক্ষেপে রোদন করিয়া যে কাজের ফল ভোগ করিতে হয়, সেইরূপ কর্ম না করাই ভাল ।

৯ তংচ কস্মং কতং সাধু যং কস্মা নানদুতপ্পতি,  
যস্‌স পতীতো সদুমনো বিপাকং পটিসেবতি ।৬৮

যাহা করিয়া অনুতাপ করিতে হয় না, যে কাজের ফল সানন্দে ও প্রসন্নমনে ভোগ করিতে পারা যায়, সেইরূপ কর্মই করা ভাল ।

১০ মধু'ব মঞ্‌ওঁতি বালো যাব পাপং ন পচ্চতি,  
যদা চ পচ্চতি পাপং অথ বালো দুক্‌খং নিগচ্ছতি ।৬৯

যতদিন পাপ পরিণতি লাভ না করে ততদিন মূর্খ উহাকে মধুময় মনে করে, কিন্তু পাপ যখন পরিণত হয় তখন মূর্খকে দুঃখ ভোগ করিতে হয় ।

১১ মাসে মাসে কুসগ্গেন বালো ভুজেথ ভোজনং,  
ন সো সংখতধম্মানং কলং অগ্ঘতি সোলসিং ।৭০

মূর্খ যদি ( তপশ্চর্চাকরে ) মাসে মাসে কুশাগ্রের দ্বারা ( একবারমাত্র ) আহার করে, তথাপি সে জ্ঞাতধর্ম ব্যক্তির ষোল কলার এক কলার যোগ্যও হয় না ।

১২ ন হি পাপং কতং কস্মং সজ্জু খীরং'ব মদুচ্চতি,  
ডহন্তং বালমন্বেতি ভস্মচ্ছনো'ব পাবকো ।৭১

স্বকৃত পাপকর্ম সদ্য দুগ্ধের গ্ৰায় সহস্রা বিনষ্ট হয় না, ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির গ্ৰায় উহা মূর্খকে দহন করিতে করিতে তাহার অহুসরণ করে ।

১৩ যাবদেব অনথায় ঞ্জন্তং বালস্‌স জায়তি,  
হন্তি বালস্‌স সদুক্‌কংসং মদুদমস্‌স বিপাতয়ং ।৭২

কেবলমাত্র অনর্থের জগুই মূর্খ লোকের শিল্পজ্ঞান জন্মে ; উহা [ মূর্খের প্রজ্ঞা ] শির নিপাত করিয়া তাহার মৌভাগ্য নাশ করে ।



১৪ অসতং ভাবনমিচ্ছেয্য পদুরেক্খারণ্ণ ভিক্খুসুদ,   
 আবাসেসু চ ইস্সরিয়ং পূজা পরকুলেসু চ । ৭৩

[ নিবোধি ভিক্ষু ] যে সম্মান প্রাপ্য নহে উহা লাভের ইচ্ছা করে, ভিক্ষুদের মধ্যে প্রাধান্য, বিহারে আধিপত্য ও গৃহীদের পূজা লাভের প্রত্যাশা করে ।

১৫ মমেব কতমএণ্ণেত্তু গিহী পস্বজিতা উভো   
 মমেবাতিবসা অসস্ কিচ্চাকিচ্চেসু কিম্মিচি ।   
 ইতি বালস্ সংকপ্পো ইচ্ছা মানো চ বড্ঢতি । ৭৪

গৃহী ও প্রব্রজিত উভয়েই [ বিহারের যাবতীয় ] কাজ আমার দ্বারা কৃত মনে করুক, সমস্ত কর্তব্যাকর্তব্যে আমারই বশবর্তী হউক—এইরূপে নিবোধির সঙ্কল্প, আকাঙ্ক্ষা ও অভিমান বৃদ্ধি পায় ।

১৬ অএণ্ণে হি লাভুপনিসা অএণ্ণে নিস্বানগামিনী,   
 এবমেতং অভিএণ্ণায় ভিক্খু বদ্বন্দ্বস্ সাবকা   
 সঙ্কারং নাভিনন্দেয়্য বিবেকমনুদ্বহয়ে । ৭৫

লাভের উপায় এক, নির্বাণের উপায় আর—ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া বুদ্ধপ্রাপক ভিক্ষু সম্মান [ সংকার ] কামনা করিবেন না । তিনি অনাসক্তি [ বিবেক ] অনুশীলন করিবেন ।

## ৬ পণ্ডিতবগ্গো

১ নিধীনং'ব পবত্তারং যং পস্সে বজ্জদস্সিনং,   
 নিগ্গম্মহবাদিং মেধাবিং তাদিসং পণ্ডিতং ভজে ;   
 তাদিসং ভজমানস্স সেয়ে্যো হোতি ন পাপিয়ো । ৭৬

যিনি [ তোমার ] ক্রটি প্রদর্শন করেন ও তজ্জন্য ভৎসনা করেন, সেই মেধাবীকে গুপ্তনিধিপ্রদর্শকের ন্যায় দেখিবে । যে ব্যক্তি তাদৃশ পণ্ডিতকে ভজনা করে তাহার মঙ্গলই হয়, অমঙ্গল হয় না ।

২ ওবদেয়্যানুসাসেয়্য অসম্ভা চ নিবারয়ে,   
 সতং হি সো পিয়ো হোতি অসতং হোতি অপ্পিয়ো । ৭৭

যিনি উপদেশ দেন, অহুশাসন করেন এবং অসভ্যতা নিবারণ করেন তিনি  
অসত্তের অপ্রিয় এবং সংলোকের প্রিয় হন ।

৩ ন ভজে পাপকে মিত্তে ন ভজে পদ্বারিসাধমে,  
ভজেথ মিত্তে কল্যাণে ভজেথ পদ্বারিসদত্তমে । ৮৮

পাপী মিত্তের সংসর্গ করিবে না, নরাধম ব্যক্তির সংসর্গ করিবে না ; কল্যাণ-  
মিত্তদের ও পুরুষোত্তমদের সংসর্গ করিবে ।

৪ ধম্মপীতি সত্ত্বং সেতি বিপ্পসম্মেন চেতসা,  
অরিয়প্পবেদিতে ধম্মে সদা রমতি পণ্ডিতো । ৭৯

ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি প্রসন্নচিত্তে স্থখে বাস করেন ; পণ্ডিতব্যক্তি আর্যোপদিষ্ট ধর্মে  
সর্বদা রত থাকেন ।

৫ উদকং হি নয়ন্তি নৈত্তিকা উসদ্ধাকারা নময়ন্তি তেজনং,  
দারুং নময়ন্তি তচ্ছকা অন্তানং দময়ন্তি পণ্ডিতা । ৮০

মেচকগণ জলকে [ যথেষ্ট ] পরিচালিত করে, শরনির্মাতা শরকে ইচ্ছানুরূপ  
নমিত করে, স্তূত্রধরেরা কাষ্ঠখণ্ডকে নমিত করে ; আর পণ্ডিতগণ দমন করেন  
নিজে।

৬ সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি,  
এবং নিন্দাপসংসাসদ্ ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা । ৮১

কঠিন পর্বত যেমন বায়ুদ্বারা কম্পিত হয় না, তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তির নিন্দা-  
প্রশংসাতে বিচলিত হন না ।

৭ যথাপি রহদো গম্ভীরো বিপ্পসম্মো অনাবিলো,  
এবং ধম্মানি সত্ত্বান বিপ্পসাদিন্তি পণ্ডিতা । ৮২

গভীর, অচ্ছ ও অনাবিল, হ্রদের ত্রায় পণ্ডিতব্যক্তির ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া  
প্রসন্ন হন ।

৮ সত্ত্বথ বে সপ্পদ্বারিসা চজন্তি  
ন কামকামা লপয়ন্তি সন্তো,  
সদুথেন পদুট্ঠা অথবা দদুথেন  
ন উচ্চাবচং পণ্ডিতা দস্সয়ন্তি । ৮৩

সংপুরুষেরা সমস্ত আসক্তি বর্জন করেন ; সন্তগণ কাম্য বস্তুর আলোচনা করেন না ; তাঁহারা স্থখে উল্লসিত কিংবা দুঃখে অবসন্ন হন না ।

৯ ন অন্তহেতু ন পরস্ংস হেতু

ন পদন্তমিচ্ছে ন ধনং ন রট্টং,

ন ইচ্ছেয়্য অধম্মেন সমিদ্ধিমন্তনো

স সীলবা পঞ্ণেবা ধম্মিকো সিয়া ।৮৪

যিনি অধর্মতঃ নিজের জন্ত কিংবা পরের জন্ত পুত্র, ধন বা রাষ্ট্র কামনা করেন না, এমন কি আপন সমৃদ্ধিও ইচ্ছা করেন না তিনিই প্রকৃত শীলবান, প্রজ্ঞাবান, ধার্মিক ।

১০ অপ্পকা তে মনুস্সেসু য়ে জনা পারগামিনো,

অথায়ং ইতরা পজা তীরমেবানুধাবতি ।৮৫

[ ধর্ম সাগরের ] পারগামী মানুষের সংখ্যা নিতান্তই অল্প ; অবশিষ্ট জনতা তার তীরেই ধাবমান ।

১১ য়ে চ থো সম্মদক্খাতে ধম্মানুদাবসিনো,

তে জনা পারমেস্সন্তি মচ্ছুধেয়্যং সুদুত্তরং ।৮৬

যাঁহারা স্বব্যখ্যাত ধর্মাত্ম্যায়ী জীবনগঠনে প্রবৃত্ত, কেবল তাঁহারা'ই সুদুস্তর মূর্ত্যুর অধিকার উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে গমন করিবেন ।

১২ কণ্হং ধম্মং বিপ্পহায় সুদক্কং ভাবেথ পিণ্ডতো,

ওকা অনোকং আগম্ম বিবেকে যথ দুরমং ।৮৭

১৩ তগ্রাভিরতিমচ্ছেয়্য, হিহ্বা কামে অকিঞ্চনো

পরিয়োদপেয়্য অন্তানং চিত্তক্লেশেহি পিণ্ডতো ।৮৮

পণ্ডিত অসত্য ( কৃষ্ণ ) ধর্ম ত্যাগ করিয়া সত্য ( শুক্ল ) ধর্ম অনুসরণ করিবেন ; আগার হইতে অনাগারত্ব লাভ করিয়া যে নিঃসঙ্গতায় ( বিবেকে ) আনন্দলাভ কৃপাধ্য সেই নিঃসঙ্গতাতেই তিনি অভিরতি ( আনন্দ ) লাভের সাধনা করিবেন ; কামনা ত্যাগ করিয়া ও অকিঞ্চন হইয়া পণ্ডিত চিত্তক্লেশ হইতে নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখিবেন ।

১৪ যেসং সম্বোধিঅঙ্গেসু সম্মা চিত্তং সুভাবিতং ,  
আদান-পাটিনিস্‌সগ্গে অনুপাদায় যে রতা  
খীণাসবা জুতীমন্তো তে লোকে পরিনিব্বুতা ।৮৯

সম্বোধি-অঙ্গে যাহাদের চিত্ত স্থগতি হইয়াছে, যাহারা গ্রহণে অনাসক্ত ও  
বৈরাগ্যনিরত, সেই ক্ষীণপাপ দ্যুতিমান্‌গণ ইহজগতেই নির্বাণ লাভ করিয়াছেন ।

## ৭ অরহত্ত্বগ্গো

১ গতিম্‌নো বিসোকস্‌স বিপ্পমদুত্তস্‌স সব্বধি  
সব্বগম্‌হপ্পহীনস্‌স পরিলাহো ন বিজ্জতি ।৯০

যাহার সংসারের পথ শেষ হইয়াছে, যিনি বিগতশোক, সর্বপ্রকারে বিমুক্ত ও  
সর্ববন্ধনহীন হইয়াছেন, তাঁহার দুঃখ [ পরিদাহ ] থাকে না ।

২ উয়দ্বাঞ্‌জন্তি সতিমন্তো ন নিকেতে রমন্তি তে,  
হংসা'ব পল্ললং হিত্বা ওকমোকং জহন্তি তে ।৯১

যাহারা স্মৃতিমান্ ও উজ্জমশীল তাঁহারা গৃহে আসক্ত নহেন ; হংস যেমন  
জলাশয় ত্যাগ করিয়া যায়, তাঁহারাও তেমনই গৃহ পরিত্যাগ করেন ।

৩ যেসং সনিচয়ো নীথি যে পরিঞ্‌ঞাতভোজনা,  
সুঞ্‌ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্‌খো যস্‌স গোচরো,  
আকাসে'ব সসুত্তানং গতি তেসং দুরন্নয়া ।৯২

যাহাদের সঞ্চয় নাই, যাহারা পরিজ্ঞাতভোজী, শূণ্ঠতা ও অনিমিত্ত-রূপ বিমোক্ষ  
যাহাদের গোচর হইয়াছে, আকাশে বিহঙ্গের গতির ন্যায় তাঁহাদের গতি দুর্জ্জেষ ।

৪ যুস্সা'সবা পরিক্‌খীণা আহারে চ অনিস্‌সিতো,  
সুঞ্‌ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্‌খো যস্‌স গোচরো,  
আকাসে'ব সসুত্তানং পদং তস্‌স দুরন্নয়ং ।৯৩

যাহার পাপসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি আহারে অনাসক্ত, শূণ্ঠতা ও  
অনিমিত্ত-রূপ বিমোক্ষ যাহার গোচর হইয়াছে, নভস্চর বিহঙ্গের ন্যায় তাঁহার  
পদাঙ্ক নিরূপণ অদম্ভব ।

৫ যস্‌সিন্দ্রিয়ানি সমথং গতানি

অস্‌সা যথা সারথিনা স্দদন্তা,  
পহীনমানস্‌স অনাসবস্‌স দেবাপি  
তস্‌স পিহরন্তি তাদিনো ।৯৪

সারথি দ্বারা সংযত অশ্বের গায় ষাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত হইয়াছে, যিনি  
নিরভিমান ও নিষ্কলুষ তদ্রূপ ব্যক্তিদের সাহচর্য দেবতাদেরও স্পৃহনীয় ।

৬ পঠবীসমো নো বিরুদ্ধার্থতি

ইন্দ্রখীলপমো তাদি স্দুব্বতো,  
রহদো'ব অপেতকন্দমো সংসারা  
ন ভবন্তি তাদিনো ।৯৫

যিনি পৃথিবীর গায় অক্ষুণ্ণ, শুভের [ ইন্দ্রখীল ] গায় দৃঢ়, সরোবরের গায়  
অনাবিল ভাদৃশ ব্যক্তির সংসার [ জন্মান্তর ] হয় না ।

৭ সন্তং তস্‌স মনং হোতি সন্তা বাচা চ কস্মণ,

সম্মদণ্ড্‌ঞা বিমুত্তস্‌স উপসন্তস্‌স তাদিনো ।৯৬

যিনি সম্যক্‌জ্ঞানবিমুক্ত ও শান্ত হইয়াছেন, তাঁহার মন, বাক্য ও কাৰ্য শান্ত  
হয় ।

৮ অস্‌সম্মো অকতণ্ড্‌ঞে চ সন্ধিচ্ছেদো চ যো নরো,

হতাবকাসো বন্তাসো স বে উত্তমপোরিসো ।৯৭

যিনি অকুবিখ্যাসহীন [ অশ্রদ্ধ ], যিনি অকৃতজ্ঞ [ নির্বাণজ্ঞ ], ষাঁহার বচনছিন্ন,  
[ পুনর্জন্মের ] অবকাশ নষ্ট এবং কামনা নিবৃত্ত হইয়াছে—তিনিই পুরুষোত্তম ।

৯ গামে বা যদি বা'রণ্ড্‌ঞে নিম্নে বা যদি বা থলে,

যথা'রহন্তো বিহরন্তি তং ভূমিং রামণেয়াকং ।৯৮

গ্রামে কিংবা অরণ্যে, নিম্নে কিংবা [ উচ্চ ] স্থলে—যেখানেই অর্হতগণ  
অবস্থান করেন—সে স্থানই রমণীয় ।

১০ রমণীগানি অরণ্ড্‌ঞানি যথ ন রমতি জনো,

বীতরাগ রমিস্‌সন্তি ন তে কামগবোসিনো ।৯৯

সাধারণ লোক যেখানে আনন্দ পায় না, সেই অরণ্যসকল রমণীয় ; বীতরাগ ব্যক্তিগণ তথায় আনন্দানুভব করেন—কারণ তাঁহারা কামাঘেবী নহেন ।

## ৮ সহস্‌সবগ্গো

১ সহস্‌সর্মপি চে বাচা অনথপদসংহিতা,  
একং অথপদং সেয়ো যং সূত্বা উপসম্মতি ।১০০

অর্থহীন সহস্র বাক্য অপেক্ষা একটিমাত্র সার্থক বাক্য—যাহা শুনিয়া লোকে শান্তিলাভ করে—তাহাই শ্রেয় ।

২ সহস্‌সর্মপি চে গাথা অনথপদসংহিতা,  
একং গাথাপদং সেয়ো যং সূত্বা উপসম্মতি ।১০১

অর্থহীন পদযুক্ত সহস্র গাথা অপেক্ষা একটি গাথাই শ্রেয়ঃ—যাহা শুনিয়া লোকে শান্তিলাভ করে ।

৩ যো চ গাথাসতং ভাসে অনথপদসংহিতা,  
একং ধ্মপদং সেয়ো যং সূত্বা উপসম্মতি ।১০২

অর্থহীন শত গাথা অপেক্ষা একটি ধর্মপদও শ্রেয়, [ কারণ ] উহা শুনিয়া লোকে শান্তি লাভ করে ।

৪ যো সহস্‌সং সহস্‌সেন সঙ্গামে মানুসে জিনে,  
একং জেয়ামত্তানং স বে সঙ্গামজ্জত্তমো ।১০৩

যে ব্যক্তি সংগ্রামে সহস্র সহস্র মানুষকে জয় করে তাহার তুলনায় যিনি কেবলমাত্র নিজেকে জয় করেন—তিনিই সর্বোত্তম সংগ্রামজয়ী ।

৫ অন্তা হবে জিতং সেয়ো যা চা'য়ং ইতরা পজা,  
অত্তদন্তস্‌স পোসস্‌স নিচ্চং সঞ্ঞত্তচারিনো ।১০৪

৬ নেব দেবো ন গন্ধব্বো ন মারো সহব্রহ্মনা,  
জিতং অপজিতং কয়িরা তথারূপস্‌স জত্তুনো ।১০৫

অপর সকলকে জয় করা অপেক্ষা আত্মজয়ই শ্রেষ্ঠ ; নিত্যসংযমী, আত্মজয়ী

৫ তথাবিধ পুঙ্কবের জয়কে ব্রহ্মাসহ দেবতা, মার ও গন্ধর্ব কেহই অপজয় করিতে পারে না।

৭ মাসে মাসে সহস্রেন যো যজেথ সতং সমং

একশ ভাবিতত্তানং মদ্বহুস্তমপি পদজয়ে,

সায়েব পদজনা সেয়ো যণে বস্‌সসতং হুতং ।১০৬

প্রতিমাসে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া শতবর্ষ যজ্ঞানুষ্ঠান করা এবং কোনও ভাবিতাত্মা ( সাধনদিক্ ) পুরুষকে মুহূর্তের জ্ঞাও পূজা করা—(এই দুইএর মধ্যে) সেই পূজাই শতবর্ষের আছতি অপেক্ষা শ্রেয়।

৮ যো চে বস্‌সসতং জব্ব অগ্গিং পরিচরে বনে,

একশ ভাবিতত্তানং মদ্বহুস্তমপি পদজয়ে,

সায়েব পদজনা সেয়ো যণে বস্‌সসতং হুতং ।১০৭

শতবর্ষ অরণ্যে অগ্নি-পরিচর্য্য করা এবং কোনও শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিকে মুহূর্তের জ্ঞাও পূজা করা—(এই দুইএর মধ্যে) শতবর্ষের অগ্নিহোত্র অপেক্ষা সেই পূজাই শ্রেয়।

৯ যং কিণ্ডি য়িট্ঠং চ হুতং চ লোকে

সংবচ্ছরং যজেথ পদ্রুৎপেপেক্খো,

সম্বম্পি তং ন চতুভাগমেতি,

অভিবাদনা উজ্জুগতেসদু সেয়ো ।১০৮

লোকে পুণ্যকামী ছইয়া সংবৎসর কোন যজ্ঞ বা হোম করার ফল ঋজুপ্রতিপন্ন আর্থদের প্রতি অভিবাদনের ফলের এক চতুর্থাংশতুল্যও নহে; অভিবাদনের ফলই শ্রেষ্ঠতর।

১০ অভিবাদনসীলিস্‌স নিচ্চং বম্বাপচায়িনো,

চত্তারো ধম্মা বড্‌টান্তি আয়দু বম্মো সদুখং বলং ।১০৯

( জ্ঞান ও বয়ো ) বৃদ্ধের প্রতি সতত অভিবাদন ও সম্মান প্রদর্শনকারীর আয়, গাণ, সুখ ও বল—এই চতুর্বিধ সম্পদ বৃদ্ধি হয়।

১১ যো চ বস্‌সসতং জীবে দদুস্‌সীলো অসম্মাহিতো,

একাহং জীবিতং সেয়ো সীলবন্তস্‌স ঋয়িনো ।১১০

যে ব্যক্তি দুঃশরিত্র ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা সচ্চরিত্র ধ্যানী ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেয়ঃ ।

১২ যো চ বস্‌সসতং জীবো দদপ্পঞ্‌ঞো অসমাহিতো,  
একাহং জীবিতং সেয়্যো পঞ্‌ঞাবন্তস্‌স ঝায়িনো ।১১১

যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাহীন ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা প্রজ্ঞাবান্ ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির একদিন বাঁচিয়া থাকাও শ্রেয়ঃ ।

১৩ যো চ বস্‌সসতং জীবো কুসীতো হীনবীরিয়ো,  
একাহং জীবিতং সেয়্যো বিরিয়মারভতো দল্‌হং ।১১২

যে ব্যক্তি অলস ও হীনবীর্ষ হইয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা দৃঢ়পরাক্রম ও বীর্ষপরায়ণ পুরুষের একটি দিনের জীবনও শ্রেয়ঃ ।

১৪ যো চ বস্‌সসতং জীবো অপস্‌সং উদয়ব্যায়ং,  
একাহং জীবিতং সেয়্যো পস্‌সতো উদয়ব্যায়ং ।১১৩

যে ব্যক্তি ( পঞ্চস্কন্ধের ) উদয়বিলয় পর্যবেক্ষণ না করিয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা উদয়বিলয় দর্শনকারীর একদিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ ।

১৫ যো চ বস্‌সসতং জীবো অপস্‌সং অমতং পদং,  
একাহং জীবিতং সেয়্যো পস্‌সতো অমতং পদং ।১১৪

অমৃতপদ দর্শন না করিয়া যে ব্যক্তি শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা অমৃতপদদর্শীর এক দিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ ।

১৬ যো চ বস্‌সসতং জীবো অপস্‌সং ধম্মমুত্তমং,  
একাহং জীবিতং সেয়্যো পস্‌সতো ধম্মমুত্তমং ।১১৫

যে ব্যক্তি উত্তম ধর্ম দর্শন না করিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা যিনি ঐ ধর্ম দর্শন করিয়াছেন তাহার একদিনের জীবনও শ্রেয়ঃ ।

## ৯ পাপবগ্‌গো

১ অভিত্থরেথ কল্যাণে, পাপা চিত্তং নিবারয়ে,  
দন্ধং হি করোতো পদুঞ্‌ঞং পাপস্‌মিং রমতে মনো ।১১৬



কল্যাণকর্ম অতি সম্ভব কর, পাপ হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত রাখ, বিলম্বে পুণ্যকর্ম-  
কারীর মন পাপেতেই রমিত হয় ।

২ পাপেষু পদ্বিরসো কয়িরা ন তং কয়িরা পদ্বনপ্পদ্বনং  
ন তম্হি ছন্দং কয়িরাথ, দদুক্খো পাপস্স উচ্চয়ো ।১১৭

যদি কেহ [ দৈবাৎ ] পাপকর্ম করিয়া থাকে উহা যেন সে বারংবার না করে  
এবং উহাতে যেন তাহার রুচি না জন্মায়, ( কারণ ) পাপের সঞ্চয় দুঃখজনক ।

৩ পদ্বঞ্ঞেষু পদ্বিরসো কয়িরা কয়িরাথেনং পদ্বনপ্পদ্বনং,  
তম্হি ছন্দং কয়িরাথ সুখো পদ্বঞ্ঞস্স উচ্চয়ো ।১১৮

যদি কেহ পুণ্যকর্ম করে, তবে উহা যেন সে পুনঃপুনঃ করে এবং উহাতে যেন  
কিছু জন্মায়, ( কারণ ) পুণ্যের সঞ্চয় সুখকর ।

৪ পাপোপি পস্সতি ভদ্রং যাব পাপং ন পচ্ছতি,  
যদা চ পচ্ছতি পাপং অথ পাপো পাপানি পস্সতি ।১১৯

যতক্ষণ পাপকর্ম পরিপক্ব না হয় ততক্ষণ পাপী তাহাতে মঙ্গল দর্শন করে,  
কিন্তু পাপ যখন পরিপক্ব হয় তখন পাপী অমঙ্গল দেখিতে পায় ।

৫ ভদ্রোপি পস্সতি পাপং যাব ভদ্রং ন পচ্ছতি,  
যদা চ পচ্ছতি ভদ্রং অথ ভদ্রো ভদ্রানি পস্সতি ।১২০

কল্যাণকর্ম যতদিন ফল প্রদান না করে, ততদিন অকল্যাণ মনে হয় ; কিন্তু  
উহা যখন ফলপ্রসূ হয় তখন পুণ্যবান্ কল্যাণের সাক্ষাৎ পান ।

তুলনীয় :—

অধর্মেনৈধতে ভাবং ততো ভদ্রাণি পশ্ছতি ।

ততঃ সপত্তান্ জয়তি সমূলন্ত বিনশ্চতি ॥ —মহু ৪।১৭৪

অধর্মের দ্বারা মানুষ আপাততঃ সমৃদ্ধ হয় এবং কল্যাণের দেখা পায়, অতঃপর  
শত্রুদেরও জয় করে, ( কিন্তু পরিণামে ) সমূলে বিনষ্ট হয় ।

৬ মাপ্পমঞ্ঞেথ পাপস্স, ন মং তং আগমিস্সতি,  
উদবিব্দুনিপাতেন উদকুশ্চোপি পদ্বরতি ;  
পদ্বরতি বালো পাপস্স থোকথোকম্পি আচিনং ।১২১



(মৃত্যুর পর) কেহ কেহ মাতৃগর্ভে ও পাপীরা নরকে উৎপন্ন হয়, ধার্মিক ব্যক্তির স্বর্গ লাভ করেন এবং ক্ষীণাশ্রবণ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

১২ ন অন্তলিক্খে ন সমুদ্দমজ্জ্ব  
ন পব্‌বতানং বিবরং পবিস্স,  
ন বিজ্জতি সো জগতিপ্পদেসো  
যথটিঠতো মূগ্গেয়া পাপকম্মা ।১২৭

অস্তরীক্ষে, সমুদ্রমধ্যে কিংবা পর্বতবিবরে যেখানেই প্রবেশ কর না কেন, জগতে এমন স্থান নাই যেখানে থাকিয়া পাপকর্ম ( ফলভোগ ) হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

১৩ ন অন্তলিক্খে ন সমুদ্দমজ্জ্ব  
ন পব্‌বতানং বিবরং পবিস্স,  
ন বিজ্জতি সো জগতিপ্পদেসো  
যথটিঠিতং নপ্পসহেয়া মচ্চু ।১২৮

জগতে এমন কোন প্রদেশ বিद्यমান নাই, যেখানে অবস্থিত ব্যক্তিকে মৃত্যু বিনাশ ( প্রসহন ) করে না—অস্তরীক্ষে নহে, সমুদ্রমধ্যে নহে, পর্বতগুহায় প্রবেশ করিয়াও নহে।

## ১০ দণ্ডবগ্গো

১ সম্বে তসান্টি দণ্ডস্স সম্বে ভায়ান্টি মচ্চুনো,  
অস্তানং উপমং কত্তা ন হনেয়া ন ঘাতয়ে ।১২৯

সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, মৃত্যুর ভয়ে সকলেই সম্ভ্রান্ত, নিজের সহিত তুলনা করিয়া কাহাকেও আঘাত কিংবা হত্যা করিবে না।

২ সম্বে তসান্টি দণ্ডস্স সম্বেসং জীবিতং পিয়ং  
অস্তানং উপমং কত্তা ন হনেয়া ন ঘাতয়ে ।১৩০

সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবন সকলের প্রিয়; মৃত্যুও নিজের সহিত তুলনা করিয়া কাহাকেও প্রহার করিবে না কিংবা আঘাত করিবে না।

তুলনীয় :—

১। আত্মোপমোন সৰ্ব্বত্র সমং পশ্চতি যোহজ্জুন ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥

—গীতা ৬।৩২

হে অর্জুন, যিনি সকলের সুখ ও দুঃখকে সমভাবে নিজের মত মনে করিয়া দেখেন তাঁহাকে পরম যোগী বলিয়া মনে করি ।

২। প্রাণা যথাঅনোহভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা ।

আত্মোপমোন ভূতেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ ॥

—হিতোপদেশ ১ম ভাগ

নিজের প্রাণ নিজের কাছে যেমন প্রিয়, জীবগণেরও তেমনি প্রিয় । তাই সাধুরা নিজের মত করিয়া জীবে দয়া করেন ।

৩। সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহংসতি,

অন্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং । ১৩১

আত্মসুখ অন্বেষণ করিয়া যে অপর সুখাভিলাষী প্রাণিগণকে দণ্ড দ্বারা হিংসা করে, পরলোকে সে কখনও সুখ লাভ করে না ।

৪। সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন ন হিংসতি,

অন্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সো লভতে সুখং । ১৩২

আত্মসুখাভিলাষী হইয়া যিনি অপরপর সুখকামী প্রাণিগণকে দণ্ডদ্বারা হিংসা করে না, পরলোকে তিনি নিশ্চয় সুখলাভ করিবেন ।

৫। মা'বোচ ফরুসং কণ্ঠি বদন্তা পটিবদেয়্য তং,

দু'ক্খা হি সারম্ভকথা পটিদণ্ডা ফুসেয়্য তং । ১৩৩

কাহাকেও কটু বাক্য বলিও না, যাহাদিগকে কটু কথা বলিবে তাহারাও তোমাকে কটু কথা বলিতে পারে । ক্রোধযুক্ত বাক্য [ সংরম্ভবাক্য ] দুঃখকর, তজ্জন্ম দণ্ডের প্রতিদণ্ড তোমাকেই স্পর্শ করিবে ।

৬। সচে নেরেসি অন্তানং কংসো উপহতো যথা,

এস পত্তো'সি নিব্বানং সারম্ভো তে ন বিজ্জতি । ১৩৪

আঘাতপ্রাপ্ত ( ভগ্ন ) কাংশুর গায় যদি নিজেকে নীরব রাখিতে পার তবেই তুমি নির্বাণপ্রাপ্ত ; তোমার ক্রোধজ্ঞ বাদবিসম্বাদ আর থাকিবে না ।

৭ যথা দণ্ডেন গোপালো গাবো পাচেতি গোচরং  
এবং জরা চ মচ্চু চ আয়ুঃ পাচেন্তি পাণিনং ১৩৫

গোপাল যেমন দণ্ডাঘাতে গরু তাড়াইয়া গোচারণে লইয়া যায়, সেইরূপ জরা ও মৃত্যু প্রাণীদের আয়ুকে তাড়না করিতেছে।

৮ অথ পাপানি কন্মানি করং বালো ন বদজ্জ্বতি,  
সেহি কস্মেহি দন্মেষো অগ্গিদড্‌টো'ব তপ্পতি ১৩৬

নির্বোধ ব্যক্তি পাপাকুষ্ঠান কালে উহার ফল সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, সুতরাং মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি স্বীয় কর্মদ্বারা অগ্নিদ্বন্ধের দ্বারা যন্ত্রণা ভোগ করে।

৯ যো দণ্ডেন অদণ্ডেসু অপ্পদদুট্‌ঠেসু দস্সতি,  
দসন্নমণ্ণেতরং'ঠানং থিপ্পমেব নিগচ্ছতি ১৩৭

১০ বেদনং ফরুসং জানিৎ সরীরস্স চ ভেদনং  
গরুদকং বাপি আবোধং চিত্তক্‌থেপং'ব পাপদুণে ১৩৮

১১ রাজতো বা উপসগ্গং অব্ভক্‌থানং'ব দারুদণং,  
পরিব্‌খয়ং'ব ঐতীনং, ভোগানং'ব পভঙ্গদনং ১৩৯

১২ অথব'স্স অগারানি অগ্গি ডহতি পাবকো,  
কায়স্স ভেদা দপ্পপ্‌প্‌ঞো নিরয়ং সো'পপজ্জতি ১৪০

অদণ্ডনীয় ও নিরপরাধকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া যে ব্যক্তি দণ্ডবিধান করে সেই ব্যক্তি ইহজন্মে সহসা দশবিধ অবস্থার অগ্রতর লাভ করে :

ভীত যন্ত্রণা, ধনক্ষয়, অঙ্গচ্ছেদ, পক্ষাঘাতাদি কঠিন ব্যাধি ও চিত্তবিক্ষেপগ্রস্ত হয়। রাজা হইতে উপসর্গ বা যশঃলোপ, নিদারুণ অপবাদ, জ্ঞাতি ও সম্পত্তি-হিনাশ, অথবা তাহার গৃহদাহ ঘটে ; দেহাবসানে সেই মন্দবুদ্ধি নরকে উৎপন্ন হয়।

১৩ ন নগ্গচরিয়া ন জটো ন পঙ্কা  
নানাসকা থি'ডলসায়িকা বা,  
রজো চ জল্লং উক্কুটিকপ্পধানং  
সোধেন্তি মচ্চং অবিতিগ্গকঙ্‌থং ১৪১

নগচর্চা, জটাকারণ, পঙ্কলেপন, অনশন, যজ্ঞভূমিশয়া, ধূলি বা ভস্মমর্দন,

স্বৈদমলরক্ষণ কিংবা উৎকটিক স্থিতিরূপ প্রচেষ্টা, এই সকল তপশ্চর্য্য কিছুই সংশয়-অহুত্তীর্ণ ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ করিতে পারে না ।

১৪ অলঙ্কতো চোপি সমং চরেয়া

সন্তো দন্তো নিয়তো ব্রহ্মচারী,

সস্বেসদু ভূতেসদু নিধায় দণ্ডং,

সো ব্রাহ্মণো সো সমণো স ভিক্ষু ৷১৪২

অলঙ্কৃত হইয়াও যিনি শাস্ত, দাস্ত ও নিয়ত ব্রহ্মচারী, যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিংসাবর্জিত হইয়া শম-আচরণ করেন তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ এবং তিনিই ভিক্ষু ।

১৫ হিরী নিসেধো পদারিসো কোচি লোকস্মিং বিজ্জতি,

যো নিন্দং অপ্পবোধতি অস্সো ভদ্রো কসামিব ৷১৪৩

স্বশিক্ষিত অথ যেমন কশাঘাতকে স্বপ্না করে, সেইরূপ যিনি নিন্দাকে অবজ্ঞা করেন এবং যিনি হ্রী-নিষেধ ( অর্থাৎ লজ্জাহেতু অকুশল হইতে বিরত থাকেন ), তেমন মহাপুরুষ জগতে খুব কমই আছেন ।

১৬ অস্সো যথা ভদ্রো কসানিবিট্টো আতাপিনো সংবেগিনো ভবাথ,

সম্মায় সীলেন চ বিরিয়েন চ সমাধিনা ধম্মাবিনিচ্ছয়েন চ ;

সম্পন্নবিজ্জাচরণা পতিস্সতা পহস্সথ দদুখমিদং

অনপ্পকং ৷১৪৪

কশাহত ভদ্র অথ যেমন বেগবান্ হয়, তদ্রূপ তোমরা বীর্ষবান ও সংবেগযুক্ত হও ; শীল, সীল, বীর্ষ, সমাধি ও ধর্মাবিনিচ্ছ-জ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞাচরণসম্পন্ন ও স্মৃতিমান্ হও । ইহাতে তোমরা এই অপরিমেয় দুঃখরাশি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে ।

১৭ উদকং হি নয়ান্তি নৈত্তিকা উসুকারা নময়ন্তি তেজ্ঞনং,

দারুং নময়ন্তি তচ্ছকা অন্তানং দময়ন্তি সুব্বতা ৷১৪৫

সেচপ্রণালীকারগণ যেমন জলকে চালিত করেন, শরনির্মাতাগণ যেমন শরের স্বভূতা সাধন করেন, তক্ষকগণ যেমন কাষ্ঠখণ্ডকে নষিত করেন, ব্রতপরায়ণ ব্যক্তিগণও তদ্রূপ নিজেকে দমন করেন ।

## ১১ জরাবগ্গো

১ কো ন্দু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জলিতে সতি,  
অন্ধকারেন ওনন্দা পদীপং ন গবেস্‌সথ ।১৪৬

( রাগদ্বৈষাদি অগ্নিতে ) সতত প্রজ্বলিত থাকিয়া তোমাদের কিসের হান্স ?  
কিসের আনন্দ ? [ অবিচারূপ ] অন্ধকারে আবৃত থাকা সত্ত্বেও কেন তোমরা  
আলোর সন্ধান করিবে না ?

২ পস্‌স চিত্তকতং বিম্বং অরুকায়ং সমদুস্‌সিতং,  
আতুরং বহুসঙ্কপ্পং যস্‌স নথি ধুবং ঠিতি ।১৪৭

ব্রণযুক্ত, অস্থিসম্মত, রোগাতুর, বহু সংকল্পের বিষয়ীভূত, বস্ত্রাভরণে সূচিক্রিত  
এই দেহবিশ্ব অবলোকন কর—যাহার ধ্রুব স্থিতি নাই ।

৩ পরিজিন্নমিদং রূপং রোগনিড্‌ঢং পভঙ্গুরং  
ভিঞ্জতি পদ্বিতিসন্দেহো মরণন্তং হি জীবিতং ।১৪৮

এই রূপ ( জড়দেহ ) পরিজীর্ণ [ অর্থাৎ জীর্ণত্যাগী ] । এই রূপ রোগের নীড়  
ও ভঙ্গুর । এই পূতিপূর্ণ দেহ ভগ্ন হয়, মরণেই এ জীবনের শেষ ।

৪ যানি'মানি অপথানি অলাপদ্নে'ব সারদে,  
কাপোতকানি অট্‌ঠানি তানি দিম্বান কা রতি ?১৪৯

শরৎকালীন অলাবুর ঝায় নিক্ষিপ্ত, কপোতের ঝায় শুভ্র এই অস্থিগুলি দেখিলে  
আবার আসক্তি কিসের ?

৫ অট্‌ঠানং নগরং কতং মংসলোহিতলেপনং  
যথ জরা চ মচ্ছ চ মানো মক্‌খো চ ওহিতো ।১৫০

রক্তমাংসলিপ্ত অস্থিসমূহের দ্বারা এই দেহনগর নির্মিত হইয়াছে—যেখানে  
জরা, মরণ, অহংকার ও কপটতা বিরাজ করে ।

৬ জীরন্তি বে রাজরথা সুচিন্তা অথো সরীরম্পি জরং উপেতি,  
সতপ্প ধম্মো ন জরং উপেতি সন্তো হবে সব্‌ভি পবেদয়ন্তি ।১৫১

সূচিক্রিত রাজরথগুলি ( কালে ) জীর্ণ হয় । মহুশ্যদেহও সেইরূপ ক্রমে জরায়

উপনীত হয়। কিন্তু সং ব্যক্তিদের ধর্ম কখনও জীর্ণ হয় না। সংদিগের নিকট সাধুগণ এই অভিমতই প্রকাশ করেন।

৭ অপ্পস্সদুতা'য়ং প্দারিসো বলীবদ্দো'ব জীরতি,  
মংসানি তস্স বড্ঢন্তি পঞ্ঞা তস্স ন বড্ঢতি ।১৫২

অল্পশ্রুত ( অজ্ঞানী ) পুরুষ বলদের গ্রায় জীর্ণ ( অর্থাৎ বুধাই বৃদ্ধ ) হয়।  
তাহার মাংসসমূহই কেবল বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহার প্রজ্ঞা বর্ধিত হয় না।

৮ অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং,  
গহকারকং গবেসন্তো দদুখা জাতি প্দনপ্পদনং ।১৫৩

গৃহকারকের সন্ধান করিতে গিয়া ( যথার্থ জ্ঞানাভাবে ) তাহাকে না পাইয়া  
সংসারে অনেক জন্ম পরিভ্রমণ করিয়াছি। পুনঃপুনঃ জন্ম দুঃখজনক।

৯ গহকারক ! দিট্টোসি প্দন গেহং ন কাহসি  
সব্বা তে ফাসদুকা ভগ্গা গহকট্টং বিসঙ্খিতং ;  
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্জ্বগা ।১৫৪

গৃহকারক ! এক্ষণে আমি তোমার সন্ধান পাইয়াছি। তুমি পুনরায় গৃহ  
নির্মাণ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার সমুদয় পার্থক্য ( বরগা ) ভগ্ন এবং  
গৃহকূট ( শীর্ষ ) বিচ্ছিন্ন ( বিসংস্কৃত ) হইয়াছে। ( আমার ) সংস্কারমুক্ত চিত্ত  
সমুদয় তুমার ক্ষয় সাধন করিয়াছে।

১০ অর্চারিত্বা ব্রহ্মচারিয়ং অলম্বা যোব্বনে ধনং,  
জিগ্গকোম্পা'ব ঝায়ন্তি খীগমছেব পল্ললে ।১৫৫

( যথাকালে ) ব্রহ্মচর্য পালন না করিলে, যৌবনে ধনোপার্জন না করিলে,  
মৎস্রহীন সরোবরে জীর্ণ ক্রৌঞ্চের গ্রায় ধ্যান [ অর্থাৎ অমুশোচনা ]  
করিতে হয়।

১১ অর্চারিত্বা ব্রহ্মচারিয়ং অলম্বা যোব্বনে ধনং,  
সেন্টি চাপাতিখীণা'ব প্দুরাগানি অনদুখনং ।১৫৬

( যথাকালে ) ব্রহ্মচর্য পালন না করিলে, যৌবনে ধনোপার্জন না করিলে,  
( শেষকালে ) মাহুষকে অতীতের জগ্ন অমুশোচনায় জীর্ণ ধনুর গ্রায় পড়িয়া  
থাকিতে হয়।



## ১২ অন্তবগ্ গো

১ অন্তানং চে পিয়ং জ্ঞেৎপ্রা রক্খেয়া তং সুদরক্খিতং,  
তিল্পমজ্ঞেৎপ্রতরং যামং পটিজগ্গেয়া পণ্ডিতো ।১৫৭

যদি কেহ নিজেকে প্রিয় মনে করে তবে তাহার নিজেকে সুরক্ষিত রাখা উচিত ।  
পণ্ডিত জিয়ামের মধ্যে অন্ততঃ একষামও ( আত্মরক্ষায় ) সজাগ থাকিবেন ।  
[ অর্থাৎ জীবনের একতৃতীয়াংশও অবহিত ভাবে যাপন করিবেন । ]

২ অন্তানমেব পঠমং পতিরূপে নিবেসয়ে,  
অথজ্ঞেৎপ্রম্নদুসাসেয়া ন কিলিস্বেয়া পণ্ডিতো ।১৫৮

প্রথমে নিজেকে ( স্বকর্তব্যে ) নিবেশিত করিবে, অতঃপর অপরকে উপদেশ  
দিবে—তবেই পণ্ডিত ব্যক্তি ক্লেষণাপ্ত হইবেন না ।

৩ অন্তানণে তথা কয়িরা যথজ্ঞেৎপ্রম্নদুসাসীতি,  
সদুদন্তো বত দমেথ অন্তাহি কির দদুদমো ।১৫৯

লোকে অপরকে যে উপদেশ দেয় আপনাকে যদি অহুরূপভাবে গঠিত করে  
তবে স্বয়ং সুদান্ত হইয়া [ পরকে ] দমন করিতে পারিবে ; বস্তুতঃ নিজকে দমন  
করা দুঃসাধ্য ।

৪ অন্তাহি অন্তনো নাথো কোহি নাথো পরো সিয়া ?  
অন্তনা'ব সদুদন্তেন নাথং লভতি দদুদভং ।১৬০

আপনিই আপনার নাথ ( জ্ঞাপকর্তা ) ; তন্নিম্ন অপর কে কাহার নাথ ?  
সুদান্ত ব্যক্তি আপনার মধ্যেই দুর্লভ আশ্রয় লাভ করেন ।

তুলনীয় :—

উদ্ধরেদান্নানান্নানং নান্নানমবসাদয়েৎ ।  
আত্মৈব হ্যাত্মনো বহুরাত্মৈব বিপুরাত্মনঃ ॥

—গীতা ৬ । ৫

নিজের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করিবে, নিজেকে অবসন্ন করিবে না । কারণ  
নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু ।

৫ অন্তনা'ব কতং পাপং অন্তজং অন্তসম্ভবং,  
অভিমন্ত্হতি দদুদ্মেধং বজিরং ব' স্মময়ং মণিং ।১৬১

পাষণময় মণিকে তদুৎপন্ন বজ্র (হীরক) যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, তদ্রূপ আত্মকৃত, আত্মজ ও আত্মসত্ত্বত পাপকর্ম সেই নির্বোধকেই বিনষ্ট করে।

৬ যস্ স'চন্তদদস্ সীল্যাং মালদ্বা সালমিবোথতং,  
করোতি সো তথ'ত্বানং যথা নং ইচ্ছতি দিসো ।১৬২

যে অত্যন্ত দুঃশীলতা দ্বারা মালুবালতাবিজড়িত শাল বৃক্ষের গায় পরিবেষ্টিত হয়, শত্রু তাহার যে অনিষ্ট ইচ্ছা করে—সে-ই নিজের ওদ্রুপ অনিষ্ট সাধন করে।

৭ স্দকরানি অসাধুনি অন্তনো অহিতানি চ,  
যং বে হিতং সাধুং তং বে পরমদুষ্করং ।১৬৩

অসাধু ও আপনার অহিতকর কর্ম করা সহজ, কিন্তু যাহা প্রকৃত হিতকর ও নির্দোষ তাদৃশ কর্ম অতিশয় দুষ্কর।

৮ যো সাসনং অরহতং অরিয়ানং ধর্মজীবিনং,  
পটিক্কোসতি দদ্মেধো দিট্ঠিং নিস্সায় পাপি কং ;  
ফলানি কট্ঠকস্সে'ব অন্তহঞ্ঞায় ফল্লতি ।১৬৪

যে মূঢ় ভাস্তধারণাবশতঃ আর্থ, ধর্মজীবী অর্হংগণের অনুশাসনের প্রতি আক্রোশ করে, সে বাঁশের [ ফলোদ্ভবের ] গায় নিজের ধ্বংসের নিমিত্তই ফলবান হয়।

৯ অন্তনা'ব কতং পাপং অন্তনা সঙ্কিলিস্সতি,  
অন্তনা অকতং পাপং অন্তনা'ব বিসদুজ্জ্বতি ;  
সদুদ্বি অসদুদ্বি পচ্ছত্তং, নাঞ্ণো অঞ্ণং বিসোধয়ে ।১৬৫

স্বকৃত পাপ নিজকেই কলুষিত করে, স্বীয় অকৃত পাপ নিজকেই বিশুদ্ধ রাখে। শুদ্ধি বা অশুদ্ধি সব নিজস্ব ব্যাপার; একে অপরকে বিশুদ্ধ করিতে পারে না।

১০ অন্তদথং পরথেন বহুনাপি ন হাপয়ে,  
অন্তদথমভিঞ্ণায় সদথপসুতো সিয়া ।১৬৬

বহু পরার্থের প্রয়োজনেও স্বীয় পরমার্থ বিনষ্ট করিবে না ; আত্মহিত পরিস্ফুট হইয়া পরমার্থসাধনে তৎপর থাকি সকলের উচিত।

## ১৩ লোকবগ্গো

১ হীনং ধম্মং ন সেবেয়্য পম্মাদেন ন সংবসে

মিচ্ছাদিট্ঠিং ন সেবেয়্য ন সিয়া লোকবন্ধনো ।১৬৭

হীন বিষয় সেবা করিও না। প্রমত্ততায় জীবন কাটাইও না। মিথ্যা দৃষ্টির  
শেণা করিও না। লোক (জন্মান্তরের সংখ্যা) বৃদ্ধি করিও না।

২ উত্তিট্ঠে নপ্পমজ্জ্যেয়্য ধম্মং সদ্ধারিতং চরে,

ধম্মচারী সদ্ধং সোতি অস্মিং লোকে পরম্হি চ ।১৬৮

উত্তম কর, প্রমত্ত হইও না। উত্তমরূপে ধর্ম আচরণ কর। ধর্মচারী  
উলোক ও পরলোকে স্থখে অবস্থান করে।

৩ ধম্মং চরে সদ্ধারিতং ন তং দদ্ধারিতং চরে,

ধম্মচারী সদ্ধং সোতি অস্মিং লোকে পরম্হি চ ।১৬৯

ধর্ম উত্তমরূপে আচরণ করিবে; উহা অগ্রায়ভাবে আচরণ করিবে না।  
ধর্মচারী ইহলোকে ও পরলোকে স্থখে কালযাপন করেন।

৪ যথা বদ্বলকং পস্সে যথা পস্সে মরীচিকং,

এবং লোকং অবেক্খন্তং মচ্ছু রাজা ন পস্সতি ।১৭০

লোকে যেমন বুদ্ধ ও মরীচিকা দর্শন করে, যে ব্যক্তি জগৎকে তদ্রূপ (ভ্রমুর  
অসার) বলিয়া জানেন, তিনি মৃত্যুরাজের দৃষ্টিবহির্ভূত হন।

৫ এথ পস্সথিমং লোকং চিন্তং রাজরথুপমং,

যথু'বালা বিসীদন্তি নথি সঙ্গো বিজানতং ।১৭১

এস, বিচিত্র রাজরথের গায় ভোমরা এই দেহজগৎ নিরীক্ষণ কর। অজ্ঞ  
গাভিরা দেহে আসক্ত হয়, কিন্তু বিজ্ঞদের উহাতে কোন আকর্ষণ থাকে না।

৬ যো চ পদ্ববে পমজ্জিহ্বা পচ্ছা সো নপ্পমজ্জতি,

সো ইমং লোকং পভাসোতি অব্ভা মদত্তো'ব চান্দিমা ।১৭২

পূর্বে প্রমত্ত হইয়াও যিনি পরে অপ্রমত্ত হ'ন, মেঘমুক্ত চন্দ্রের গায় তিনি এই  
জগৎ উদ্ভাসিত করেন।

৭ যস্‌স পাপং কতং কন্‌মং কুসলেন পিথীয়তি,  
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্‌ভা মনুন্তো'ব চন্দিমা ।১৭৩

যাহার পূর্বকৃত পাপকর্ম [ পরবর্তী ] লোকোত্তর কুশল কর্ম দ্বারা আবৃত হয়,  
তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের গায় এই জগৎ আলোকিত করেন ।

৮ অন্ধভূতো অয়ং লোকো তনুকে'থ বিপস্‌সতি,  
সকুন্তো জালমনুন্তো'ব অপ্পো সগ্‌গায় গচ্ছতি ।১৭৪

এই জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন । এইখানে অন্ধসংখ্যক লোক সত্য দর্শনে সমর্থ ।  
জালযুক্ত পক্ষীর গায় অন্ধ লোক স্বর্প লাভ করে ।

৯ হংসাদিচ্‌চপথে যন্তি আকাসে যন্তি ইন্দিমা,  
নীয়ন্তি ধীরা লোকম্‌হা জেস্সা মারং সবাহিনিং ।১৭৫

হংসসমূহ আদিত্যপথে বিচরণ করে, ঋদ্ধিমানেরা আকাশে গমন করেন;  
ধীরগণ সসৈন্ত মারকে জয় করিয়া সংসারবর্ত হইতে মুক্ত হন ।

১০ একং ধম্মং অতীতস্‌স মূসাবাদিস্‌স জল্লুনো,  
বিতিগ্গপরলোকস্‌স নথি পাপং অকারিয়ং ।১৭৬

একমাত্র ধর্মলঙ্ঘনকারী, মিথ্যাবাদী এবং পরলোকে বিশ্বাসহীন ব্যক্তির  
অকরণীয় এমন কোন পাপ কার্য নাই ।

১১ ন বে কদরিয়া দেবলোকং বজ্জন্তি বালা হবে নপ্পসংসন্তি দানং  
ধীরো চ দানং অনন্‌মোদমানো তেনেব সো হোতি সদ্ধী পরথ ।১৭৭

কুপণ ব্যক্তির দেবলোকে যাইতে পারে না । মুর্থেরা কখনও দানের প্রশংসা  
করে না । পণ্ডিত ব্যক্তি দান অহুমোদন করেন এবং তদ্ব্যাহাই তিনি পরলোকে  
সুখী হন ।

১২ পথব্যা একরজ্‌জেন সগ্‌গস্‌স গমনেন বা  
সব্বলোকার্থিপচ্‌চেন সোতাপত্তিফলং বরং ।১৭৮

পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব, স্বর্গে গমন, এমন কি সর্বলোকের উপর আধিপত্য  
অপেক্ষাও সোতাপত্তিফল উৎকৃষ্ট ।

## ১৪ বুদ্ধবগ্গো

১ যস্ম জিতং নাবজীয়াতি জিতমস্ম নো যাতি কোচি লোকে,  
তং বুদ্ধমনন্তগোচরং অপদং কেন পদেন নেস্সথ ? ১৭৯

যাঁহার বিজয় পরাজয়ে পর্যবসিত হয় না, যাঁহার বিজিতরিপু জগতে  
কিছুমাত্র তাঁহার অনুসরণ করে না, সেই রিপুজয়ী সর্বদর্শী বুদ্ধকে তোমরা কোন্  
উপায়ে বিচলিত করিবে ?

২ যস্ম জালিনী বিসান্তিকা তণ্হা নথি কুহিণ্ড নেতবে,  
তং বুদ্ধমনন্তগোচরং অপদং কেন পদেন নেস্সথ ? ১৮০

জগতে কোথাও আবদ্ধ করার মত বিষময়ী, জালস্বরূপা তৃষ্ণা যাঁহার বিদ্যমান  
নাই, সেই নিষ্কলুষ (অপদ) অনন্তগোচর বুদ্ধকে তোমরা কোন্ উপায়ে বিচলিত  
করিবে ?

৩ যে ঝানপসদ্বতা ধীরা নেক্খম্মদুপসমে রতা,  
দেবাপি তেসং পিহয়ন্তি সম্বদ্ভবানং সতীমতং । ১৮১

যে ধীরগণ সতত ধ্যাননিরত, নিষ্কাম শাস্তিতে নিবিষ্ট সেই স্মৃতিমান্ সম্বুদ্ধ-  
গণের দর্শন দেবগণও স্পৃহা করেন ।

৪ কিচ্ছো মনুস্সপাটীলাভো কিচ্ছং মচ্চান জীবিতং,  
কিচ্ছং সম্বদ্ভবসবনং কিচ্ছো বুদ্ধানং উপ্পাদো । ১৮২

মানবজন্মলাভ দুষ্কর, মানবজীবন বিপৎসঙ্কুল । সদ্ধর্ম শ্রবণ আয়াস সাধ্য;  
বুদ্ধগণের আবির্ভাব সহজ নহে ।

৫ সর্বপাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা  
সচিস্তপারিয়োদপনং এতং বুদ্ধানসাসনং । ১৮৩

সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিরতি ( শীল ), কুশল কর্মের পরিপূর্ণতা ( প্রজ্ঞা ) ও  
শ্রীয চিন্তের পবিত্রতা সাধন ( সমাধি )—ইহাই বুদ্ধগণের অনুশাসন ।

৬ খন্তী পরমং তপো তিতিক্খা  
নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা,

ন হি পব্‌বজ্জিতো পরদুপঘাতী

সমনো হোতি পরং বিহেঠয়ন্তো ।১৮৪

বুদ্ধগণ ক্ৰান্তি ও তিতিক্ষাকে পরম তপস্যা ও নিবর্ণণকে পরম বলেন। পরকে আঘাত দিয়া কেহ প্রব্রজিত কিংবা পরকে কষ্ট দিয়া কেহ শ্রমণ হইতে পারে না।

৭ অনদুপবাদো অনদুপঘাতো পাতিমোক্‌খে চ সংবরো

মত্তঞ্‌ঞুতা চ ভত্তস্মিং পন্থং সয়নাসনং

অধিচিন্তে চ আয়োগো এতং বদুন্ধানসাসনং ।১৮৫

পরচর্চা ও পরপীড়ন না করা, প্রাতিমোক্ষের নির্দিষ্ট শীলে পূর্ণ সংযম, ভোজনে মাত্রা জ্ঞান, নির্জনে শয়নাসন এবং উচ্চতর সাধনার অমূল্যশীলন—ইহাই বুদ্ধগণের উপদেশ।

৮ ন কথাপণবসুসেন তিত্তি কামেসু বিজ্জতি,

অপ্পসুসাদা দুখা কামা ইতি বিঞ্‌ঞায় পন্ডিতো ।১৮৬

৯ অপি দিব্‌বেসু কামেসু রতিং সো নাধিগচ্ছতি,

তণ্‌হাক্‌খয়রতো হোতি সম্মাসম্বুদুধসাবকো ।১৮৭

সুবর্ণ মূদ্রা বর্ষণের দ্বারা বাসনার তৃপ্তি হয় না; কামের স্বাদ অল্প কিন্তু দুঃখ অধিক; পণ্ডিতগণ ইহা অবগত হইয়া দিব্য কামের প্রতিও অমূল্য হন না। সম্যকসম্বুদ্ধের আবশ্যক তৃষ্ণাক্ষয়ে রত থাকেন।

১০ বহুং বে সরণং যন্তি পব্‌বতানি বনানি চ

আরামরুদ্‌খচেত্যানি মনুসুসা ভয়তজ্জিতা ।১৮৮

১১ নেতং থো সরণং থেমং নেতং সরণমুত্তমং

নেতং সরণমাগম্ম সব্বদুদ্‌খা পমুচ্চতি ।১৮৯

ভয়বিহ্বল মনুষ্যগণ বন, পর্বত, উদ্যান, বৃক্ষ, চৈত্য প্রভৃতি বহুবিধ আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু এই সকল শরণ নিরাপদ নহে কিংবা ইহার উত্তম আশ্রয়ও নহে; এইরূপ আশ্রয় অবলম্বনের দ্বারা কেহ সর্ব দুঃখ হইতে মুক্তি পাইতে পারে না।

১২ যো চ বদুন্ধং ধম্মং সঙ্ঘং সরণং গতো

চত্তারি আরিয়সচ্‌চারি সম্মপ্পঞ্‌ঞায় পসুসতি ।১৯০

১৩ দদুখং দদুখসমুপ্পাদং দদুখস্স চ অতিক্কমং,  
অরিয়ণ্ণট্ঠঙ্গিকং মগ্গং দদুখপসমগামিনং ।১১১

১৪ এতং থো সরণং থেমং এতং সরণমুত্তমং,  
এতং সরণমাগম্ম সস্বদুখা পমুচ্ছতি ।১১২

যিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করেন, দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-অতিক্রম-  
রূপ নিরোধ ও দুঃখোপশমকারী আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, এই চারি আৰ্যসত্য প্রজ্ঞা-  
দ্বারা সম্যকরূপে দর্শন করেন, তাঁহার পক্ষে এই সকল শরণ-জ্ঞানই নিরাপদ,  
ক্ষেমংকর; ইহারাই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। কারণ এই জ্ঞান ও শরণ অবলম্বন করিয়া  
বাবতীয় দুঃখ হইতে মুক্তি সম্ভব।

১৫ দদুস্সভো পদুরিসাজ্জঞ্ঞো ন সো সব্বথ জায়তি,  
যথ সো জায়তি ধীরো তং কুলং সুখমেধতি ।১১৩

(বুদ্ধের গ্রাম) পুরুষোত্তম হলভ। তিনি সর্বত্র জন্মগ্রহণ করেন না।  
যেখানে সেই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সেই দেশ ও জাতি সুখ-সমৃদ্ধ হয়।

১৬ সুখো বদুদধানং উপ্পাদো সুখা সমুদস্সদেসনা,  
সুখা সমুদস্স সামগ্গী সমগ্গানং তপো সুখো ।১১৪

(জগতে) বুদ্ধগণের উৎপত্তি সুখজনক। সদ্ধর্মের উপদেশ প্রচার সুখকর;  
সংঘের একতা সুখদায়ক; ঐক্যবদ্ধগণের তপশ্চা সুখপ্রদ।

১৭ পুজারহে পুজয়তো বদুদধে যদি ব সাবকে,  
পপণ্ডসম্মতিক্কন্তে তিণ্ণসোকপারিসদবে ।১১৫

১৮ তে তাদিসে পুজয়তো নিস্বুতে অকুতোভয়ে,  
ন সক্কা পুণ্ণং সংখাতুং ইমেত্তমপি কেনচি ।১১৬

যাঁহারা (ভিক্ষু-দৃষ্টি-মানাদি) প্রপঞ্চ অতিক্রমকারী, শোকপরিতাপ উত্তীর্ণ,  
নির্বাণমুক্ত ও নির্ভয় হইয়াছেন তাদৃশ পূজাই বুদ্ধদিগকে অথবা তাঁহাদের আবক-  
গণকে যাঁহারা পূজা করেন, কেহ তাহাদের পুণ্যের পরিমাণ করিতে সমর্থ হয়  
না।

## ১৫ সুখবগ্গো

১ সদসুখং বত জীবাম বেরিনেসদু অবেরিনো,  
বেরিনেসদু মনদুস্‌সেসদু বিহরাম অবেরিনো ।১৯৭

এস, আমরা বৈরীদের মধ্যে অবৈরীভাব লইয়া বাস করি ; হিংসাকারীদের মধ্যে এস, আমরা অহিংস হইয়া সুখে জীবন ধারণ করি ।

২ সদসুখং বত জীবাম আতুরেসদু অনাতুরা,  
আতুরেসদু মনদুস্‌সেস্ বিহরাম অনাতুরা ।১৯৮

এস, আমরা তৃষ্ণাতুরদের মধ্যে অনাতুর হইয়া, অধীর মন্তুষ্যদের মধ্যে ধীর হইয়া সুখে অবস্থান করি ।

৩ সদসুখং বত জীবাম উস্‌সদুকেসদু অনস্‌সদুকা,  
উস্‌সদুকেসদু মনদুস্‌সেসদু বিহরাম অনস্‌সদুকা ।১৯৯

বিষয়াসক্ত জনসাধারণের মধ্যে এস, আমরা অনাসক্ত হইয়া সুখে জীবন যাপন করি । উৎসুকদের মধ্যে এস, আমরা নিরুৎসুক হইয়া সুখে অবস্থান করি ।

৪ সদসুখং বত জীবাম যেসং নো নখি কিঞ্চনং,  
পীতিভক্‌খা ভাবিস্‌সাম দেবা আভস্‌সরা যথা ।২০০

বেহেতু আমাদের কোন কিঞ্চন বা প্রত্যাশা নাই, তজ্জগ্গ আমরা অত্যন্ত সুখে জীবন যাপন করি , আভাস্বর ( দীপ্তিমান ) দেবতাদের স্থায় আমরা প্রীতি উপভোগ করি ।

তুলনীয় :—

সুসুখং বত জীবামি যন্ত মে নাস্তি কিঞ্চন ।

মিথিসায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহতি কিঞ্চন ।

—মহাভারত ১২শ পর্ব

৫ জয়ং বেরং পসবতি দুক্‌খং সেতি পরাজিতো,  
উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয়পরাজয়ং ।২০১

যুদ্ধ জয় শত্রুর সৃষ্টি করে । পরাজিত অতিশয় দুঃখে কাল কাটায় । কিন্তু



যিনি রাগদ্বৈষাদি উপশম করিয়াছেন, তিনি জয়পরাজয় পরিহারপূর্বক শাস্তিতেই জীবন যাপন করেন ।

৬ নীথি রাগসমো অগ্গি নীথি দোসসমো কলি,  
নীথি খন্ডসমা দদুখা নীথি সন্তিপরাং সুখং ।২০২

রাগের সমান অগ্নি নাই। দ্বৈষের সমান কলি (পাপ) নাই। পঞ্চস্কন্ধসদৃশ দুঃখ নাই। শাস্তি অপেক্ষা উত্তম সুখ নাই।

৭ জিঘচ্ছা পরমা রোগা সংথারা পরমা দদুখা,  
এতং ঐষ্মা যথাভূতং নিব্বানং পরমং সুখং ।২০৩

ক্ষুধা কঠিনতম রোগ, সংস্কারসমূহ নিদারুণ দুঃখ, ইহা ষথার্থরূপে জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানিগণ পরমসুখ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন।

৮ আরোগ্যপরমা লাভা সব্বট্ঠি পরমং ধনং  
বিস্‌সাসপরমা ঐগাতী নিব্বানং পরমং সুখং ।২০৪

আরোগ্য পরম লাভ ; সম্ভ্রাষ পরম ধন ; বিশ্বস্তলোকই পরমাত্মীয় এবং নির্বাণই পরম সুখ।

৯ পবিবেকরসং পীড়া রসং উপসন্নস্‌স চ,  
নিদ্‌দরো হোতি নিপ্পাপো ধম্মপীতিরসং পিবং ।২০৫

যিনি বিবেকজাত রস ও ক্লেণোপসমের রস আশ্বাদন করিয়াছেন এবং লোকোত্তর ধর্মজনিত প্রীতিরসে নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনি নির্ভয় ও নিষ্পাপ হন।

১০ সাধু দস্‌সনমরিয়ানং সান্নিবাসো সদা সুখো,  
অদস্‌সনে বালানং নিচ্‌চমেব সুখী সিয়া ।২০৬

আর্ষগণের দর্শন শুভজনক ; সর্বদা তাঁদের সান্নিধ্যলাভ সুখপ্রদ। মূর্খগণের অদর্শনে মানুষ সততই সুখী হইয়া থাকে।

১১ বালসঙ্গতচারী হি দীঘমন্ধানং সোচতি,  
দদুখো বালেহি সংবাসো অমিত্তেনেব সব্বদা ;  
ধীরো চ সুখসংবাসো ঐগাতীনং ব সমাগমো ।২০৭

১২ তস্মাহি :

ধীরং পঞ্ঞং বহুস্‌সুতং  
ধোরয়্‌হসীলং বতবন্তমারিয়ং,  
তং তাদিসং সপ্পদারিসং সদ্‌মেধং  
ভজেথ নক্‌খন্তপথং'ব চান্দিমা ।২০৮

মূৰ্খের সহিত সংসর্গকারী ব্যক্তির দীর্ঘকাল অনুশোচনা করিতে হয়। সর্বদা শত্রুসহবাসের জন্য মূৰ্খের সহবাস দুঃখজনক এবং পণ্ডিতের সহবাস পরমাত্মীয় সম্মেলনের জন্য সুখকর।

তদ্ব্যতীত—

চন্দ্র যেরূপ নক্ষত্র অনুসরণ করে তদ্রূপ তোমরাও প্রজ্ঞাবান, শাস্ত্রজ্ঞ, ধূরন্ধর, শীলবান, ধৃত্যুক্ত ব্রতসম্পন্ন, আৰ্য, মেধাবান্‌ সংপুরুষের অনুসরণ করিবে।

## ১৬ পিয়বগ্গা

১ অযোগে য়্‌ঞজমন্তানং যোগস্মিণ্‌ অযোজয়ং,  
অথং হিহ্মা পিয়গ্গাহী পিহেতন্তান্দুযোগিনং ।২০৯

২ মা পিয়েহি সমাগঞ্ছি অপ্পিয়েহি কুদাচনং,  
পিয়ানং অদস্‌সনং দক্‌খং অপ্পিয়ানং দস্‌সনং ।২১০

যিনি নিজেকে যোগ্য বিষয়ে নিযুক্ত না করিয়া অযোগ্য বিষয়ে নিযুক্ত করেন ও শ্রেয়ঃ ছাড়িয়া প্রিয়গ্রাহী হন, অতঃপর তিনি আত্মহিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের (আদর্শ) স্পৃহা করেন।

প্রিয় কিংবা অপ্রিয় ব্যক্তিদের সহিত কদাচ সমাসক্ত হইও না, কারণ প্রিয়দের অদর্শন এবং অপ্রিয়দের দর্শন উভয়ই দুঃখকর।

৩ তস্মা পিয়ং ন কয়্যিরাথ পিয়াপায়ো হি পাপকো,  
গন্হা তেসং ন বিজ্জান্তি য়েসং নথি পিয়াপ্পিয়ং ।২১১

তদ্ব্যতীত [কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে] প্রিয় করিও না, কারণ প্রিয়বিশোগ দুঃখকর; ঐহাদের প্রিয় কিংবা অপ্রিয় নাই ঐহাদের কোন বন্ধন থাকে না।

৪ পিয়তো জায়তে সোকো পিয়তো জায়তে ভয়ং,  
পিয়তো বিপ্পমদত্তস্স নীথি সোকো কুতো ভয়ং ।২১২

প্রিয় হইতে শোক উৎপন্ন হয়। প্রিয় হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। যিনি  
প্রিয়ত্বরক্তি হইতে মুক্ত তাঁহার শোক থাকে না—ভয়ের কথা কি ?

৫ পেমতো জায়তো সোকো পেমতো জায়তে ভয়ং,  
পেমতো বিপ্পমদত্তস্স নীথি সোকো কুতো ভয়ং ।২১৩

প্রেম হইতে শোক ও ভয় জন্মে, প্রেম হইতে মুক্ত ব্যক্তির শোক কিংবা ভয়  
থাকিতে পারে না।

৬ রতিয়া জায়তে সোকো রতিয়া জায়তে ভয়ং,  
রতিয়া বিপ্পমদত্তস্স নীথি সোকো কুতো ভয়ং ।২১৪

রতি ( বিষয়াসক্তি ) হইতে শোক উৎপন্ন হয় ; রতি হইতে ভয় উৎপন্ন হয়।  
যে ব্যক্তি উহা হইতে বিমুক্ত তাঁহার শোক বা ভয় নাই।

৭ কামতো জায়তে সোকো কামতো জায়তে ভয়ং  
কামতো বিপ্পমদত্তস্স নীথি সোকো কুতো ভয়ং ।২১৫

কাম ( বিষয়বাসনা ) হইতে শোক উৎপন্ন হয় ; কাম হইতে ভয় জন্মে।  
যিনি কামবিমুক্ত তাঁহার শোক ও ভয় থাকে না।

৮ তণ্হায় জায়তে সোকো তণ্হায় জায়তে ভয়ং,  
তণ্হায় বিপ্পমদত্তস্স নীথি সোকো কুতো ভয়ং ।২১৬

তৃষ্ণা হইতে শোক উৎপন্ন হয়, তৃষ্ণা হইতে ভয় উৎপন্ন হয় ; যিনি তৃষ্ণাবিমুক্ত  
তাঁহার শোক থাকে না, ভয়ই বা কোথায় ?

৯ সীলদস্সনসম্পন্নং ধম্মট্ঠং সচ্চবেদিনং,  
অন্তনো কম্মকুব্বানং তং জনো কুরুতে পিয়ং ।২১৭

যিনি সীলবান, সম্যকদর্শনসম্পন্ন, সন্ধর্মে স্থিত, সত্যবেদী, ও আত্মকর্তব্য-  
পালনে নিযুক্ত, তিনি জনসাধারণের প্রিয় হন।

১০ হৃদজাতো অনক্খাতে মনসা চ ফুটো সিয়া,  
কামেসু চ অপ্পটিবন্ধচিত্তো উদ্ধংসোতো' তি বুদ্ধতি ।২১৮

যাহার চিত্ত বাসনায় অপ্রতিবন্ধ ( নির্লিপ্ত ), যাহার হৃদয় [ জ্ঞানালোকে ]  
বিকশিত হইয়াছে এবং অনির্বচনীয় নির্বাণে যাহার অভিলাষ জন্মিয়াছে, সেই  
আৰ্যপুরুষ উর্ধ্বশ্রোতা নামে অভিহিত হন ।

১১ চিরপ্পবাসিং পদরিসং দূরতো সোখিমাগতং  
এতিমিস্তা সুহজ্জা চ অভিনন্দতি আগতং । ২১৯

১২ তথৈব কতপ্পেপ্পম্পি অস্মা লোকা পরং গতং,  
প্পেপ্পানি পতিগণ্হন্তি পিয়ং এতাতী'ব আগতং । ২২০

দীর্ঘদিন প্রবাসী দূরদেশ হইতে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিলে জ্ঞাতিমিত্র ও  
স্বহৃদবর্গ যেমন তাঁহার আগমন অভিনন্দন করে, তদ্রূপ পুণ্যবানও ইহলোক  
হইতে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুণ্যসমূহ আগত প্রিয়জ্ঞাতির দ্বারা তাঁহাকে  
সাদরে গ্রহণ করে ।

## ১৭ কোধবগ্গো

১ কোধং জহে বিপ্পজহেয়া মানং,  
সএপ্পেজজনং সর্ব্বমতিক্কমেয়া,  
তং নামরুপস্মিং অসজ্জমানং,  
অকিঞ্চনং নানুপতন্তি দুক্খা । ২২১

ক্রোধ সংবরণ কর, অভিমান পরিত্যাগ কর, সর্ববিধ সংযোজন অতিক্রম  
কর । যিনি নামরূপের প্রতি নির্লিপ্ত ও অকিঞ্চন, দুঃখরাশি তাঁহার অনুসরণ  
করিতে পারে না ।

২ যো বে উপ্পতিতং কোধং রথং ভন্তং'ব ধারয়ে,  
তমহং সারথিং ব্ধমি রস্মিগ্গহো ইতরো জনো । ২২২

ধাবমান রথের গতিবেগ সংবরণের দ্বারা যিনি উৎপন্ন ক্রোধ দমন করিতে  
সমর্থ, আমি তাঁহাকেই প্রকৃত সারথি বলি, অপর ব্যক্তির বা বল্গাধারী মাত্র ।

৩ অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে,  
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং । ২২৩

মৈত্রীর দ্বারা ক্রোধ জয় করিবে ; সাধুতা দ্বারা অসাধুকে জয় করিবে ;  
ত্যাগের দ্বারা কৃপণকে জয় করিবে ও সত্যের দ্বারা মিথ্যাবাদী জয় করিবে ।

তুলনীয় :—

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্ অসাধুং সাধুনা জয়েৎ ।

জয়েৎ কদর্ষং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্ ॥

—মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব ৩৮।৭৩-৭৪

অক্রোধে জিনিবে ক্রোধ

অসাধুতা সাধু আচরণে ।

অসত্য জিনিবে সত্যে

কদর্ষে করিবে বশ ধনে ॥

—পণ্ডে ব্রাহ্মধর্ম ২।৮

৪ সচ্চং ভগে, ন কুজ্জ্বেষ্য, দম্ভজাম্পিস্মিষ্পি যাচিতো,

এতেহি তীহি ঠানেহি গচ্ছে দেবান সন্তিকে ।২২৪

সত্য বলিও, ক্রোধ করিও না ; প্রার্থিত হইয়া সামান্য কিছু দান করিও ।  
এই ত্রিবিধ উপায়ে দেবগণের সান্নিধ্যে গমন করিবে ।

৫ অহিংসকা যে মদনয়ো নিচ্চং কায়েন সংবদতা

তে যন্তি অচ্চদতং ঠানং যথ গন্স্বা ন সোচরে ।২২৫

যে সকল মুনি অহিংসাপরায়ণ এবং সতত কাষ-সংযত, তাঁহারা এমন অচ্যুত  
স্থানে ( নির্বাণে ) গমন করেন, যেখানে গিয়া শোক করিতে হয় না ।

৬ সদা জাগরমানানং অহোরস্তান্দ্রাসিক্খিনং,

নিব্বানং অধিমদন্তানং অথং গচ্ছন্তি আসবা ।২২৬

যাঁহারা সর্বদা স্মৃতিমান, অহোরাত্র শিক্ষানুশীলনে রত, যাঁহারা নির্বাণ  
অভিসাধী তাঁহাদের পাপপ্রবৃত্তিসমূহ অন্তর্মিত হয় ।

৭ পোরাণমেতং অতুল, নেতং অম্ভজতানামিব,

নিন্দন্তি তুণ্ণহিমাসীনং নিন্দন্তি বহুভাগিনং,

মিতভাগিনম্পি নিন্দন্তি নথি লোকে অনিন্দিতো ।২২৭

৮ ন চাহু ন চ ভাবিস্সতি ন চেতরহি বিজ্জতি,  
একন্তং নিন্দিতো পোসো একন্তং বা পসংসিতো ।২২৮

হে অতুল, লোকে নীরবে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে যেমন নিন্দা করে, বহুভাষীকে এবং মিতভাষীকেও তেমনই নিন্দা করে, — ইহা আজিকার (অতন) কথা নহে, ইহা চিরকালেরই (পোরাণ) কথা। একান্ত নিন্দিত কিংবা একান্ত প্রশংসিত ব্যক্তি অতীতে ছিল না, ভবিষ্যতে হইবে না, এখনও বিद्यমান নাই।

৯ যণ্ডে বিণ্ডুপ্পসংসন্তি অনদ্বিচ্ছ স্দবে স্দবে,  
অচ্ছিন্দবদ্বিত্তং মেধাবিং পণ্ডুপ্পাসীলসমাহিতং ।২২৯

১০ নেক্খং জম্বোনদস্সেব কো তং নিন্দিতুমরহতি ?  
দেবাপি তং পসংসন্তি ব্রহ্মদুর্গাপি পসংসিতো ।২৩০

যদি বিজ্ঞগণ, কোন নিষ্কলঙ্কবৃত্তি, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান, শীলসম্পন্ন ও সমাধি-পরায়ণ ব্যক্তিকে দিনের পর দিন বিচার করিয়া প্রশংসা করেন, তবে জম্বুনদ (স্বর্ণ) নির্মিত নিষ্ক (কণ্ঠভরণ) যেমন কেহ নিন্দা করে না, তেমন তাঁহাকেও কে নিন্দা করিতে সক্ষম? দেবভাগ্যও তাঁহাকে প্রশংসা করেন, ব্রহ্মাকর্তৃকও তিনি প্রশংসিত।

১১ কায়প্পকোপং রক্খেয়া কায়েন সংবদুতো সিয়া  
কায়দুচ্চারিতং হিঙ্গা কায়েন স্দুচ্চারিতং চরে ।২৩১

শারীরিক অত্যাচার দমন করিবে; কায়সংযত হইবে। কায়-দুষ্চরিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া কায়-সুচরিত্র হইবে।

১২ বচীপকোপং রক্খেয়া বাচায় সংবদুতো সিয়া,  
বচীদুচ্চারিতং হিঙ্গা বাচায় স্দুচ্চারিতং চরে ।২৩২

বাচনিক প্রকোপ দমন করিবে, বাক্যে সংযত হইবে। বাক্য-দুষ্চরিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া বাক্য-সুচরিত্র হইবে।

১৩ মনোপকোপং রক্খেয়া মনসা সংবদুতো সিয়া  
মনোদুচ্চারিতং হিঙ্গা মনসা স্দুচ্চারিতং চরে ।২৩৩

মানসিক প্রকোপ দমন করিবে, মন সংযত হইবে। মানসিক দুষ্চরিত্রতা বর্জন করিয়া মনঃসুচরিত্র হইবে।

১৪ কায়েন সংবদতা ধীরা অথো বাচায় সংবদতা,  
মনসা সংবদতা ধীরা তে বে সদ্পরিসংবদতা ।২৩৪

যে ধীরগণ কায়ে সংযত, বাক্যে সংযত ও মনে সংযত হন, তাঁহারা ই  
পঞ্চতোভাবে সুসংযত ।

## ১৮ মলবগ্গো

১ পন্ডপলাসো'ব দানি'সি,  
যমপদ্রিসাপি চ তমদপট্ঠিতা,  
উষ্যোগমুখে চ তিট্ঠাসি  
পাথেয়্যম্পি চ তে ন বিজ্জতি ।২৩৫

২ সো করোহি দীপমন্তনো থিপ্পং বায়াম পন্ডিতো ভব,  
নিম্মন্তমলো অনঙ্গো দিব্বং অরিয়ভূমিমোহিসি ।২৩৬

এখন তুমি ( পতনোন্মুখ ) পাণ্ডুপত্রের ত্রায় হইয়াছ, যমদূতেরা তোমার  
সমীপে উপস্থিত ; তুমি এখন মৃত্যুমুখে অবস্থিত অথচ তোমার নিকট [ পুণ্যরূপ ]  
পাথের নাই । সুতরাং তুমি নিজের জন্ত দীপ [ সুরক্ষিত আশ্রয় ] গঠন কর ।  
ও জন্তু অবিলম্বে উদ্ধার কর ও পণ্ডিত হও । তুমি নির্মল নিকাম হইয়া দিব্য  
আর্থভূমিতে ( ব্রহ্মলোকে ) উপনীত হও ।

৩ উপনীতবয়ো চ দানি'সি  
সম্পয়াতো'সি যমস্স সন্তিকে,  
বাসোপি চ তে নথি অন্তরা  
পাথেয়্যম্পি চ তে ন বিজ্জতি ।২৩৭

৪ সো করোহি দীপমন্তনো থিপ্পং বায়াম পন্ডিতো ভব,  
নিম্মন্তমলো অনঙ্গো ন পদন জাতিজরং উপোহিসি ।২৩৮

এখন তোমার বয়স হইয়াছে, মৃত্যুর সমীপে অগ্রসর হইতেছ, পশ্চিমধ্যে  
তোমার কোন বিশ্রামস্থান নাই অথচ তোমার পাথের সঞ্চয় নাই । সুতরাং  
তুমি নিজের জন্ত পুণ্যরূপ দীপ ( আশ্রয় ) গঠন কর, সত্ত্বর উদ্যোগী ও পণ্ডিত  
ও, নির্মল ও তৃষ্ণাহীন হও, তাহা হইলে পুনরায় জন্মজরার অধীন হইবে না ।

৫ অনন্দপদ্বেন মেধাবী ধোকথোকং খণে খণে,  
কম্মারো রজতস্সেব নিম্মমে মল্লমত্তনো । ২৩৯

স্বর্ণকার যেমন বারংবার উত্তাপ প্রয়োগেয় ঘারা রজতের মল পরিহার করে,  
তদ্রূপ মেধাবী ব্যক্তিও ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প করিয়া আপনার মল বিদ্রুিত  
করিবেন ।

৬ অয়সা'ব মলং সমুট্ঠিতং তদুট্ঠায় তমেব খাদতি,  
এবং অতিধোনচারিনং সৰুকম্মানি নয়ন্তি দুগ্গতিং । ২৪০

লৌহজাত ময়লা যেমন নিজ উৎপত্তিস্থানকেই ক্ষয় করে, তদ্রূপ অভ্যাচারী  
ব্যক্তিকে স্বকৃত কর্মসমূহই দুর্গতিগ্রস্ত করে ।

৭ অসজ্জায়মলা মন্তা অনুট্ঠানমলা ঘরা,  
মলং বণ্ণস্স কোসজ্জং পমাদো রক্খতো মলং । ২৪১

পুনঃপুনঃ আবৃত্তি ( অভ্যাস ) না করা মস্তের মল অন্তঃমই গৃহবাসের মল,  
আলস্ত শারীরিক ( সৌন্দর্যের ) মল এবং রক্ষকের মল অসাবধানতা ।

৮ মলিখিয়া দুচ্চারিতং মচ্ছেরং দদতো মলং,  
মলা বে পাপকা ধম্মা অস্মিং লোকে পরম্'হি চ । ২৪২

৯ ততো মলা মলতরং অবিজ্জা পরমং মলং,  
এতং মলং পহস্বান নিম্মলা হোথ ভিক্খবো । ২৪৩

দুষ্করিত্রতা স্ত্রীলোকের মল, মাৎসর্য দাতার মল, ইহলোক ও পরলোকে  
পাপকর্মসমূহ মলস্বরূপ । এই সকল মল অপেক্ষা অধিকতর মল অবিদ্যা ।  
ভিক্ষুগণ, এই মল পরিহারপূর্বক তোমরা নির্মল হও ।

১০ সুদুজীবং অহিরিকেন কাকসুরেন ধংসিনা,  
পক্খান্দিনা পগব্ভেন সঙ্কিলিট্টেন জীবিতং । ২৪৪

যে খাণ্ডসংগ্রহে নিলজ্জ কাকের গায় ধৃত, পরের অনিষ্টকারী, দুঃসাহসী,  
প্রগল্ভ এবং যে কলঙ্কিত জীবন যাপন করে, তাহার পক্ষে জীবিকানির্বাহ সহজ ।

১১ হিরীমতা চ দুজ্জীবং নিচ্চং সুচিগবেসিনা,  
অলীনেন'প্পগব্ভেন সুম্মাজীবেন পস্সতা । ২৪৫



যিনি পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়সম্পন্ন, সর্বদা জীবনের পবিত্রতা অশ্বেষণ করেন, অপ্রগল্ভ বা উচ্ছ্রলতাহীন ও শুদ্ধজীবিকা আদর্শ করেন, তাদৃশ ধর্মিকের জীবিকানির্বাহ কষ্টসাধ্য।

১২ যো পাণং অতিপাত্তেতি মুসাবাদঞ্চ ভাসতি,  
লোকে অদিন্নং আদিত্তি পরদারঞ্চ গচ্ছতি। ২৪৬

১৩ সুরামেরেয়পানঞ্চ যো নরো অনুয়ুঞ্জতি,  
ইধেবমেসো লোকস্মিং মূলং খণ্ডতি অন্তনো। ২৪৭

১৪ এবং ভো পদুরিস, জানাহি পাপধম্মা অসঞ্জতা,  
মা তং লোভো অধম্মো চ চিরং দক্খায় বন্ধয়্যাম্। ২৪৮

জগতে যে প্রাণিহিংসা করে, অদত্ত দ্রব্য অপহরণ করে ও পরদার গমন করে, মিথ্যাকথা বলে, যে সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনে আসক্ত হয়— ইহজীবনেই সে আপন স্বথের মূল উৎপাটিত করে। হে পুরুষ, এই প্রকার অসংযম ও পাপাচার জানিয়া রাখ; লোভ ও অধর্ম যেন দীর্ঘকাল দুঃখের নিমিত্ত তোমাকে অবরুদ্ধ না করে।

১৫ দদাতি বে যথাসম্মং যথাপসাদনং জনো,  
তথ যো মণ্ডুকু ভবতি পরেসং পানভোজনে;  
ন সো দিবা বা রত্তিং বা সমাধিং অধিগচ্ছতি। ২৪৯

১৬ যস্ স চেতং সমুচ্ছিন্নং মূলঘচ্চং সমুহতং,  
স বে দিবা বা রত্তিং বা সমাধিং অধিগচ্ছতি। ২৫০

মাতুষ স্বীয় শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতা অনুসারে দান করে। তথায় অপরের খাওয়া পানীয়ের প্রতি যে ব্যক্তি ঈর্ষাযুক্ত (মণ্ডুকু) হয়, সে দিবা কিংবা রাত্রিতে কদাপি সমাধিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু যাঁর সেই ঈর্ষা সমুচ্ছিন্ন, মূলোৎপাটিত ও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে, তিনিই দিবারাত্রি সমাধি লাভ করিয়া থাকেন।

১৭ নথি রাগসমো অগ্গি নথি দোসসমো গহো,  
নথি মোহসমং জালং নথি তণ্হাসমা নদী। ২৫২

আসক্তির গ্নায় অগ্নি নাই, ঘেষসম গ্রহ (গ্রাসকারী) নাই, মোহের গ্নায় জাল নাই ও তুষার গ্নায় নদী নাই।

১৮ সদ্দসংসং বজ্জমএৎঞেসং অন্তনো পন দদ্দসং,  
পরেসং হি সো বজ্জানি ওপদগাতি যথাভদুসং ;  
অন্তনো পন ছাদোতি কলিং'ব কিতবা সঠো ।২৫২

অপরের দোষ সহজেই চোখে পড়ে, নিজের দোষ দেখা কঠিন। মানুষ  
যেমন করিয়া বাতাসে শস্ত্রের ভূষি উড়াইয়া দেয়, তেমনিভাবে পরের দোষগুলিও  
প্রচার করিয়া থাকে। আর ধৃত ব্যাধের আত্মগোপনের ত্রায় মানুষ স্বীয় দোষ  
গোপন করে।

১৯ পরবজ্জানুপস্‌সিস্‌স নিচ্‌চং উজ্‌ঝানসএৎঞেনো,  
আসবা তস্‌স বড্‌ঢ়ন্তি আরা সো আসবক্‌খয়া ।২৫৩

যে সর্বদা পরের ছিত্রাঘেষণ ও অপরকে ভৎসনা করে, তাহার দোষসমূহ  
( আশ্রব ) বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সে আশ্রবক্ষয় হইতে দূরবর্তী হয়।

২০ আকাসেব পদং নথি সমগো নথি বাহিরে  
পপপ্‌পাভিরতা পজা নিপ্পপপ্‌পা তথাগতা ।২৫৪

আকাশে যেমন পদচিহ্ন নাই, তেমন [ এই সর্বজ্ঞ-শাসনের ] বাহিরে শ্রবণ  
[ আশ্রব প্রাপক ] নাই। জনগণ ( তৃষাদি ) প্রপঞ্চে নিরত, তথাগতগণ নিস্প্রপঞ্চ  
হইয়াছেন।

২১ আকাসে ব পদং নথি সমগো নথি বাহিরে,  
সংখারা সস্‌সতা নথি নথি বদ্‌ম্‌ধানমিএৎজিতং ।২৫৫

আকাশে যেমন পদচিহ্ন নাই, তদ্রূপ আশ্রব-মার্গের বহির্ভূত শ্রমণ নাই।  
সংস্কারসমূহ শাস্ত নহে এবং বুদ্ধগণের চাঞ্চল্য নাই। ( বুদ্ধগণ নিরতই  
অবিচলিত থাকেন। )

## ১৯ ধম্মট্ঠবগ্‌গো

১ ন তেন হোতি ধম্মট্ঠো যেনথং সহসা নয়়ে,  
যো চ অথং অনথং উভো নিচ্‌ছেয়া পন্ডিতো ।২৫৬

২ অসাহসেন ধম্মেন সমেন নয়তী পরে,

ধম্মস্ গদন্তো মেধাবী ধৰ্ম্মট্ঠো'তি পবদুচ্চতি ।২৫৭

যিনি বিচাৰে ( রাগ, ঘ্ৰেষ, মোহ ও ভয় বশতঃ ) পক্ষপাতিত্ব করেন তদ্বারা তিনি ধৰ্ম্মস্থ ( গ্ৰায় বিচাৰক ) হইতে পাবেন না। যে পণ্ডিত ব্যক্তি অর্থ ও অনর্থ উভয় দিক বিবেচনা করেন, যিনি গ্ৰায়তঃ নিরপেক্ষ ও সমদৰ্শী হইয়া ( অপরাধাত্মক ) অপরের ক্ষয়-পৰাজয় নিৰ্ধাৰণ করেন তিনি গ্ৰায়-ধৰ্ম্মের রক্ষক, বুদ্ধিমান ও সুবিচাৰক বলিয়া উক্ত হন।

৩ ন তেন পণ্ডিতো হোতি যাবতা বহু ভাসতি,

থেমী অবেরী অভয়ো পণ্ডিতো'তি পবদুচ্চতি ।২৫৮

যদি কেহ অধিক পরিমাণে কথা বলে তবে সে তদ্বারা পণ্ডিত হয় না; যিনি নহিষ্ণু, দয়ালু ও নিভীক তিনিই পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হ'ন।

৪ ন তাবতা ধম্মধরো হোতি যাবতা বহু ভাসতি,

যো চ অপ্পম্পি সদ্বান ধম্মং কায়েন পস্ সতি,

স বে ধম্মধরো হোতি যো ধম্মং নপ্পমজ্জতি ।২৫৯

যিনি যত অধিক ভাষণ করুন না কেন তাহাতে তিনি ধৰ্ম্মধর হইতে পাবেন না। যিনি অল্পমাত্র ধৰ্ম্মকথা শুনিয়া নিজের জীবনে তাহা আচরণ করেন এবং ধৰ্ম্মে অপ্রমত্ত থাকেন তিনিই প্রকৃত ধৰ্ম্মধর।

৫ ন তেন থেরো হোতি যেন'স্ পলিতং সিরো

পরিপক্কো বয়ো তস্ মোঘজিগ্গো'তি বদুচ্চতি ।২৬০

শির-কেশ পক্ক হইয়াছে বলিয়া কেহ স্থবির [ প্রবীণ ] হয় না; তাহার বয়স পরিপক্ক, বার্ধক্য নিরর্থক বলা চলে।

৬ যম্ম'হি সচ্চণ ধম্মো চ অহিংসা সঞ্ণমো দম্মো,

স বে বন্তমলো ধীরো থেরো'তি পবদুচ্চতি ।২৬১

যাহার মধ্যে আৰ্হসত্য, নবলোকোত্তর ধৰ্ম্ম, অহিংসা, সংযম ও ইন্দ্ৰিয়-সংবরণ। ৭৭মান—সেই নিৰ্মল, জ্ঞানবান পুরুষকেই স্থবির বলা হয়।

৭ ন বাক্করণমন্তেন বগ্নপোক্'খরতায় বা

সাধুরূপো নরো হোতি ইস্'সদুকী মচ্ছরী সঠো ।২৬২

৮ যস্মৈ চেতং সমদুর্চ্ছিন্নং মূলঘটং সমুদ্রতং,  
স বন্তদোসো মেধাবী সাধুরূপো'তি বদুচ্চতি । ২৬৩

কেবল স্বমধুর বাক্যবিত্তাস কিংবা শারীরিক বর্ণসৌন্দর্যদ্বারা ঈর্ষুক, মাৎসর্ঘ্যপ্রায় ও শঠব্যক্তি কদাপি সাধু বা মহাত্মা হয় না। যাহার এই সকল দোষ সমূলে উৎপাটিত ও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে সেই নির্দোষ প্রজ্ঞাবান পুরুষই সাধু উক্ত হ'ন।

৯ ম মদু'ভকেন সমগো অস্বতো অলিকং ভগং,  
ইচ্ছালোভসমাপন্নো সমগো কিং ভবিস্'সতি । ২৬৪

খুতাক্ত ব্রতহীন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিয়া কেবল শিরমুণ্ডন দ্বারা শ্রমণ হয় না। কামনা ও ভোগস্পৃহাসম্পন্ন লোক কি প্রকারে শ্রমণ হইবে?

১০ যো চ সমেতি পাপানি অদুঃখদুর্লানি সর্বসো,  
সমিতস্তা হি পাপানং সমগো'তি পবদুচ্চতি । ২৬৫

যাহার স্বস্থ ও স্থূল সকল প্রকার পাপ সর্বতোভাবে উপশম হইয়াছে তদ্ব্যতীত তিনি শ্রমণ বলিয়া অভিহিত হ'ন।

১১ ন তেন ভিক্'খু হোতি যাবতা ভিক্'খতে পরে,  
বিস্'সং ধম্মং সমাদায় ভিক্'খু হোতি ন তাবতা । ২৬৬

অপরের নিকট ভিক্ষা দ্বারা কেহ ভিক্ষু হয় না; বিষম পাপাচার অমুশীলনের দ্বারা কেহ সত্যিকার ভিক্ষু হইতে পারে না।

১২ যো'ধ পু'ত্রঃপু'ত্রঃ পাপাণা বাহেত্বা ব্রহ্মচরিয়বা  
সংখ্যায় লোকে চরতি স বে ভিক্'খু'তি বদুচ্চতি । ২৬৭

জগতে যিনি পাপপুণ্য অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মচর্যবান হন এবং ইহলোকে সজ্ঞানে বিচরণ করেন তিনিই ভিক্ষু বলিয়া অভিহিত হন।

১৩ ন মোনেন মদানি হোতি মূল'হরূপো অবিন্দসদু,  
যো চ তুল'ব পগ'গয়'হ বরমাদায় পি'ডতো । ২৬৮

১৪ পাপানি পরিবর্জ্যেতি স মদনী তেন সো মদানি ;  
যো মদনাতি উভো লোকে মদান তেন পবদুচ্চতি । ২৬৯

মুঢ় অবিদ্বান্ লোক কেবল মোঁনাবলখন দ্বারা মুনি হয় না। যে পণ্ডিত ব্যক্তি তুলাদণ্ড গ্রহণের দ্বারা শ্রেয়ঃ গ্রহণ করিয়া পাপসমূহ পরিবর্জন করেন তদ্বারা তিনিই মুনি হন। যিনি ( অন্তর-বাহির ) উভয় লোক মনন করিতে সমর্থ তিনিই মুনি বলিয়া অভিহিত হন।

১৫ ন তেন অরিয়ো হোতি যেন পাণানি হিংসতি,  
অহিংসা সব্বপাণানং অরিয়ো<sup>৩</sup>তি পবুদ্ধতি ।২৭০

যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসা করে তদ্বারা সে আর্ধ হইতে পারে না; যিনি সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসভাবাপন্ন তিনিই আর্ধ বলিয়া কথিত হন।

১৬ ন সীলব্বতমন্তেন বাহুসচ্চেন বা পদন,  
অথবা সমাধিলাভেন বিবিচ্ছসয়নেন বা ।২৭১

১৭ ফুদুসামি নেক্‌খম্‌মসুখং অপদুদুজ্জনসেবিতং,  
ভিক্‌খু। বিস্‌সাসমাপাদি অপ্পত্তো আসবক্‌খয়ং ।২৭২

কেবল শীল ও ব্রত, বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞতা, [ লৌকিক ] সমাধিলাভ, কিংবা নির্জনবাস দ্বারা অথবা 'আমি সাধারণের অনধিগম্য নিক্কাম ( অনাগামী ) সুখ অনুভব করিতেছি' এই ভাবিয়া হে ভিক্ষু, আসবক্ষ্য না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করিওনা অর্থাৎ কাস্ত হইও না।

## ২০ মগ্‌গবগ্‌গো

১ মগ্‌গানট্ঠঙ্গিকো সেট্ঠো সচ্চানং চতুরো পদা,  
বিরাগো সেট্ঠো ধম্মানং ম্বিপদানং চক্‌খুমা ।২৭৩

২ এসো ব মগ্‌গো নথএষ্‌ঞো দস্‌সনস্‌স বিসুদ্বিয়া,  
এতং হি তুম্‌হে পটিপজ্জথ মারস্‌সেতং পমোহনং ।২৭৪

মার্গের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ, সত্যের মধ্যে চতুরার্যসত্য, ধর্মের মধ্যে বিরাগ এবং দ্বিপদগণের মধ্যে চক্ষুমানুই শ্রেষ্ঠ। দর্শনবিশুদ্ধির নিমিত্ত এই অষ্টাঙ্গিক মার্গই একমাত্র পথ, অন্য পথ নাই। তোমরা এই মার্গই অবলম্বন কর; ইহা যারকে সম্বোধিত করে।

৩ এতং হি তুম্হে পটিপন্না দুৰ্দ্ধস্‌সন্তং করিস্‌সথ,  
অক্‌খাতো বে ময়া মগ্‌গো অঞ্‌ঞায় সল্লসস্নহনং ।২৭৫

৪ তুম্‌হেহি কিচ্‌চং আতপ্পং অক্‌খাতারো তথাগতা,  
পটিপন্না পমোক্‌খন্তি ঝায়িনো মারবন্ধনা ।২৭৬

এই মার্গ অম্লসরণ করিয়া তোমরা দুঃখের অন্ত করিবে। (দুঃখ) শল্য  
উৎপাটনের উপায় জানিয়াই আমি এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ উপদেশ করিয়াছি।  
উজ্জম তোমাদিগকেই করিতে হইবে; তথাগতগণ ধর্ম-ব্যাখ্যাতা মাত্র। এই  
মার্গাবলম্বী ধ্যানিগণ মারবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

অরণীয় :—

সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মায়েকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষিষ্যামি মা শুচঃ।

—গীতা ১৮.৬৬

সর্ব ধর্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর। আমি তোমাকে  
সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিওনা।

৫ সর্ব্বে সঙ্‌খারা অনিচ্‌চা'তি যদা পঞ্‌ঞায় পস্‌সতি,  
অথ নিব্‌বিন্দতি দুৰ্দ্ধে এস মগ্‌গো বিসদ্‌ম্‌ধয়া ।২৭৭

সাবভীয় সংস্কার অনিত্য ইহা যখন লোকে প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন তখন  
তিনি দুঃখের প্রতি বিরাগ প্রাপ্ত হন, ইহাই বিত্ত্বিক্রি মার্গ।

৬ সর্ব্বে সঙ্‌খারা দুৰ্দ্ধা'তি যদা পঞ্‌ঞায় পস্‌সতি,  
অথ নিব্‌বিন্দতি দুৰ্দ্ধে এস মগ্‌গো বিসদ্‌ম্‌ধয়া ।২৭৮

সকল সংস্কার দুঃখময় ইহা যখন যোগী প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করেন, তখন তিনি  
দুঃখের প্রতি বিরক্ত হন, ইহাই বিত্ত্বিক্রি মার্গ।

৭ সর্ব্বে ধম্মা অনন্তা'তি যদা পঞ্‌ঞায় পস্‌সতি,  
অথ নিব্‌বিন্দতি দুৰ্দ্ধে এস মগ্‌গো বিসদ্‌ম্‌ধয়া ।২৭৯

সকল পদার্থ (ধর্ম) অনাত্ম ইহা যখন ধ্যানী প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করেন  
তখন তিনি দুঃখের প্রতি উৎকণ্ঠিত হন, ইহাই বিত্ত্বিক্রিাভের পথ।

৮ উট্ঠানকালম্‌হি অনট্ঠহানো  
যদ্বা বলী আলসিয়ং উপেতো,  
সংসন্নসংককপ্পমনো কুসীতো  
পঞ্‌ঞায় মগ্গং অলসো ন বিন্দতি ।২৮০

উত্তমের সময়ে যে উত্তমহীন, তরুণ ও শক্তিমান হইয়াও যে আলস্যযুক্ত,  
সংকল্পে অবসন্নচিত্ত, হীনবীর্য, নিরুৎসাহী, সেই ব্যক্তি প্রজ্ঞামার্গ লাভ করিতে  
পারে না ।

৯ বাচানুরক্‌খী মনসা সদুসংবদতো  
কায়েন চ অকুসলং ন কয়িরা,  
এতে তয়ো কম্মপথে বেসোধয়ে  
আরাধয়ে মগ্গমিসিপ্পবেদিতং ।২৮১

বাক্যে সংঘম রক্ষা করিবে, মনে সংযুক্ত থাকিবে এবং কাঞ্চিক অকুশল  
করিবে না, এই ত্রিবিধ কর্মপথ বিশুদ্ধ রাখিবে; এইরূপে ঋষি-প্রবেদিত মার্গ  
আরাধনা করিবে ।

১০ যোগা য়ে জায়তী ভুরি অযোগা ভুরিসম্মথয়ো,  
এতং স্বেখাপথং এত্থা ভবায় বিভবায় চ,  
তথ'ন্তানং নিবেসেয়া যথা ভুরি পবড্‌ডতি ।২৮২

যোগ ( সাধনা ) হইতে প্রজ্ঞা জন্মে, যোগ ব্যতীত প্রজ্ঞা ক্ষয় হয় । প্রজ্ঞাবুদ্ধি  
ও প্রজ্ঞাক্ষয়ের এই দ্বিবিধ উপায় জ্ঞাত হইয়া যাহাতে প্রজ্ঞা বুদ্ধি পায় তদ্রূপ কার্যে  
আপনাকে নিয়োজিত রাখিবে ।

১১ বনং ছিন্দথ মা রুদ্‌ক্‌খং বনতো জায়তে তয়ং,  
ছেত্থা বনং বনথং নিব্বনা হোথ ভিক্‌খবো । ২৮৩

১২ যাবং হি বনথো ন ছিন্নজ্জতি  
অণ্‌দমত্তো পি নরস্স নারিস্দু  
পটিবম্মমনো'ব তাব সো  
বছো খীরপকো'ব মাতরি ।২৮৪

ভিক্ষুগণ, ( লালসার ) বন ছেদন কর, বৃক্ষ ( হৃৎখ বিশেষ ) কাটিও না ।

বন হইতেই ভয় উৎপন্ন হয় ; বন ও বনধ ( বোপ ) ছেদন করিয়া তোমরা নির্বন ( বাসনামুক্ত ) হও ।

যতদিন নারীদের প্রতি নরের অণুমাত্র বাসনাও অচ্ছিন্ন থাকে, ততদিন মাতার প্রতি আসক্ত স্তন্যপায়ী বৎসের ন্যায় তাহার চিন্তাও নারীতে আবদ্ধ থাকিবে ।

১০ উর্জ্জ্বল সিনেহমন্তনো কুমুদং সারাদিকং 'ব পাণিনা,  
সন্তিমগ্গমেব ব্ৰহ্ময় নিব্বানং সদৃগতেন দেসিতং । ২৮৫

হস্ত দ্বারা শারদীয় কুমুদ উৎপাটনের ন্যায় তোমার নিজের স্নেহাসক্তি ( তৃষ্ণা ) উচ্ছেদ কর । শাস্তিমার্গ অনুশীলন কর । নির্বাণমার্গ সুগত বর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে ।

১৪ ইধ বস্‌সং বসিস্‌সামি ইধ হেমন্তাগিম্‌হিস্দু,  
ইতি বালো বিচিন্তেতি অন্তরায়ং ন বদুজ্জ্বতি । ২৮৬

বর্ষায় এইখানে, হেমন্তে ও গ্রীষ্মে এইস্থানে বাস করিব, নির্বোধ এইরূপ চিন্তা করে । ( জীবনের ) অন্তরায় ( অবসান ) সে জানিতে পারে না ।

১৫ তং পদন্তপসদুসম্মত্তং ব্যাসন্তমানসং নরং,  
সদন্তং গামং মহোষো'ব মচ্ছদু আদায় গচ্ছতি । ২৮৭

পুত্র, পশু আদি বিষয় সম্পদে যে ব্যক্তি প্রমত্ত ও আসক্তমনা, এমন ব্যক্তিকে যত্ন ( অতৃপ্ত অবস্থাতেই হঠাৎ ) লইয়া যায় যেমন মহাপ্রাবন স্থপ্তগ্রামকে ( ভাসাইয়া ) লইয়া যায় ।

১৬ ন সন্তি পদন্তা তাণায় ন পিতা ন' পি বন্ধবা,  
অন্তকেনাধিপন্নস্‌স নখি এণাতীসদু তাণতা । ২৮৮

( যত্ন হইতে ) ত্রাণকল্পে পুত্রগণও নাই, পিতাও নাই, বন্ধুগণও নাই ; যমাক্রান্তের ত্রাণকার্য জ্ঞাতিগণের দ্বারা সম্ভব নয় ।

১৭ এতমথবসং এত্বা পণ্ডিতো সীলসংবদতো  
নিব্বানগমনং মগ্গং ত্খিপ্পমেব বিসোধয়ে । ২৮৯

( নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা—অপর কেহ নহে ) এই তত্ত্ব অবগত হইয়া পণ্ডিত ও সংযত চরিত্র ব্যক্তি নির্বাণমার্গ অবিলম্বে বিশোধিত করিবেন ।



## ২১ পকিণকবগ্গো

১ মন্তাসদুখপরিচ্চাগা পস্বে চে বিপদলং সদুখং,  
চজে মন্তাসদুখং ধীরো সম্পসংসং বিপদলং সদুখং ।২৯০

যদি স্বল্পমাত্র সুখ পরিত্যাগ হেতু বিপুল সুখের সম্ভাবনা দেখা যায় তবে ধীর ব্যক্তি বিপুল সুখের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করিয়া সামান্য সুখ ( অবশ্যই ) ত্যাগ করিবেন ।

২ পরদদুখপদানেন যো অন্তনো সুখমিচ্ছতি,  
বেরসংসংগংসংসট্ঠো বেরা সো ন পরিমদুচ্ছতি ।২৯১

যে পরকে দুঃখ দিয়া নিজের সুখ ইচ্ছা করে সেই বৈরসংসর্গমুখ ( বৈরবিজড়িত ) ব্যক্তি বৈর হইতে মুক্তি পায় না ।

৩ যং হি কিচ্চং তদপবিন্ধং অকিচ্চং পন কয়ীরতি,  
উন্নলানং পমত্তানং তেসং বড্ঢন্তি আসবা ।২৯২

যাহাদের কৃত্য পরিত্যক্ত অথচ অকৃত্য কর্ম সম্পাদিত হয়, সেই উদ্ধত ও প্রমত্তদের আশ্রবসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ।

উন্নলানং—উদ্ধত ; চাইল্ডাসের মতে ‘মন্দ অভিপ্রায়’ ।

৪ যেসং সদুসমারম্ভা নিচ্চং কায়গতা সতি,  
অকিচ্চং তে ন সেবন্তি কিচ্চে সাতচ্চকারিনো,  
সতানং সম্পজানানং অথং গচ্ছন্তি আসবা ।২৯৩

যাহাদের নিত্যই কায়গতস্থিতি সুঅভ্যস্ত, তাঁহারা কদাপি অকৃত্যের সেবা করেন না, সততই কৃত্যে রত থাকেন । ঈদৃশ স্মৃতিমান প্রাজ্ঞদের আশ্রবসমূহ অন্তর্গত হয় ।

৫ মাতরং পিতরং হন্তরা রাজানো ম্বে চ খাঁত্তয়ে,  
রট্ঠং সান্দুরং হন্তরা অনীঘো য়াতি ব্রাহ্মণো ।২৯৪

মাতা ( তৃষ্ণা ), পিতা ( অহংকার ), দুইজন ক্ষত্রিয় রাজা ( শাস্ত্রদৃষ্টি ও উচ্ছেদদৃষ্টি ) এবং সাহুচর রাষ্ট্রকে ( ইন্দ্রিয় ও বিষয়াহুস্রাগকে ) বিনাশ করিয়া ব্রাহ্মণ অনীঘ ( পাপমুক্ত ) হন ।

৬ মাতরং পিতরং হস্তা রাজানো ব্বে চ সোখিয়ে,  
বেয়াগ্ঘপঞ্জং হস্তা অনীঘো য়াতি ব্রাহ্মণো ।২৯৫

তৃষ্ণারূপ মাতা, অহঙ্কাররূপ পিতা, শাস্ত ও উচ্ছেদদৃষ্টিরূপ দুইজন  
শ্রোত্রিয় রাজা এবং পঞ্চম ব্যাঘ্ররূপ ধ্যানাবরণসমূহ উচ্ছেদ করিয়া ব্রাহ্মণ নিষ্পাপ  
হন ।

৭ সুপ্পবদুস্ধং পবদুজ্জ্বন্তি সদা গোতমসাবকা,  
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং বদুস্ধগতা সতি ।২৯৬

যাহাদের স্মৃতি দিবারাত্রি নিত্য বুদ্ধগত, সেই গোঁতম শ্রাবকগণ সতত  
উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন ।

৮ সুপ্পবদুস্ধং পবদুজ্জ্বন্তি সদা গোতমসাবকা,  
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং ধম্মগতা সতি ।২৯৭

যাহাদের স্মৃতি দিবারাত্রি নিরন্তর ধর্মগত, সেই গোঁতম-শ্রাবকগণ সর্বদা  
উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন ।

৯ সুপ্পবদুস্ধং পবদুজ্জ্বন্তি সদা গোতমসাবকা,  
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং সঙ্ঘগতা সতি ।২৯৮

দিবারাত্রি নিরন্তর যাহাদের স্মৃতি সংঘগত, সেই গোঁতম-শিষ্যগণ সদা জাগ্রত  
থাকেন ।

১০ সুপ্পবদুস্ধং পবদুজ্জ্বন্তি সদা গোতমসাবকা,  
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং কায়গতা সতি ।২৯৯

দিবারাত্রি যাহাদের কায়গতস্মৃতি নিত্য সক্রিয় থাকে, গোঁতমবুদ্ধের সেই  
শ্রাবকগণ সর্বদা উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন ।

১১ সুপ্পবদুস্ধং পবদুজ্জ্বন্তি সদা গোতমসাবকা,  
যেসং দিবা চ রত্তো চ অহিংসায় রতো মনো ।৩০০

যাহাদের মন দিবারাত্রি অহিংসায় নিত্য নিরত, সেই গোঁতমশ্রাবকগণ  
সর্বদা জাগ্রত আছেন ।

১২ সদুপ্পবদুন্ধং পবদুজ্জ্বলিত্তি সদা গোতমসাবকা,  
যেসং দিবা চ রন্তো চ ভাবনায় রতো মনো । ৩০১

যাহাদের মন দিবারাত্রি অহুঙ্কণ ভাবনায় ( ধ্যানে ) রত, সেই গোতম-  
প্রাবকগণ সদাজাগ্রত আছেন ।

১৩ দদুপ্পব্ধজ্জং দদুরিভিরমং দদুরাবাসা ঘরা দদুখা,  
দদুখো' সমানসংবাসো দদুখান্দুপ্পিততম্ধগদু,  
তস্মা ন চ'ম্ধগদু সিয়া ন চ দদুখান্দুপ্পিততো সিয়া । ৩০২

প্রব্রজ্যা দুঃসাধ্য ও দুঃভিরম্যা ( নিরানন্দময় ) ; গার্হস্থ্যজীবন দুঃসাধ্য ও  
দুঃখময় । অসমান লোকের সঙ্গে বাস দুঃখজনক । [ জন্মান্তরের ] পথিক  
দুঃখে পতিত হয় । স্তুত্যাং পথিক হইও না এবং দুঃখে পতিত হইও না ।

১৪ সম্মো সীলেন সম্পম্মো যসোভোগসমপ্পিতো,  
যং যং পদেসং ভজ্জতি তথ তথৈব পুজ্জিতো । ৩০৩

প্রদ্বাবান, শীলসম্পন্ন, বশস্বী ও ধনশালী পুরুষ যে যে প্রদেশে উপস্থিত হন  
সেখানেই তিনি সম্মানিত হন ।

১৫ দুরে সন্তো পকাসেন্তি হিমবন্তো'ব পস্বতো,  
অসন্তেথ ন দিস্সন্তি রত্তিখত্তা যথা সরা । ৩০৪

সংপুরুষ হিমবান্ পর্বতের গ্রাম দূর হইতেও প্রকাশিত হন, কিন্তু অসং ব্যক্তি  
যাত্রাে নিষ্কিপ্ত শরের গ্রাম দৃষ্ট হয় না ।

১৬ একাসনং একসেয়াং একোচরমতান্দিতো,  
একো দময়নস্তানং বনন্তে রমিতো সিয়া । ৩০৫

যিনি একাসন-নিবস, একশয্যাশায়ী ও অতন্ত্র একচারী হইয়া একান্তভাবে  
নিজেকে দমন করেন, তিনি বনান্তে ( নির্জনবাসে ) প্রীতিলাভ করেন ।

## ২২ নিরয়বগ্গো

১ অভূতবাদী নিরয়ং উপেতি  
যো বা'পি কস্সা ন করোম্মীতি চা'হ,

উভো পি তে পেচ্চ সমা ভবন্তি

নিহীনকম্মা মনুজা পরথ ৷৩০৬

অসত্যবাদী নরকে যায় এবং যে (অত্যাচার) করিয়া ‘আমি করি নাই’ বলে, সেও নরকে গমন করে; এই উভয় হীনকর্ম্য মানুষই পরলোকে সমগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে।

২ কাশাবকণ্ঠা বহবো পাপধম্মা অসঞ্জেতাতা,

পাপা পাপেহি কস্মেহি নিরয়ং তে উপগজ্জরে ৷৩০৭

যাহারা কণ্ঠে কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়াও অসংযত হয় ও পাপাচরণ করে, সেই বহু সংখ্যক পাপীরা পাপকর্মের ফলে নরকে পতিত হয়।

৩ সেয়ে্যা অয়োগলো ভুত্তো তত্তো অগ্গিসিখুদমো,

যণে ভুজ্জেয়া দুস্‌সীলো রট্ঠপিণ্ডং অসঞ্জেতাতো ৷৩০৮

যিনি দুঃশীল ও অসংযত (ভিক্ষু), তাঁহার পক্ষে অগ্নিশিখোপম তপ্ত লৌহগোলক গলাধঃকরণ করাও রাষ্ট্রদত্ত (পরদত্ত) পিণ্ড ভোজন করা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

৪ চত্তারি ঠানানি নরো পমত্তো

আপজ্জতি পরদারূপসেবী,

অপদঞ্জেলাভং ন নিকামসেয়াং

নিন্দং ততিয়ং নিরয়ং চতুথং ৷৩০৯

৫ অপদঞ্জেলাভো চ গতী চ পাপিকা

ভীতস্‌স ভীতায় রতী চ থোকিকা,

রাজা চ দণ্ডং গরুকং পণেতি—

তস্মা নরো পরদারং ন সেবে ৷৩১০

পরদারসেবী প্রমত্ত মানুষ দুঃখের চারি অবস্থা প্রাপ্ত হয়—অপুণ্যলাভ, নিদ্রাহীন শয়ন, তৃতীয় লোকনিন্দা ও চতুর্থ নরক। তাহার অপুণ্যলাভ এবং (নরকাদি) পাপগতি হয়। ভীত নর-নারীর রতি ও ক্ষণস্থায়ী হয়। রাজা ইহাতে গুরুতর দণ্ড বিধান করেন, সুতরাং কেহ পরদার (কিংবা পরপুরুষ) সংসর্গ করিবে না।

৬ কুসো যথা দৃগ্‌গহিতো হৃৎমেবান্দুকন্ততি,  
সামগ্র্যং দৃপ্পরামট্ঠং নিরয়ায় উপকড্‌র্জতি ।৩১১

যেমন অসাবধানে গৃহীত কুশল হৃৎকেই কর্তন করে, সেইরূপ দুর্ভাষিত  
প্রাণ্য নিরয়াভিমুখে আকর্ষণ করে ।

৭ যং কিঞ্চিৎ সিথিলং কস্মৎ সঙ্কলিট্ঠং যং বতং,  
সঙ্কস্‌সরং ব্রহ্মচারিয়ং ন তং হোতি মহপ্‌ফলং ।৩১২

শিথিল ( উত্তমহীন ) কর্ম, কলুষিত ব্রত এবং সশঙ্ক শ্রুত ( অপবিত্র হেতু যার  
শ্রুতি শঙ্কা জন্মায় সেই ) ব্রহ্মচারীর ফল ভাল হয় না ।

৮ কয়িরা চে কয়িরাথেনং দল্‌হ্মেনং পরকমে,  
সিথিলো হি পরিব্রাজো ভিয়েয়া আকিরতে রজং ।৩১৩

যদি কুশল কর্ম করিতে হয় তবে উহা দৃঢ় পরাক্রম সহকারেই করিবে ।  
কারণ শিথিলভাবে অহুষ্ঠিত সন্ন্যাস অধিকতর রজঃই বিকিরণ করে ।

৯ অকতং দৃক্‌তং সেয়ো, পচ্ছা তপতি দৃক্‌তং,  
কতং সুদৃক্‌তং সেয়ো, যং কস্মা নান্দুতপ্পতি ।৩১৪

দুষ্কর্ম না করাই শ্রেয়ঃ, কারণ দুষ্কর্ম পশ্চাতে অহুতাপ দেয় ; তাদৃশ সংকর্ম  
করাই শ্রেয়ঃ, যাহা করিয়া পরে অহুতাপ করিতে হয় না ।

১০ নগরং যথা পচ্ছন্তং, গদন্তং সন্তরবাহিরং,  
এবং গোপেথ অন্তানং খণো বে মা উপচ্ছগা ;  
খণাতীতা হি সোচান্তি নিরয়ম্‌হি সমাপ্পতা ।৩১৫

প্রত্যন্ত [ সীমান্তবর্তী ] নগর যেমন অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে সুরক্ষিত করা  
হয়, সেইরূপ তোমরা নিজেকে সতত রক্ষা করিও । সময় নষ্ট করিও না ।  
যাহাদের সময় নষ্ট হইয়াছে তাহারা নরকে সমাগত হইয়া অহুতাপ করে ।

১১ অলঙ্জিতায়ে লঙ্জন্তি, লঙ্জিতায়ে ন লঙ্জরে,  
মিচ্ছাদিট্ঠিসমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি দৃগ্‌গতিং ।৩১৬

যেস্থলে লঙ্কা করিতে নাই এমন স্থলে লঙ্কা করে এবং যেখানে লঙ্কা করা  
উচিত সেখানে লঙ্কা করে না, ঈদৃশ ভ্রান্ত দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় ।

১২ অভয়ে চ ভয়দস্‌সিনো, ভয়ে চাভয়দস্‌সিনো,  
মিচ্ছাদিট্ঠিসমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি দৃগ্‌গতিং ৩১৭

যাহারা অভয়ের কর্মে ভয় দর্শন করে, কিন্তু ভয়ের কার্ধে নির্ভয় হয়, সেই মিথ্যা মতাবলম্বী ব্যক্তিরা দুর্গতি প্রাপ্ত হয় ।

১৩ অবজ্জৈ বজ্জমতিনো বজ্জৈ চা'বজ্জদস্‌সিনো,  
মিচ্ছাদিট্ঠিসমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি দৃগ্‌গতিং ৩১৮

যাহারা অবর্জনীয় বিষয়কে বর্জনীয় মনে করে এবং বর্জনীয় বিষয়কে অবর্জনীয় মনে করে, সেই সব মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা দুর্গতি প্রাপ্ত হয় ।

১৪ বজ্জণ বজ্জতো এত্থা, অবজ্জণ অবজ্জতো,  
সম্মাদিট্ঠিসমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি সুদৃগ্‌গতিং ৩১৯

দোষকে দোষরূপে ও নির্দোষ কর্মকে নির্দোষরূপে জ্ঞাত হইয়া যাহারা সম্যকদৃষ্টিপরায়ণ হন, তাহারা সুগতি প্রাপ্ত হন ।

## ২৩ নাগবগ্গো

১ অহং নাগো'ব সঙ্গামে চাপাতো পতিতং সরং,  
অতিবাক্যং তিতিক্‌খস্‌সং দস্‌সীলো হি বহুজ্জনো ৩২০

সংগ্রামে হস্তী যেভাবে ধনুর্নিপুণ শর সঙ্কর, আমিও তেমনই (দুর্জনদের) অতিবাক্য (দুর্বাণ্য) সঙ্কর করিব ; কারণ দুঃশীলের সংখ্যাই অধিক ।

২ দন্তং নয়ন্তি সম্মিতং দন্তং রাজাভিরুহতি,  
দন্তো সেট্ঠো মনুস্‌সেসু যো'তিবাক্যং তিতিক্‌খতি ৩২১

শুশিক্ষিত নাগ জনসমাবেশের মধ্যেও চালিত হয়, তাহাতে রাজা আরোহণ করেন । মানুষের মধ্যে যিনি পরুষবাক্য সঙ্করেন, সেই দাস্তই সর্বোত্তম ।

৩ বরমস্‌সতরা দন্তা আজানীয়া চ সিন্ধবা,  
কুঞ্জরা চ মহানাগা অন্তদন্তো ততো বরং ৩২২

শিক্ষিত অশ্বতর, সিন্ধুদেশজাত আজানেষ অশ্ব এবং কুঞ্জর জাতীয় মহানাগ (হস্তী) ইহারা শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু যিনি আত্মসংযম করিয়াছেন তিনি তদপেক্ষা উত্তম ।

৪ ন হি এতেহি ষানেহি গচ্ছেয়া অগতং দিসং,  
যথাস্তনা স্দদন্তেন দন্তো দন্তেন গচ্ছতি ৷৩২৩

সংযত পুরুষ আত্মশাসনের দ্বারা এমন অগত দিকে ( নির্বাণে ) গমন করেন  
যেখানে এই সকল ( অশ্বতরাদি ) ষানের দ্বারা যাওয়া সম্ভব নহে ।

৫ ধনপালকো নাম কুঞ্জরো  
কট্টকম্পভেদেনো দন্নিবারয়ো,  
বম্ধো কবলং ন ভুঞ্জতি,  
সদমরতি নাগবনস্ কুঞ্জরো ৷৩২৪

ধনপাল-নামক ভীষ্মদশাবী দুর্নিবার কুঞ্জর অবরুদ্ধ অবস্থায় আহাৰ্য ভক্ষণ  
করে না । কুঞ্জর নাগবন স্মরণ করিতে থাকে ।

৬ মিম্বধী যদা হোতি মহগ্ঘসো চ  
নিন্দায়িতা সম্পরিবত্তসায়ী  
মহাবরাহো'ব নিবাপপদুট্টো  
পদনম্পদনং গম্ভমদুপেতি মন্দো ৷৩২৫

যে অলস ব্যক্তি অধিকভোজী, খাণ্ডপুষ্ট স্থূল বরাহের ন্যায় নিদ্রালু ও  
পাশ্বপরিবর্তনপূর্বক শয়নশীল হয়, সে মন্দবুদ্ধি বার বার মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ করে ।

৭ ইদং পদুরে চিত্তমচারি চারিকং  
যেনিচ্ছকং যথকামং যথাসদুখং,  
তদম্ভজ' হং নিগ্গহেস্ সামি যোনিসো  
হাথিম্পভিন্নং বিয় অঙ্কুসগ্গহো ৷৩২৬

এই চিত্ত পূর্বে যথেষ্টরূপে যথাস্থখে কাম্যবস্তুতে বিচরণ করিয়াছে, অস্থশগ্রাহীর  
মদমত্তহস্তী দমনের ন্যায় আজ আমি ইহাকে তত্ত্বজ্ঞানযোগে সম্পূর্ণরূপে দমন  
করিব ।

৮ অম্পমাদরতা হোথ সচিত্তমনদুরক্খথ,  
দদুগ্গা উম্মরথ'ত্তানং পথেক সন্তো'ব কুঞ্জরো ৷৩২৭

অপ্রমাদে রত হও, স্বীয় চিত্ত সাবধানে রক্ষা কর এবং আপনাকে পক্ষে যথ  
কুঞ্জরের ন্যায় দুর্গতি হইতে উদ্ধার কর ।

৯ সচে লভেথ নিপকং সহায়ং  
সন্ধিং চরং সাধুবিহারিধীরং,  
অভিভূয়া সর্বানি পরিস্ফুটানি  
চরেন্ন তেন'জ্ঞানো সতীমা ।৩২৮

যদি জ্ঞানবান্ সচ্চরিত্র ও ধীর সহায় লাভ হয়, তবে সমস্ত বাধাবিহীন অভিজ্ঞত  
করিয়া স্মৃতিমান্ ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার সহিত বিচরণ করিবে ।

১০ নো চে লভেথ নিপকং সহায়ং  
সন্ধিং চরং সাধুবিহারিধীরং,  
রাজ্য'ব রট্ঠং বিজিতং পহায়  
একো চরে মাতঙ্গ'রঞ্ঞেব নাগো ।৩২৯

যদি ভীষ্মবুদ্ধি সদাচারী ও ধীর সহায় লাভ হয়, তবে বিজিত রাজ্যত্যাগী  
রাজার গায় কিংবা মাতঙ্গ নাগের গায় একাকী অরণ্যে বিচরণ করিবে ।

১১ একস্ চরিতং সেয়ো নীথি বালে সহায়তা,  
একো চরে ন চ পাপানি করিয়া  
অপ্পোহ'সুদকো মাতঙ্গ'রঞ্ঞে ব নাগো ।৩৩০

একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়ঃ, কারণ অজ্ঞানীর দ্বারা সহায়তা হয় না ।  
মাতঙ্গ হস্তী যেভাবে অরণ্যে বাস করে তদ্রূপ অনাসক্ত হইয়া একাকী বিচরণ  
করিবে । কদাচ পাপ করিবে না ।

১২ অথর্ম'হি জাতর্ম'হি সুখা সহায়  
তুট্ঠী সখা যা ইতরীতরেন,  
পদ্রঞ্ঞং সুখং জীবিতসংখ্যর্ম'হি  
সর্বস্ দদক্খস্ সুখং পহানং ।৩৩১

প্রয়োজনকালে সহায় (বন্ধুতা) সুখকর, অল্পাধিক লাভে তুষ্টিও সুখকর ;  
জীবিতসংখ্যে ( জীবনান্তে ) পুণ্য সুখকর, আর ( জীবিতকালে ) সর্বদুঃখ পরিহার  
সুখোত্তম ।

১৩ সুখা মন্তেয়াতা লোকে অথো পেত্তেয়াতা সুখা,  
সুখা সামঞ্ঞতা লোকে অথো ব্রহ্মঞ্ঞতা সুখা ।৩৩২



জগতে মাতৃভক্তি সুখকর, পিতৃভক্তিও সুখকর, তেমনি শ্রমণ এবং  
ব্রাহ্মণপরিচর্যা সুখদায়ক ।

১৪ সুখং যাব জরা সীলং সুখা সম্মা পতিট্ঠিতা,

সুখো পঞ্‌ঞায় পটিলাভো পাপানং অকরণং সুখং ।৩৩৩

বার্ধক্য পর্যন্ত সচ্চরিত্র থাকা সুখকর, প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধা সুখকর, প্রজ্ঞালাভ  
সুখপ্রদ, এবং পাপাচরণ না করাই সুখকর ।

## ২৪ তণ্‌হাবগ্‌গো

১ মনুজস্স পমস্কারিনো তণ্‌হা বড়্‌ঢ়তি মালুদ্বা বিয়,

সো প্লবতি হুরাহুরং ফলমিচ্ছং'ব বনস্মিং বানরো ।৩৩৪

প্রমত্তচারী মানুষের তৃষ্ণা মালুবালতার গ্রায় বৃদ্ধি পায় । বনের ফলাশ্বেষী  
বানর যেমন ( বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লক্ষ্য প্রদান করে ) তদ্রূপ সে ব্যক্তিও ( তৃষ্ণার  
প্রেরণায় জন্ম হইতে জন্মান্তরে ) ধাবিত হয় ।

২ যং এসা সহতে জন্মী তণ্‌হা লোকে বিসন্তিকা,

সোকা তস্স পবড়্‌ঢ়ন্তি অভিবট্ঠং'ব বীরগং ।৩৩৫

জগতে এই অপকৃষ্ট বিষয়জ্ঞিকা তৃষ্ণা যাহাকে অভিজুত করে, তাহার শোক  
( সংসারদুঃখ ) বর্ষণসিক্ত বীরগ তৃণের গ্রায় বৃদ্ধি পায় ।

৩ যো চে'তং সহতী জন্মিং তণ্‌হং লোকে দুরচ্চয়ং

সোকা তম্‌হা পপতন্তি উদবিন্দু'ব পোক্‌খরা ।৩৩৬

সংসারে যিনি এই নিকৃষ্ট ও দুর্ভিতক্রম্য তৃষ্ণাকে অভিজুত করিতে পারেন,  
পদ্মপত্র হইতে জলবিন্দুর গ্রায় তাঁহার শোক অপমত্ত হয় ।

৪ তং বো বদামি ভম্মদং বো যাবন্তে'খ সমাগতা

তণ্‌হায় মূলং খণথ উসীরথো'ব বীরগং,

মা বো নলং'ব সোতো'ব মারো ভঞ্জি পদনপ্পদনং ।৩৩৭

এখানে যাহারা সমাগত হইয়াছ, তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত বলিতেছি,

উদারার্থীর বেণাত্বের মূল খননের গায় ভোমরা তৃষ্ণার মূল খনন কর, শ্রোতের  
ঘারা বিনষ্ট নলের মত যার যেন ভোমাদিগকে বার বার বিশ্বস্ত না করে ।

৫ যথাপি মূলে অন্দপদবে দল্হে  
ছিন্নো পি রুদ্বক্থো পদনরেব রুহতি,  
এবম্পি তগ্হান্দসয়ে অন্হতে  
নিব্বর্ততি দদ্বক্থমিদং পদন্পদনং ১৩৩৮

মূল উৎপাটিত না হইলে ও দৃঢ় থাকিলে ছিন্ন বৃক্ষ যেমন পুনরায় বৃদ্ধি পায়,  
সেইরূপ তৃষ্ণামূল বিনষ্ট না হইলে দুঃখ ও পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয় ।

৬ যস্ স ছন্তিস্তসতী সোতা মনাপস্ সবনা ভুসা,  
বাহা বহন্তি দদ্বন্দট্ঠিৎ সঙ্কম্পা রাগনিস্ সিতা ১৩৩৯

ষাহার তৃষ্ণানদী ছত্রিশ শ্রোতে মনোরম হইয়া প্রবাহিত হয়, সেই ভাস্কদৃষ্টি  
ব্যক্তিকে রাগাশ্রিত অভিলাষশ্রোত প্রবল বেগে ভাসাইয়া লইয়া যায় ।

৭ সবন্তি সম্বাধি সোতা লতা উব্ভিজ্জ তিট্ঠতি,  
তণ্ণ দিম্বা লতং জাতং মূলং পঞ্ণায় ছিন্দথ ১৩৪০

তৃষ্ণাশ্রোত সর্বত্র প্রবাহিত হয়, তৃষ্ণালতা অঙ্কুরিত হইয়া থাকে ; সেই  
অঙ্কুরিত তৃষ্ণালতা দেখিয়া প্রজ্ঞাদ্বারা উহার মূল ছেদন কর ।

৮ সরিতানি সিনেহিতানি চ  
সোমনস্ সানি ভবন্তি জল্পনো,  
তে সাত্তিসতা সদ্ধেসিনো  
তে বে জাতিজরুপগা নরা ১৩৪১

জীবগণের সুখতৃষ্ণা ব্যাপক ও আনন্দদায়ক ( মনে ) হয় । যে সকল মানুষ  
এইরূপে স্বাদাসক্ত হইয়া সুখাশ্বেষী হয়, তাহার। বার বার জন্ম ও জন্মের কবলে  
পতিত হয় ।

৯ তসিগায় পদরুদ্বক্থতা পজা  
পরিসম্পন্তি সসো'ব বাধিতো,  
সঞ্ণোজনসঙ্গসত্তকা  
দদ্বক্থমদ্পেন্তি পদন্পদনং চিরায় ১৩৪২

তৃষাঞ্জিত জীবগণ পাশবক শশকের গায় চতুর্দিকে ধাবিত হয় । সংযোজনে ( আসক্তি-শৃঙ্খলে ) আবদ্ধ হইয়া তাহারা চিরকাল পুনঃপুনঃ দুঃখ পাইয়া থাকে ।

১০ তসিনায় পদরক্ততা পজা  
পরিসম্পত্তি সসো'ব বাধিতো  
তস্মা তসিনং বিনোদয়ে  
ভিক্খু আকঙ্খী বিরাগমন্তনো । ৩৪৩

তৃষাবদ্ধ জীবগণ পাশবক শশকের গায় ( সংসারাবর্তে ) ঘুরিতেছে । সুতরাং  
ও ভিক্ষু ! স্বীয় মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করিয়া তৃষার অপনোদন করিবে ।

১১ যো নিব্বনথো বনাধিমুত্তো বনমুত্তো বনমেব ধাবতি  
তং পদগ্গলমেব পস্‌সথ মদুত্তো বন্ধনমেব ধাবতি । ৩৪৪

যে ব্যক্তি একদা গার্হস্থ্য বন্ধনমুক্ত ও তপোবনে অভিনিবিষ্ট ছিল সে বন্ধনমুক্ত  
হইয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছে, ভিক্ষুগণ, তাদৃশ ব্যক্তিকে দেখ, সে মুক্ত হইয়াও  
পুনরায় বন্ধনাভিমুখে চলিয়াছে ।

বন = তৃষার বন । ২৮৩ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

১২ ন তং দল্‌হং বন্ধনমাহু ধীরা  
যদায়সং দারুজং বব্‌বজ্জং,  
সারত্তরত্তা মণিকু'ডলেসু  
পদন্তেসু দারেসু চ যা অপেক্‌খা । ৩৪৫

১৩ এতং দল্‌হং বন্ধনমাহু ধীরা  
ওহারিনং সিথিলং দপ্পমদুগ্গং,  
এতম্পি ছেত্বান পরিব্‌বজ্জন্তি  
অনপেক্‌খিনো কামসুখং পহায় । ৩৪৬

জ্ঞানিগণ লৌহ, কাষ্ঠ কিংবা তৃণ-নির্মিত বন্ধনকে দৃঢ় বন্ধন বলেন না ;  
মণিকুণ্ডল ও স্ত্রীপুত্রের প্রতি সারত্তরজ্ঞানে যে আসক্তি, পণ্ডিতেরা তাহাকেই দৃঢ়  
বন্ধন বলিয়া বর্ণনা করেন ; এই বন্ধন মাতৃষকে নিয়মিত আকর্ষণ করে এবং এই  
বন্ধন শিথিল হইলেও ইহা মোচন করা দুঃসাধ্য । পণ্ডিতেরা এই বন্ধনকেও ছেদন  
করেন এবং কামমুখ বর্জন করিয়া অনাসক্তভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন ।

১৪ যে রাগরস্তান্দ্রপতন্তি সোতং  
 সয়ং কতং মকটকো'ব জালং,  
 এতম্পি ছেত্বান বর্জন্তি ধীরা  
 অনপেক্ষিনো সর্বদদুর্খং পহায় ৷৩৪৭

যাহারা রাগাশক্তিবশতঃ ( তৃষ্ণা ) শ্রোতের অম্বুবর্তন করে তাহারা মাক  
 ত্রায় স্বরচিত জালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে । জ্ঞানিগণ ইহাও ছেদন করেন  
 সমস্ত দুঃখ বর্জন করিয়া অনাসক্তভাবে বিচরণ করেন ।

১৫ মৃগ পুরে মৃগ পচ্ছতো  
 মজ্জ্ঝে মৃগ ভবস্ স পারগদ,  
 সর্বথ বিমুক্তমানসো  
 ন পদন জাতিজরং উপেহিসি ৷৩৪৮

পূর্বপশ্যৎ ও মধ্য পরিত্যাগ করিয়া সংসারের পারগামী হও । সর্বথা  
 চিত্ত-ব্যক্তি পুনরায় জন্ম-জরায় উপনীত হয় না ।

১৬ বিতৰ্পমথিতস্ জলুনো  
 তিব্বরাগস্ সদ্ভান্দ্রপস্ সিনো,  
 ভিয়্যা তণ্হা পবড্ঢতি  
 এস থো দল্হং করোতি বন্ধনং ৷৩৪৯

বিতৰ্পীড়িত তীব্র রাগে অতুরক্ত এবং শুভদশী ব্যক্তির তৃষ্ণা উদ্ভা  
 বধিত হয় । এই ব্যক্তি বন্ধনকেই দৃঢ় করে ।

১৭ বিতৰ্পসমে চ যো রতো  
 অসদ্বাং ভাবয়তি সদা সতো,  
 এস থো ব্যান্তিকাহিতি  
 এসো ছেজ্জতি মারবন্ধনং ৷৩৫০

যিনি বিতর্কের উপশমে রত এবং সতত স্মৃতিমান্ হইয়া দেহাদির  
 চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন, তিনিই মারবন্ধন নিঃশেষ করেন, তিনি উহা ছেদন ব

১৮ নিট্ঠঙ্গতো অসন্তাসী বীততণ্হো অনঙ্গণো,  
 অচ্ছিন্দি ভবসল্লানি অন্তিমো'য়ং সমদুস্সয়ো ৷৩৫১

যিনি লক্ষ্যে উপনীত, সম্ভ্রাসহীন, তৃষ্ণামুক্ত ও নিষ্কলুষ হইয়াছেন, ধাঁহাঝ ভবকণ্টক উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ইহাই তাঁহার অস্তিম দেহধারণ (অর্থাৎ তাঁহার আর পুনর্জন্ম হইবে না)।

১৯ বীততংহো অনাদানো নিরুত্তিপদকোবিদো,  
অক্খরানং সন্নিপাতং জঞ্‌ঞা পদ্বাপরানি চ,  
স বে অন্তিমসারীরো মহাপঞ্‌ঞো  
(মহাপদুরিসো)’ তি বুদ্ধতি ১০৫২

যিনি তৃষ্ণামুক্ত অনাসক্ত, নিরুত্তিপদকুশল (অর্থাৎ ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দার্থ নির্ণয়ে সুদক্ষ) এবং অক্ষরসমূহের সন্নিবেশকৌশল ও পৌর্বাপর্য প্রয়োগ জানেন, সেই অস্তিমদেহধারী মহাপ্রাজ্ঞই মহাপুরুষ নামে অভিহিত।

২০ সম্বাভিভু সম্ববিদুহমস্মি  
সম্বেসু ধম্মেসু অনুপলিত্তো,  
সম্বজ্জহো তংহক্খয়ে বিমুত্তো  
সয়ং অভিঞ্‌ঞায় কমদুদিসেয়াং ১০৫৩

আমি সর্বজয়ী, সর্ববিৎ, সর্বধর্মে (সর্বাবস্থায়) নির্লিপ্ত, সর্বত্যাগী ও তৃষ্ণাক্ষয় হেতু বিমুক্ত হইয়াছি। সুতরাং স্বয়ং অভিজ্ঞ হইয়া আমি কাহাকে (গুরু) নির্দেশ করিব ?

২১ সম্বদানং ধম্মদানং জিনাতি  
সব্বং রসং ধম্মরসো জিনাতি,  
সব্বং রতিং ধম্মরতী জিনাতি  
তংহক্খয়ো সম্বদদুদক্খং জিনাতি ১০৫৪

ধর্মদান সকল দানকে জয় করে। ধর্মরস সর্বরস অপেক্ষা উত্তম। ধর্মরতি সকল রতিকে পরাভূত করে। তৃষ্ণাক্ষয় সর্বতৃষ্ণ জয় করে।

তুলনীয় :—

১। নাস্তি এতাব্বিসং দানং যাব্বিসং ধম্মাদানং  
—অশোকানুশাসন, গিরিলিপি ১১

২। নতু এতাব্বিসং অস্তি দানং... যাব্বিসং ধম্মাদানং।  
—অশোকানুশাসন, গিরিলিপি ৯

ধর্মদানের তায় দান নাই।

৩। সর্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্টভে ।

—মহু ৪।২৩৩

সর্বদানের মধ্যে ব্রহ্মদানই শ্রেষ্ঠ ।

২২ হনন্তি ভোগা দদুশ্মেধং নো চ পারগবেসিনো,  
ভোগতগ্হায় দদুশ্মেধো হন্তি অণ্ড্ৰেব অতনং ।৩৫৫

পারসঙ্গানী না হইলে ভোগসুখসমূহ অস্ত্র ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে । দুর্মেধা  
ভোগতৃষ্ণাবশতঃ অস্ত্রের আয় নিভেরই অনিষ্ট করে ।

২৩ তিণদোসানি খেত্তানি, রাগদোসা অয়ং পজা,  
তস্মা হি বীতরাগেসু দিন্নং হোতি মহপ্ফলং ।৩৫৬

তৃণদূষিত ক্ষেত্রে ফসল ভাল জন্মে না, ভোগানুরাগবশতঃ এই জনসমাজ  
কলুষিত হয় ; সূতরাং বীতরাগদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ হয় ।

২৪ তিণদোসানি খেত্তানি, দোসদোসা অয়ং পজা,  
তস্মা হি বীতদোসেসু দিন্নং হোতি মহপ্ফলং ।৩৫৭

ক্ষেত্রসমূহ তৃণদোষে দূষিত হয়, এই জনগণ দোষদোষে কলুষিত হয় ; সেইজন্য  
দোষহীনদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ হয় ।

২৫। তিণদোসানি খেত্তানি, মোহদোসা অয়ং পজা  
তস্মা হি বীতমোহেসু দিন্নং হোতি মহপ্ফলং ।৩৫৮

ক্ষেত্রসমূহ তৃণদ্বারা নষ্ট হয়, এই জনগণ মোহদ্বারা বিনষ্ট হয় ; তজ্জন্ম  
মোহমুক্তগণকে দান করিলে মহা ফলপ্রদ হয় ।

২৬। তিণদোসানি খেত্তানি, ইচ্ছাদোসা অয়ং পজা.  
তস্মা হি বিগতিছেসু দিন্নং হোতি মহপ্ফলং ।৩৫৯

ভূমি তৃণবহুল হইলে নিষ্ফল হয়, মানুষ ইচ্ছা বা তৃষ্ণাদ্বারা কলুষিত হয় ;  
সুতরাং অনাসক্তদিগকে প্রদত্ত দান মহৎ ফলপ্রসূ হয় ।

## ২৫ ভিক্খবগ্গো

১ চক্খন্দনা সংবরো সাধু, সাধু সোতেন সংবরো,  
ঘাণেন সংবরো সাধু, সাধু জিব্হায় সংবরো । ৩৬০

চক্ষুসংযম সাধু (হিতকর), কর্ণসংযম সাধু, ভ্রাণসংযম সাধু ও জিহ্বাসংযম সাধু ।

২ কায়েন সংবরো সাধু, সাধু বাচায় সংবরো,  
মনসা সংবরো সাধু, সাধু সম্বথ সংবরো ;  
সব্‌বথ সংবদতো ভিক্খু সব্‌বদদক্খা পমদচ্চতি । ৩৬১

কায়িক সংযত সাধু, বাচনিক সংযম সাধু, মানসিক সংযম সাধু, সর্ব সংযম সাধু । সর্বথা সংযত ভিক্ষু যাবতীয় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয় ।

৩ হথসঞ্‌ঞতো পাদসঞ্‌ঞতো  
বাচায় সঞ্‌ঞতো সঞ্‌ঞতুত্তমো,  
অজ্জবত্তরতো সমাহিতো  
একো সত্ত্বসিতো তমাহু ভিক্খুং । ৩৬২

যিনি হস্ত, পদ ও বাক্যে সর্বোত্তম সংযমী, যিনি অধ্যাত্মরত, সমাহিতচিত্ত ও পশ্চোষপরায়ণ এবং যিনি অনাসক্ত, তাঁহাকে ভিক্ষু বলা হয় ।

৪ যো মদ্থসঞ্‌ঞতো ভিক্খু মন্তভাণী অনদম্বতো,  
অথং ধম্মণ দীপেতি, মধুরং তস্‌স ভাসিতং । ৩৬৩

যে ভিক্ষু বাক্যসংযমী ও মন্তভাষী, ( প্রজ্ঞাভাষী ), যিনি অম্লদ্রবতভাবে অর্থ ও ধর্ম ব্যাখ্যা করেন, তাঁহার ভাষণ মধুর হয় ।

৫ ধম্মারামো ধম্মরতো ধম্মং অনদ্বিচিন্তয়ং,  
ধম্মং অনদস্‌সরং ভিক্খু সম্‌ধম্মা ন পরিহার্যতি । ৩৬৪

যিনি ধর্মে ভগ্নায়, যিনি সত্যত ধর্মচিন্তা করিয়া তাহাতে আনন্দ লাভ করেন এবং যিনি ধর্ম অম্লসরণ করেন, সেই ভিক্ষু সদ্ধর্ম হইতে বিচ্যুত হন না ।

৬ সলাভং না'তিমঞ্‌ঞয়া, না'ঞ্‌ঞসং পিহয়ং চরে,  
অঞ্‌ঞসং পিহয়ং ভিক্খু সমাধিং নাধিগচ্ছতি । ৩৬৫

স্বীয় লাভকে অবজ্ঞা করিবে না এবং পরের লাভে স্পৃহা ( ঈর্ষা ) করিবে না, পরের প্রতি ঈর্ষা পোষণকারী ভিক্ষুর সমাধি লাভ হয় না ।

৭ ‘অপলাভো’ পি চে ভিক্ষু সলাভং নাতিমণ্ড্যপ্রতি,  
তং বে দেবা পসংসন্তি সন্ধানজীবিং অতান্দিতং । ৩৬৬

লাভ স্বল্প হইলেও যদি কোন ভিক্ষু স্বীয় লাভকে অবহেলা করেন না, সেই শুদ্ধজীবী, অতঃপূর্ব ভিক্ষুই দেবতাদের প্রশংসাজনক হন ।

৮ সম্বসো নামরূপস্মিং যস্ স নখি মমায়িতং,  
অসতা চ ন সোচতি স বে ভিক্ষু’তি বদুচতি । ৩৬৭

নামরূপময় সর্ব বস্তুতে যাহার মমতাবোধ ( ‘আমার’ এই ভ্রান্ত ধারণা নাই ) উহাদের অভাবে যিনি শোক করেন না, তিনিই ভিক্ষু নামে অভিহিত হন ।

৯ মেস্তাবিহারী যো ভিক্ষু পসম্মো বদুসাসনে,  
অধিগচ্ছে পদং সন্তং সঙ্খারূপসমং সুখং । ৩৬৮

যে ভিক্ষু মৈত্রীসাধনায় নিবিষ্ট, যিনি প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধের উপদেশ ( শাসন ) অহুশীলন করেন, তিনি সংস্কার-উপশম ও সুখময় শান্তপদ লাভ করেন ।

১০ সিঞ্চ ভিক্ষু ইমং নাবং সিত্তা তে লহুমেসসতি,  
ছেত্ত্বা রাগঞ্চ দোসঞ্চ ততো নিম্বানমেহিসি । ৩৬৯

হে ভিক্ষু ! এই ( জীবন ) তরী সেচন কর, সেচিত হইলে তোমার তরী লঘু হইবে, রাগদ্বৈষ ছেদন করিয়া নির্বাণ লাভ করিবে ।

১১ পঞ্চ ছিন্দে পঞ্চ জহে পঞ্চ চুত্তরি ভাবয়ে,  
পঞ্চসঙ্গতিগো ভিক্ষু ‘ওঘাতিম্মো’ তি বদুচতি । ৩৭০

পঞ্চ ( বন্ধন ) ছেদন কর, পঞ্চ ( দোষ ) পরিত্যাগ কর, আর পঞ্চ ( গুণের ) সাধন কর । যে ভিক্ষু পঞ্চ সঙ্গ অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাকে প্লাবনোত্তীর্ণ বলা হয় ।

১২ ঝায় ভিক্ষু, মা চ পমাদো  
মা তে কামগুণে ভমস্ সু চিত্তং,



মা লোহগুলাং গিলী পমন্তো,

মা কান্দি দক্খমিদান্তি উয়হমানো ৷৩৭১

হে ভিক্ষু! ধ্যান কর, প্রমাদী হইও না, তোমার চিত্ত যেন কামগুণে ( কাম্যবিষয়ে ) ভ্রমণ না করে । প্রমত্ত হইয়া ( নরকে ) লোহগোলক গ্রাস করিও না ; ( দুঃখাগ্নিতে ) প্রজ্বলিত হইয়া ‘তায় দুঃখ’ বলিয়া যেন ক্রন্দন করিতে না হয় ।

১০ নাথি ঝানং অপঞ্ঞস্স পঞ্ঞা নাথি অঝায়তো,

যম্হি ঝানণ পঞ্ঞা চ স বে নিম্বানসান্তিকে ৷৩৭২

অপ্রাজ্ঞের ধ্যান হয় না, ধ্যানহীনের প্রজ্ঞা হয় না ; যাঁহার ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়ই আছে তিনিই নির্বাণের সমীপবর্তী ।

১৪ সদুঞ্ঞাগারং পবিট্ঠস্স সন্তচিহ্তস্স ভিক্ষুদ্বনো ;

অমানুসী রতী হোতি সম্মা ধম্মং বিপস্সতো ৷৩৭৩

শূণ্ডাগারে প্রবিষ্ট, শাস্ত্রচিত্ত ও সম্যক্ ধর্মদর্শনকারী ভিক্ষুর অপার্থিব আনন্দ লাভ হয় ।

১৫ যতো যতো সম্মসতি খন্ধানং উদয়ব্‌বয়ং,

লভতী পীতিপামোজ্জং অমতং তং বিজ্ঞানতং ৷৩৭৪

যখন যিনি স্বল্পসমূহের উদয়বিলয় ধ্যান করেন তখন তিনি অমৃতজ্ঞের ( নির্বাণদর্শীর ) প্রীতি ও আনন্দ লাভ করেন ।

১৬ তত্রায়মাদি ভবতি ইধ পঞ্ঞস্স ভিক্ষুদ্বনো,

ইন্দ্রিয়গুদন্তি সব্বট্ঠী পাতিমোক্ষে চ সংবরো ।

মিস্তে ভজ্সস্দ কল্যাণে সুদুধাজীবো অতান্দিতে ৷৩৭৫

১৭ পটিসন্হারবুতাস্স আচারকুসলো সিয়া,

ততো পামোজ্জবহুলো দক্খস্স’ন্তং করিস্সতি ৷৩৭৬

প্রাজ্ঞ ভিক্ষুর প্রাথমিক কর্তব্য এই : ইন্দ্রিয় সংযম, সংযোষ এবং প্রাতিমোক্ষ পালন, শুদ্ধাজীব অজস্র কল্যাণমিত্রদের সাহচর্য করিবে । প্রতিসেবাসীল এবং আচারকুশল হইবে । তাহাতে আনন্দবহুল ভিক্ষু যাবতীয় দুঃখের অন্তসাধন করিবে ।

১৮ বস্‌সিকা বিয় পদ্প্‌ফানি মন্দবানি পমদুর্গতি,  
এবং রাগণ দোসণ বিম্পমদুগ্‌থে ভিক্‌খবো ।৩৭৭

ভিক্ষুগণ, বর্ষিকা ( মল্লিকা ) যেমন স্নানপুষ্প বর্জন করে তেমন তোমরা রাগ ও ঘেব পরিত্যাগ করিবে ।

১৯ সন্তকায়ো সন্তবাচো সন্তবা সদুসমাহিতো,  
বন্তলোকামিসো ভিক্‌খু উপসন্তো'তি বদুচ্চতি ।৩৭৮

ষাঁহার কায় শাস্ত, বাঁক্য শাস্ত এবং মন শাস্ত ও সুসমাহিত হইয়াছে, যিনি লৌকিক বাসনাবিহীন হইয়াছেন, সেই ভিক্ষুই উপশাস্ত বলিয়া কথিত হন ।

২০ অন্তনা চোদয়ন্তানং পটিমাসে অন্তমন্তনা,  
সো অন্তগদুত্তো সতিমা সুখং ভিক্‌খু বিহার্হিসি ।৩৭৯

নিজেই নিজেকে প্রেরণা দাও, নিজেই নিজের পরীক্ষা কর । হে ভিক্ষু ! যিনি আশ্রুগুপ্ত ও স্মৃতিমান্‌ তিনি সুখে বিহার করেন ।

২১ অন্তা হি অন্তনো নাথো, অন্তা হি অন্তনো গতি,  
তস্মা সএ'গ্রময়'তানং অস'সং ভদ্রং'ব বাণিজো ।৩৮০

নিজেই নিজের প্রভু, নিজেই নিজের আশ্রয় । স্বতরাং বণিকের ভদ্র অশ্বের গায় নিজেকে সংযত করিবে ।

২২ পামোজ্জবহুলো ভিক্‌খু পসম্মো বদুন্ধসাসনে,  
অধিগচ্ছে পদং সন্তং সৎথারুপসমং সুখং ।৩৮১

যে ভিক্ষু বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন ও আনন্দবহুল, তিনি সংস্কার-উপশম-রূপ সুখময় শাস্ত পদ ( নির্বাণ ) অধিগত হন ।

২৩ যো হবে দহরো ভিক্‌খু যদুজ্জতি বদুন্ধসাসনে,  
সো' মং লোকং পভাসেতি অব'ভা মদুত্তো'ব চ'ন্দিমা ।

নিতাস্ত তরুণ হইলেও যে ভিক্ষু বুদ্ধের শাসনে আত্মনিয়োগ করেন, তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের গায় এই জগৎকে উদ্ভাসিত করেন ।

## ২৬ ব্রাহ্মণবগ্গো

১ ছিন্দ সোতং পরকস্ম কামে পনুদ ব্রাহ্মণ,

সংথারানং থয়ং এত্বা অকতএৎ-এৎ' সি ব্রাহ্মণ । ৩৮৩

হে ব্রাহ্মণ, পরাক্রম সহকারে তৃষ্ণা-শ্রোত ছেদন কর, কাম অপনোদন কর ।  
সংস্কারসমূহের ক্ষয়-রহস্ত জানিয়া তুমি অকৃত ( নির্বাণতত্ত্ব ) জ্ঞাত হও ।

২ যদা শ্বয়েসু ধম্মেসু পারগদু হোতি ব্রাহ্মণো,

অথ'সুস সম্বে সংযোগা অথং গচ্ছন্তি জানতো । ৩৮৪

ব্রাহ্মণ যখন দ্বিবিধ ধর্মে পারদর্শী হন, তখন তাঁহার জ্ঞাতসারে সমস্ত সংযোগ  
অন্তর্মিত ( বিলুপ্ত ) হয় ।

দ্বিবিধ ধর্ম—শমথ ( সাময়িক ক্রেশোপশম ) এবং বিদর্শন ( চিরতরে  
ক্লেশনিবৃত্তি ) ।

৩ যসুস পারং অপারং বা পারাপারং ন বিজ্জতি,

বীতন্দরং বিসংযদুস্তং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং । ৩৮৫

যাঁহার পার ( ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন ), অপার ( ছয় প্রকার  
বাহ্যিক আয়তন ) কিংবা পারাপার বিদ্যমান নাই ( অর্থাৎ উভয়ের প্রতি  
মমত্ববোধ নাই ), যিনি নির্ভীক ও অনাসক্ত ; আমি তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলি ।

৪ ঝায়িং বিরজমাসীনং কর্তকিচ্চং অনাসবং,

উত্তমথং অনুপ্পত্তং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং । ৩৮৬

যিনি ধ্যানরত, বিরজ ( রজোগুণহীন ), কৃত-কর্তব্য, অনাস্রব এবং পরমার্থ  
লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৫ দিবা তপতি আদিচ্ছো রত্তিং আভাতি চন্দিমা,

সন্নম্ধো খতিয়ো তপতি ঝায়ী তপতি ব্রাহ্মণো,

অথ সন্মমহোরত্তিং বদুম্ধো তপতি তেজসা । ৩৮৭

সূর্য দীপ্ত হয় দিবাকালে, চন্দ্র আলোদান করে রাত্রে, ক্ষত্রিয় দীপ্তি পাইয়া  
থাকেন অগ্নিদীপ্ত, ব্রাহ্মণ প্রদীপ্ত হন ধ্যানে, কিন্তু বুদ্ধ আহোরাত্রই নিজ তেজে  
দীপ্যমান থাকেন ।

৬ বাহিতপাপো'তি ব্রাহ্মণো,  
সমচারিয়া সমণো'তি বুদ্ধতি,  
পস্বাজয়মন্তনো মলং  
তস্মা পস্বাজিতো'তি বুদ্ধতি ৩৮৮

যিনি বিগতপাপ তিনি ব্রাহ্মণ, যিনি শমাচারী তিনি ভ্রমণ বলিয়া উক্ত হন ;  
তেমনি যিনি আত্মমঙ্গল বিদূরিত করিয়াছেন তাঁহাকে প্রব্রজিত বলা হয় ।

৭ ন ব্রাহ্মণস্ পহরেষ্য না'স্ মদুগ্ধেথ ব্রাহ্মণো,  
ধী ব্রাহ্মণস্ হন্তারং ততো ধী যস্ মদুগ্ধতি ৩৮৯

ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবে না, ব্রাহ্মণও প্রহারকারীকে আক্রোশ করিবে না ।  
ব্রাহ্মণহত্যা ( বা ব্রাহ্মণ-প্রহৃতাকে ) দিক্ । যে প্রহারকারীকে ( ক্ষমা না করিয়া )  
আক্রোশ করে তাহাকে আরও দিক্ ।

৮ ন ব্রাহ্মণস্ সেতদাকিঞ্চ সেয়েয়া,  
যদা নিসেধা মনসো পিয়েহি,  
যতো যতো হিংসমনো নিবর্ততি  
ততো ততো সম্মতিমেব দদুখং ৩৯০

যখন মন প্রিয়বস্ত্র হইতে নিবৃত্ত হয় তখন উহা ব্রাহ্মণের পক্ষে সামান্য শ্রেয়ঃ  
নয় । কারণ যে যে অবস্থা হইতে হিংস্রমন নিবৃত্ত হয়, তাহা হইতে সম্ভাব্য  
দুঃখের নিশ্চিত উপশম হয় ।

৯ যস্ কায়েন বাচায় মনসা নথি দুক্কতং,  
সংবদং তীহি ঠানেহি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ৩৯১

কায়, বাক্য ও মনে যিনি পাপ করেন নাই এবং এই ত্রিবিধ স্থানে যিনি  
সংযত, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলি ।

১০ যম্‌হা ধম্মং বিজানেয়া সম্মাসম্বদু'ধদেসিতং,  
সক্কচং তং নমস্‌সেয়া অগ্গিহুত্তং'ব ব্রাহ্মণো ৩৯২

ব্রাহ্মণ যেরূপ অগ্নিহোত্রে নমস্কার করে, সেইরূপ যাহার নিকট সম্যক  
সম্বুদ্ধ-দেশিত ধর্ম জানা যায় তাঁহাকেও ব্রাহ্মণসহকারে প্রণাম করিবে ।

১১ ন জটাহি ন গোস্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,  
যম্‌হি সচ্চণ্ড ধম্মো চ সো সদ্‌চী সো চ ব্রাহ্মণো ।৩৯৩

জটা, গোত্র, বা জন্ম দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। যাঁহার মধ্যে সত্য ও ধর্ম বিস্তারিত তিনিই পবিত্র এবং তিনিই ব্রাহ্মণ।

১২ কিং তে জটাহি দদুস্মেধ, কিং তে অজিনস্যাটিয়া,  
অন্তন্তরং তে গহনং বাহিরং পরিমজ্জসি ।৩৯৪

রে দুর্মেধ, তোমার জটা কিংবা যুগচর্ম ধারণের কি প্রয়োজন? তোমার অভ্যন্তর ক্ষেদপূর্ণ (বাগনাপূর্ণ), কেবল বহির্দেহ পরিমার্জন করিতেছ।

১৩ পংসুদুলধরং জলুং কিসং ধম্মানিসংহতং,  
একং বনাস্মিৎ ঝায়ন্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৩৯৫

যিনি পাণ্ডুল (ধূলিমাখা জীর্ণ বস্ত্র) পরিহিত, যাঁহার কৃশ দেহে ধর্মী আগিরা উঠিয়াছে এবং যিনি একাকী বনে ধ্যান নিরত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৪ ন চা'হং ব্রাহ্মণং ব্রূমি যোনিজং মতিসম্ভবং,  
'ভো'বাদি নাম সো হোতি সচে হোতি সাকিঞ্চনো,  
অকিঞ্চনং অনাদানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৩৯৬

যদি কেহ রাগদ্বৈষাদি কলুষ (বিকল) যুক্ত হয়, সে ব্রাহ্মণ মাতৃসম্ভূত হইলেও তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি না; সে কেবল 'ভো'-বাদী (ওহে! আমি ব্রাহ্মণ এরূপ সোধোদনকারী)। যিনি অকিঞ্চন ও অনাদান তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৫ সস্বসংযোজনং ছেত্তা যো বে ন পরিতস্‌সতি,  
সণ্ড্‌গাতিগং বিসংযদন্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৩৯৭

সর্ববিধ বন্ধন ছিন্ন করিয়া যিনি সমস্ত নহেন এবং যিনি সজ্ঞাতীত (আসক্তি-রহিত) ও বন্ধনমুক্ত তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৬ ছেত্তা নান্ধং বরত্তণ সন্দামং সহনুদুমং,  
উক্‌খিত্তপলিঘং বদুম্‌ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৩৯৮

যিনি ক্রোধ ( নক্কী ), তৃষ্ণা ( বরত্ভা ) ও অহুযঙ্গ সহ সমস্ত শৃঙ্খল ( সন্ধ্যাম ) ছেদন করিয়াছেন, ষাঁহার মোহপ্রাচীর উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং যিনি বুদ্ধ তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

১৭ অক্লোহং বধবন্ধঞ্চ অদুট্টো যো তিতিক্খতি,  
খন্তীবলং বলানীকং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং । ৩৯৯

যিনি আক্রোশ প্রহার ও বন্ধন নির্দোষচিত্তে সহ করেন, ক্ষান্তিবলই ষাঁহার সেনাবল, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

১৮ অক্লোধানং বতবন্তং সীলবন্তং অনুসুদং,  
দন্তং অন্তিমসারীরং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং । ৪০০

যিনি ক্রোধহীন ব্রতপরায়ণ, শীলবান্, তৃষ্ণামুক্ত, সংযত ও ( পুনর্জন্ম ক্ষয় করায় ) অস্তিমদেহধারী, তাঁহাকেই বলি ব্রাহ্মণ ।

১৯ বারি পোক্খরপত্তে'ব আরগ্গেরি'ব সাসপো,  
যো ন লিম্পতি কামেসু তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং । ৪০১

পদুপত্রস্থিত জল ও সূচ্যাগ্রস্থিত সর্ষপের গ্রায যিনি কাম্যবস্তুতে নির্লিপ্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

২০ যো দক্খসু পজানাতি ইধে'ব খয়মত্তনো,  
পন্নভারং বিসংযুক্তং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং । ৪০২

যিনি ইহজীবনেই স্বীয় দুঃখের ক্ষয় জ্ঞাত হইয়াছেন এবং যিনি ভারমুক্ত ও সংযোজনহীন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

২১ গম্ভীরপঞ্ঞং মেধাবিং মগ্গামগ্গসু কোবিদং,  
উত্তমং অনুপত্তং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং । ৪০৩

যিনি গভীরপ্রজ্ঞাযুক্ত, মেধাবী, মার্গ ও অমার্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং যিনি পরমার্থ অহুপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

২২ অসংসট্ঠং গহট্ঠেহি অনাগারেহি চুভয়ং,  
অনোকসারিং অপিচ্ছং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং । ৪০৪

যিনি গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী ( অনাগারিক ) উভয়ের সহিত অসংস্রষ্ট, যিনি অনালয়চারী, নিস্পৃহ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

২৩ নিধায় দশ্ডং ভূতেসদু তসেসদু থাবরেসদু চ,  
যো ন হন্তি ন ঘাতোতি তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং ।৪০৫

মৃত্যুভীত কিংবা মৃত্যুভয়াভীত ( অর্হং ) সর্ববিধ প্রাণীর প্রতি দণ্ড পদ্বিহার-  
পূর্বক যিনি কোন প্রাণী হত্যা করেন না কিংবা হত্যার কারণ হন না, তাঁহাকেই  
আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

২৪ অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধেসদু অন্তদণ্ডেসদু নিষ্ণুতং,  
সাদানেসদু অনাদানং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং ।

যিনি বিরুদ্ধদের প্রতি অবিরুদ্ধ ( মৈত্রীপরায়ণ ), দণ্ডধারীদের প্রতি শাস্ত এবং  
বিষয়াসক্তদের মধ্যে যিনি অনাসক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

২৫ যস্ স রাগো চ দোসো চ মানো মক্খো চ পাতিতো  
সাসপোরি'ব আরগ্গা তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং ।৪০৭

যাঁহার রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার ও কপটতা সূচ্যগ্র হইতে পতিত সর্ষপের ন্যায়  
পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

২৬ অকক্সং বিএ'ঞাপনিং গিরং সচ্চং উদীরয়ে,  
যায় নাভিসজে কিণ্ড তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং ।৪০৮

যিনি অকর্কশ, অশৃঙ্খাপক ও এমন সত্য বাক্য বলেন যাঁহার দ্বারা কেহ ক্রুদ্ধ  
হন না, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

২৭ যো'ধ দীঘং বা রস্ সং বা অণদং থলং সুভাসুভং,  
লোকে অদিন্নং নাদিয়তি তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং ।৪০৯

যিনি ইহজগতে দীর্ঘ বা হ্রস্ব, স্থূল বা স্থূল, ভাল বা মন্দ [ কোনও রূপ ]  
অদত্ত বস্তু গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

২৮ আসা যস্ স ন বিজ্জন্তি অস্মিং লোকে পরম'হি চ,  
নিরাসয়ং বিসংযুত্তং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং । ৪১০

ইহলোক ও পরলোকে যাঁহার কোন প্রত্যাশা নাই, যিনি বাসনা ও বন্ধনমুক্ত,  
তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

২৯ যস্ সালয়া ন বিজ্জন্তি অএ'ঞায় অকথংকথী,  
অমতোগধং অনুপত্তং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং ।৪১১

যাহার আলায় ( তৃষ্ণা ) নাই, যিনি জ্ঞানোদয় হেতু সংশয়োত্তীর্ণ, যিনি অমৃতাবগাহন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩০ যো'ধ পদুৎপাদ্য পাপাণ্ড উভো সঙ্গং উপচ্চগা,  
অসোকং বিরজং সুদুগ্ধং তমহং ব্রু'মি ব্রাহ্মণং ।৪১২

যিনি ইহলোকে পাপ ও পুণ্য উভয় আসক্তি অতিক্রম করিয়া শোকহীন, নিম্পাপ ও শুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩১ চন্দ'ব বিমলং সুদুগ্ধং বিম্পসন্নমনাবিলং,  
নন্দী-ভব-পরিব্রাজ্যং তমহং ব্রু'মি ব্রাহ্মণং ।৪১৩

যিনি চন্দ্রের স্থায় বিমল, শুদ্ধ, প্রসন্ন, অনাবিল, যাহার নন্দি ( আসক্তি ) ও ভব ( অস্তিত্ব ) ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩২ যো ইমং পলিপথং দৃগ্গং সংসারং মোহমচ্চগা,  
তিম্মো পারগতো ঝায়ী অনেজো অকথংকথী,  
অনুপাদায় নিম্বদতো তমহং ব্রু'মি ব্রাহ্মণং ।৪১৪

( মুক্তির ) পরিপন্থী, দুর্গম ও সংসার মোহ অতিক্রম করিয়া যিনি উত্তীর্ণ, পারগত, ধ্যানশীল, নিষ্কলুষ, সংশয়হীন, উপাদানরহিত ও নিবৃত্ত ( অনাসক্ত ) হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩৩ যো'ধ কামে পহস্বান অনাগারো পরিব্রাজে,  
কাম-ভব-পরিব্রাজ্যং তমহং ব্রু'মি ব্রাহ্মণং ।৪১৫

যিনি ইহলোকে বাসনা পরিহারপূর্বক অনাগারিক হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি কামজাত ভব ক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩৪ যো'ধ তণ্হং পহস্বান অনাগারো পরিব্রাজে,  
তণ্হা-ভবপরিব্রাজ্যং তমহং ব্রু'মি ব্রাহ্মণং ।৪১৬

এই লোকে যিনি তৃষ্ণা পরিহারপূর্বক অনাগারিক হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৃষ্ণাজাত ভব ক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩৫ হিদ্দা মানুসকং যোগং দিব্বং যোগং উপচ্চগা,  
সব্বযোগবিসংযুতং তমহং ব্রু'মি ব্রাহ্মণং ।৪১৭



যিনি মানবিক যোগ ( বন্ধন ) পরিহারপূর্বক দিব্য যোগ অতিক্রম করিয়াছেন,  
যিনি সর্ববিধ যোগমুক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩৬ হিষ্টা রতিং চ অরতিং চ সীতিভূতং নিরূপাধং,  
সম্বলোকাভিভূং বীরং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪১৮

যিনি রতি ও অরতি ত্যাগ করিয়া শাস্ত ও নিরূপাধি হইয়াছেন, সেই  
সর্বলোকবিশুবীরকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩৭ চূতিং যো বেদি সন্তানং উপপত্তিং চ সম্বসো,  
অসন্তং সঙ্গতং বদ্বংশং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪১৯

যিনি সর্বতোভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয়-রহস্ত জ্ঞাত হইয়াছেন, যিনি  
অনাসক্ত স্তম্ভ ( সদগতিপ্রাপ্ত ) এবং বুদ্ধ, তাঁহাকেই বলি ব্রাহ্মণ ।

৩৮ যস্ স গতিং ন জানন্তি দেবা গন্ধর্ব্বমানুসা,  
খীণাসবং অরহন্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪২০

যাঁহার গতি দেবতা, গন্ধর্ব ও মানবগণ জানে না, সেই ক্ষীণাসব অর্হন্তকেই  
আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩৯ যস্ স পুরে চ পচ্ছা চ মন্ত্বে চ নথি কিপ্তনং,  
অকিপ্তনং অনাদানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪২১

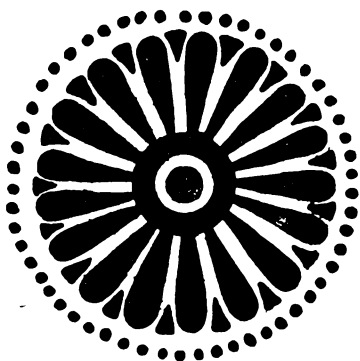
যাঁহার সম্মুখে পশ্চাতে ও মধ্যে কিছুই প্রত্যাশা ( কিপ্তন ) নাই, যিনি  
অকিপ্তন ও অপরিগ্রহ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৪০ উসভং পবরং বীরং মহেসিং বিজিতাবিনং,  
অনেজং নহাতকং বদ্বংশং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪২২

যিনি ঋষভ ( অগ্রগণ্য ), প্রবর ( শ্রেষ্ঠ ), বীর, মহর্ষি, বিজিতাবী অকলুষ,  
স্নাতক ( দোতপাণ ) ও বুদ্ধ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৪১ পদ্বেনিবাসং যো বেদি সগ্গাপায়ং চ পস্ সতি,  
অথো জাতিক্খয়ং পন্তো অভিঞ্ঞাবোসিতো মদ্বনি,  
সম্ববোসিতবোসানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪২৩

যে যিনি পূর্বনিবাস (জন্মপরম্পরা) বিদিত আছেন, যিনি (মানসনেত্রে) স্বর্গ-নরক প্রত্যক্ষ করেন, যিনি পুনর্জন্মের ক্ষয় প্রাপ্ত, বাঁহার অভিজ্ঞা পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং যিনি সর্ববিধ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।



# শব্দার্থকোষ

সংখ্যাগুলি গাথাভ্যাসপক

**অন্তা**—১১, ১০৪, ১৫২, ১৬০ আত্ম, স্বয়ং, নিজ। কৰ্ম কারকে অন্তানং,  
**অন্তজং**—১৬১ আত্মজ; **অন্তদখং**—১৬৬ আত্মার্থ; **অন্তদন্তস্**—১৬৬  
আত্মসংযমীর; **অন্তদন্তো**—৩২২ আত্মসংযমী; **অন্তমনো**—৩২৮ সন্তুষ্টচিত্ত;  
**অন্তসন্তবং**—১৬১ আত্মজ; **অন্তঘণ্ড্**—১৬৩ আত্মহত্যার নিমিত্ত।  
**অন্তহেতু**—৮৪ আপনার নিমিত্ত; **অন্তাহুযোগিনং**—২০২ আত্মহিতে  
নিযুক্তদিগকে।

**অনাত্মা**—২৭২ অনাত্মা। উপনিষদগ্রন্থাবলীতে উক্ত আছে—সৰ্বপ, যব,  
অশুষ্ঠ ও বিতস্তি প্রভৃতি আকার ও পরিমাণবিশিষ্ট অজর, অব্যয় ও অক্ষয় আত্মা  
জীবহৃদয়ে বা শরীরে বিद्यমান। উহা পরমাত্মার অংশ। জৈন মতে আত্মা  
অনিত্য, পরিণামী ও গতিশীল এবং আত্মায়ত্তনের হ্রাসবৃদ্ধি ও পুনর্জন্ম আছে।  
বৌদ্ধধর্মে সংকায় দৃষ্টি ও আত্মবাদ উপাদান রূপে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা  
মুক্তির অন্তরায়। এইরূপ আত্মার অভাবই অনাত্মা। এই অনাত্মতত্ত্ব  
উপলব্ধিই দুঃখমুক্তির অগতম উপায়। ইহা লোকোত্তর সম্যকদৃষ্টি। সর্ব সংস্কার  
অনিত্য দুঃখ ও অনাত্মন। নির্বাণ কেবল অনাত্মন।

**অমিক্কলাবো**—২ রাগাদি কষায় বা কলুষযুক্ত। ৩০১, ৩১১, ৩১২ গাথা  
তুলনীয়।

**অনিমিত্ত**—২২, ২৩ অনির্দর্শন ( Deliverance ), নিগুণ সাধক যখন ‘সর্ব  
সংস্কার অনিত্য’ ভাবনা করেন, তখন তৎপ্রতি তাঁহার নিত্যাদি ভ্রান্ত নিমিত্ত  
তিরোহিত হয়, এই উপায়ে নির্বাণ প্রত্যক্ষকারীর উদ্ভাবিত মার্গ ‘অনিমিত্ত  
বিমোক্ষ’; যখন ‘সর্ব সংস্কার দুঃখ’ ভাবনা করেন তখন তাঁহার চিত্ত তৃষ্ণা-  
প্রণিধি ( প্রার্থনা ) মুক্ত হয়। এই উপায়ে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়া উদ্ভাবিত  
মার্গ ‘অপ্রণিহিত বিমোক্ষ’; আর যখন সংস্কৃত অসংস্কৃত ‘সর্বধর্ম অনাত্মা’  
ভাবনা করেন তখন তাঁহার আত্মাভিনিবেশ পরিত্যক্ত হয়; এই উপায়ে নির্বাণ  
প্রত্যক্ষ করিয়া উদ্ভাবিত মার্গ ‘শূন্যতা ( Signless ) বিমোক্ষ। ( অভিধম্মখ-  
সংগহে বিমোক্ষ-ভেদ দ্রষ্টব্য )। বর্তমান গ্রন্থের ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, গাথাভ্যাসপরে

বিদর্শন ভাবনা করিলে পরিণামে যথাক্রমে এই ত্রিবিধ বিমোক্ষের মাধ্যমে সাধকের মুক্তি লাভ হয়। এখানে ‘অপ্রণিহিত বিমোক্ষ’ উল্লেখ রহিয়াছে।

**অনুপাদিন্নামো—**২০ আসক্তিহীন হইয়া, কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মাবাদ উপাদানহীন হইয়া।

**অনুসয়—**৩৪৩ ‘খামগতট্টেন অনুসেত্তীতি অনুসয়া’—শক্তভাবে চিত্ত সম্বন্ধিতে শয়ন করে এই অর্থে অনুসয়; প্রচ্ছন্ন অকুশল মনোবৃত্তি—কাম রাগ (কাম বাসনা), ভবরাগ (জীবনের অমুরাগ), প্রতিষ (প্রতিহিংসা), মান (অহংকার), দৃষ্টি (ভ্রান্তধারণা), বিচিকিংসা (সংশয়) ও অবিজ্ঞা অনুসয় (বিভঙ্গ—৫১৭ পৃঃ)।

**অপদ—**১৭২, ১৮০ নিষ্কলুষ, কর্মক্লেণ (রাগদ্বेषাদি ত্রিপু) বিমুক্ত। সেই অপদ বুদ্ধকে কোন উপায়ে (পদ) বিচলিত করিবে? অর্থাৎ “যস্মৈ হি রাগ-পদাদিস্থ একপদম্পি অথি তং তুম্হে নেয়্যাথ, বুদ্ধস্মৈ পন একপদম্পি নথি তং অপদং বুদ্ধং কেন পদেন নেস্সথ” (চাইলডাস’ অভিধান) যাহার রাগাদি উপাদানের একটি মাত্র পদ বা অবস্থাও বর্তমান আছে, তাহাকেই তোমরা লইয়া যাইতে পার; কিন্তু বুদ্ধের তথাবিধ এক পদ মাত্রও নাই, সুতরাং সেই অপদ বুদ্ধকে কোন পদ (উপায় বা প্রলোভন) দ্বারা লইয়া যাইবে?

**অপায়—**২১১ অপগম, বিয়োগ, বিচ্ছেদ। বিণ্—অপায়িন্, অপেত—২, ৪১, ২৫। অনপায়িনী (স্ত্রী)—২, অবিচ্ছিন্ন; চতুর্বিধ অপায়—৪২৩, নিরয়, তিধক ষোনি, প্রেতলোক ও অসুরভূমি। (সত্য দর্শন ৬২ পৃঃ)

**অপার—**৩৮৫ ভবনদীর এই পার, কুল। পার—পরপার।

তুলনীয়—“নদীর এপারে বসে ভাবে মনে মন,

ওপারেতে শান্তি স্থখ জলন্ত জীবন।”

পারাপার—উভয় পার। অর্থাৎ আস্তর ইঞ্জিয়, বাহ্যিক বিষয় কিংবা উভয়ের প্রতি যাহার আশ্রয় ও মমত্ববোধ নাই, তিনি ভয় ও সংযোজন মুক্ত।

**অপুথুজ্ঞনসেবিত—**২৭২ পৃথক বা প্রাকৃতজন অসেবিত, অর্থাৎ আর্ঘ্যগণ-সেবিত। এখানে বলা হইতেছে সংঘম, শাস্ত্রজ্ঞান, লৌকিক অষ্ট সমাপত্তি লাভ, নির্জনে বাস দ্বারা নিষ্কাম স্থখ মিলে না। এ সকলের সহিত তৃষ্ণাক্ষয়ের গোণ সম্বন্ধ। অনাগামী মাগদ্বারা কামরাগ সমুচ্ছিন্ন হয়। উহাই আর্ঘ্যজন-

সেবিত নিষ্কাম সুখ । কিন্তু তাঁহারও ভবরাগ বা ব্রহ্মত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায় ; সুতরাং ব্রহ্মলোকে পুনর্জন্ম ঘটে । বুদ্ধের ভাষায়—

“যথাপি অল্পমত্তকোপি গুণো দুগ্গন্ধো হোতি,  
এবং অল্পমত্তকোপি ভবো দুক্খো’তি ।”

অরহত্ত্ব মার্গদ্বারা আশ্রয় ক্ষয়েই সর্ব দুঃখের অবসান ঘটে । সুতরাং উহাই সাধকের চরম লক্ষ্য, শীলসমাধি নহে । ( মজ্জিম নিকায়ে ‘ব্রথবিনীত সুত্ত’ দ্রষ্টব্য ) ।

**অল্পমত্ত**—৫৬ ; অল্পমাত্র । অ-ল্পমত্ত—২১ অপ্রমত্ত, সতর্ক, উদ্যোগী, সংকর্মে উৎসাহ ও স্মৃতিশীল । অপ্রমত্তেরা নির্বাণ অধিগত হইয়া পুনর্জন্মের ক্ষয় করেন, সুতরাং তাঁহারা অমর । প্রমত্তেরা মৃতের সামিল । মৃতের গ্রাস তাহারা আত্মশুদ্ধি সাধনে অসমর্থ ।

**অল্পমাদ**—২১ ; অপ্রমাদ ; সংকর্মে উৎসাহ ও স্মৃতিশীলতা । যাবতীয় কুশলকর্ম অপ্রমাদের দ্বারা সাধিত হয় ।

**অভাবিত**—১৩ ; সাধনাবিহীন, শমথ ও বিদর্শন ভাবনা বিরহিত ; বিপরীত “সুভাবিত”—১৪ ; সাধনাপূত ; সাধনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মে । সুতরাং তাহাতে রাগাদি প্রবিষ্ট হয় না ।

**অভিজ্ঞা**—৪২৩ ; অভিজ্ঞা ; উচ্চতর জ্ঞান । ইহা লৌকীয় ও লোকোত্তর ভেদে দ্বিবিধ । বিবিধ ঋদ্ধি ( অলৌকিক বিভূতি ) দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত জ্ঞান, অতীত জন্ম পরম্পরার স্মৃতি ও দিব্যচক্ষু বা সত্ত্বগণের জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞানই ‘লৌকীয়-অভিজ্ঞা’ । ইহাদের সহিত তৃষ্ণা-ক্ষয়ের সম্বন্ধ গোণ । লোকোত্তর অভিজ্ঞা ‘আশ্রবক্ষয়-জ্ঞান’, ইহাতেই প্রকৃত দুঃখমুক্তি ঘটে ।

**অমৃত**—৩৭৪ ; অমৃত, নির্বাণ । অমৃতপদ—২১, ১১৪ ; অমৃতাদিগমোপায় । অমৃতোগধ—৪১১ ; অমৃতে অবগাহিত স্নাত ।

**অমত্তা**—৭ ; অমাত্রাজ্ঞ ; ভোজনে মাত্রাজ্ঞানহীন অর্থাৎ যিনি ভোজ্যাদ্রব্যের অশ্বেষণ, গ্রহণ ও পরিভোগের পরিমাণ ও পরিণাম সম্বন্ধে অজ্ঞ । বিপরীত “মত্তা”—৮ ; “পরিঞাতভোজনা” ।

**অরহত্ত্ব**—১৬৪ ; অর্হৎত্ব ; মাননীয় ব্যক্তির ; যিনি বুদ্ধের প্রদর্শিত

অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণে আশ্রবক্ষয় করেন, তিনি অর্হৎ । কর্মকারকে অরহন্তঃ, ৪২০ ।

**অরহতি**—২, ১০, ২৩০ ; যোগ্য হওয়া ; উপযুক্ত হওয়া ।

**অরিয়**—৭২, আর্ষ, সম্রাস্ত, পবিত্র, উত্তম, আদর্শস্থানীয় । বিশেষার্থে স্রোতাপন্ন, সঙ্কদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ মার্গস্থ ও ফলস্থ ভেদে, আট আর্ষপুঙ্গব । ‘অরিয়’ পবেদিতে ধম্ম—৭২, বুদ্ধাদি আর্ষ (পবিত্র) গণ প্রচারিত বোধিপক্ষীয় ধর্মে । অরিয়ভূমি—২৩৬, শুদ্ধাবাসভূমি । অনাগামী আর্ষেরা দেহান্তে ব্রহ্মলোকের ‘শুদ্ধাবাসে’ উৎপন্ন হন । তথা হইতে ক্রমশঃ উদ্ধর্গামী হইয়া অবনিষ্ঠ ভূমিতে নির্বাণ প্রাপ্ত হন । উদ্ধর্গস্রোতা তাঁহাদেরই নাম । আর্ষ জাতি বিশেষের নাম । বৌদ্ধ-সাহিত্যে ইহাকে পুত্চরিত্ত বুদ্ধ ও জীবমুক্তগণের সাধারণ সংজ্ঞায় ব্যবহার করা হইয়াছে । অরিয়সচ্চানি—১২০, চারি আর্ষ (শ্রেষ্ঠ) সত্য ; অরিয়ঞ্চ অট্টট্টকিং মগ্গং—১২১ ।

**অবিজ্জা**—৩৪৩ ; অবিজ্ঞা । চতুরার্য সত্য, পূর্বাস্ত অপরাস্ত ও প্রতীত্য-সমুৎপাদ সম্বন্ধে অজ্ঞান ।

**অশুভ** (ভাবনা)—৩৫০ ; অশুভ ; অশুচি । অশুভানুপসংসিং—৮, অশুভ-দর্শী অর্থাৎ অশুভ ভাবনাকারী । ‘দেবমন্দির’ বা ‘ধর্মক্ষেত্র’ আখ্যা দিলেও এই দেহ বজ্রিশ অশুচির ভাণ্ড, যথা—কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক্, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বক্ষ, হৃদপিণ্ড, বকৃত, ক্রোম, প্রীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ (বন্ধনী), উদরীয় (উদরস্থ খাত্ত), করীষ (বিষ্ঠা) মস্তিষ্ক, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বস্ম (চর্বি), থুথু, শিখনী, লসিকা (গ্রন্থির তরল পদার্থ) ও মূত্র । মূত্রভাণ্ডে কৃমির গায় এইদেহ অশুচিতে উৎপন্ন হয় । বিষ্ঠাপূর্ব পায়খানার গায় ইহা অশুচিতে পরিপূর্ণ । ইহা নানা কৃমির বাসস্থান, সতত অশুচি নিঃস্রাবী । কাম লালসার গ্রহণের নিমিত্ত সাধককে জড় দেহের এই অশুচিতা ও ঘৃণ্য অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে হয় । তৎসম্বন্ধে সুশৃঙ্খল চিন্তাই অশুভ ভাবনা । বিপরীত শুভ ভাবনা বা শোভাদর্শী ।

**অহিংসা**—২৬১, ২৭০ ; মৈত্রী, করুণা, মৃদিতা ও উপেক্ষা বা সাম্য । ইহা সক্রিয় মনোবৃত্তি ।

**আতুর**—১২৮ ; পীড়িত, আক্রান্ত । রাগাদি ক্লেশপীড়িত ।

**আসব**—আশ্রব—২৩, “ধম্মতো যাব গোত্রভূ ভবতো যাব ভবগ্গা আ

(সমস্তা) সবস্তি (পবস্তি) 'তি আসবা; অযতিং বা সংসারহৃৎসং সনস্তি (পসবস্তী) 'তি আসবা।" ধর্ম হিসাবে গোত্রভূ চিত্ত (লোকোত্তর মানের পূর্বক্ষণ) এবং ভব হিসাবে ভবাগ্র পর্যন্ত সর্বদিকে যাহা স্রবিত (প্রবাহিত) হয় কিংবা যাহা হইতে ভাবী সংসার দুঃখ স্রাব বা প্রসব হয় তাহাই আস্রব। আ+স্র—অভিস্রবে। (অখসালিনী) চিত্তের মত্ততা সাধক অকুশল চৈতন্যিক (মনোবৃত্তি) বিশেষ। ইহা চতুর্বিধ—(১) কামাসব (কামবাসনা) ইহা অনাগামী মার্গে রুদ্ধ হয়। (২) ভবাসব (কামলোক ও সাকার-নিরাকার ব্রহ্মলোকের কামনা)। ইহা অর্হন্ত মার্গে সমুচ্ছিন্ন হয়। (৩) দৃষ্ট্যাসব (সংকায় দৃষ্টি বা অবিনশ্বর আত্মার ধারণা) ইহা স্রোতাপত্তি মার্গ দ্বারা রুদ্ধ হয়। (৪) অবিদ্যাসব—সমস্তের সহিত জড়িত। ইহা অর্হন্ত মার্গদ্বারা ক্ষয় হয়। যাহার আসব ক্ষয় হইয়াছে তিনি অনাসব—২৪, ১২৬, ৩৮৬, 'খীণাসব' ৮৯, ৪২০। আসবক্খয়—২৫৩, ২৭২; আস্রবক্ষয়। আসব, ওঘ, যোগ, ও গম্ব বস্তুত একই জাতীয় মনোবৃত্তি। (অভিধম্মসংগহা)।

ইঞ্জিতং—২৫৫; চলন, কম্পন। বুদ্ধদের 'অভিমত' চির অচঞ্চল, তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মান প্রভাবে গঠিত কিংবা বিচলিত নহে।

ইন্দ্রখীলূপমো—২৫; ইন্দ্র দেবগণের রাজা, শ্রেষ্ঠ। যে স্তম্ভ আকার ও উচ্চতায় সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই ইন্দ্রখীল। প্রধান স্তম্ভ সদৃশ।

উজ্জুগত—১০৮; ঋজুগত। অষ্টাঙ্গিক মার্গই নির্বাণের ঋজুপথ। এই পথে প্রতিপন্ন জীবমুক্তগণ 'ঋজুগত'। এই আর্ষ শ্রাবকদের প্রতি অভিবাদন বা কাষিক সম্মান প্রদর্শন জনিত কুশল-চেতনার ফল তুলনামূলক ভাবে উক্ত হইয়াছে।

উদয়বয়স—১১৩, ৩৭৪; উদয়—উৎপত্তি; বৃদ্ধি। ব্যয়—হ্রাস, বিলয়। এই উদয়-ব্যয় অশীলনেই পঞ্চকন্ডের অনিত্যতা ও ক্ষণভঙ্গুরত্ব উপলব্ধি হয়। ইহা অনিমিত্ত (২২) বিমোক্ষের উপায়।

উপসম্পাদা—১৮৩, (উপ+সং+পদ); গ্রহণ, অর্জন। বিশেষার্থে ভিক্ষুপদ গ্রহণ।

উস্সুক—উৎসুক, পঞ্চকামগুণ অশেষণকারী।

ওক—গৃহ ৫মী ওকা ৭৮ আগার হইতে; ওকমোকং ৯১ ওকং+ওকং

ধিকৃতি। কচিং উদক শব্দের সংক্ষিপ্তাকারে দৃষ্ট হয়। যথা “ওকমোকতো উবুতো” ৩৪।

ওষ—৪৭ বক্তাস্রোত ; বিশেষার্থে আসবে উক্ত চতুর্বিধ মনোরুতি। ‘যস্ম সংবিজ্জন্তি তং বট্টম্মিং ওহনন্তি (ওসিদাপেস্তি) তি ওঘা’, (অব+হন=হিংসায় অঃ সাঃ) যাহার মধ্যে ইহার বিদ্যমান, তাহাকে সংসারাবর্তে ভাসাইয়া ডুবাইয়া প্রবাহিত করে। তজ্জন্ম ইহার ওঘ। যাহার ইহা অতিক্রম করিয়াছেন তাহার ‘ওঘতিগ্গ’ ৩৭০।

কসাব—১০; কষায়; পাপ। বস্তু কসাব—যাহার পাপ বহিত অর্থাৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনিকসাবো ২, তদ্বিপরীত।

কাম—ইচ্ছা, কামনা, ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষ, তৃষ্ণা, বিষয়াস্তুরাগ, কাম্য বস্তু। বস্তু কাম ও ক্লেশ কামভেদে ইহা দ্বিবিধ; রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ প্রভৃতি বস্তুকাম; এবং উহাদের প্রতি রাগ ঘেষাদি রিপুনিচয় ক্লেশকাম। কামকাম ৮৩ কাম্যের আশায়; কামরতিসম্বৎ ২৭ আসঙ্গ-স্পৃহা; কাম-গুণ ৩৭১ কাম-বন্ধন। কামসুখ ৩৪৬; কামভব ৪১৫ কাম এবং ভব।

কাম্ম—সমূহ, দেহ। (রূপকাম্ম ও নামকাম্ম) অরূকাম্ম—

১৪৭ ব্রহ্মসমূহ। কাম্মেন সংবুতো ২৩১, ২৩৪। কাম্মেন পস্সতি ২৫২ নাম বা চেতন কাম্মে অর্থাৎ স্বীয় উপলব্ধি দ্বারা প্রত্যক্ষ করে।

কোধ—ক্রোধ ২২৩, এই গাথায় উক্ত ক্রোধজয়ের নীতির পরিপূরকরূপে ৫, ২৫, ২২৫, ৪০৬ গাথার অহিংস নীতি গ্রহণীয়। ক্রোধ সত্য উপলব্ধির বাধা।

গম্মা—২১১; গ্রাসি, গিরা, বন্ধন। বিশেষার্থে—অভিধ্যা, ব্যাপাদ, শীলব্রতপরামর্শ, ও ইহা সত্যোভিনিবেশ। ‘যস্ম সংবিজ্জন্তি তং চুতিপটিসঙ্ঘিবসেন বট্টম্মিং গম্মেস্তি (ঘটেস্তি) তি গম্মা। (গতি=গমনে) যাহার নিকট ইহার বিদ্যমান তাহাকে চুতি প্রতিসঙ্ঘিবশে গ্রাসন করে, বন্ধন করে, এই অর্থে ইহার গম্মি। ওঘ দ্রষ্টব্য। গম্মপহীনস্ম ২০।

গোচর—গোচারণ ভূমি; কর্মে গোচরং ১৩৫। আলম্বন, বিষয় ইন্দ্রিয়গণের চরণ-ভূমি :—২২, ২৩। ‘অরিয়ানং গোচরে রতা’ স্রোতাপম্মাদি আর্ধগণের বিষয়ে অর্থাৎ নবলোকোত্তর ধর্মে ও সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্মে রতা। বুদ্ধের জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয় অনন্ত, সেই কারণে তাহাকে ‘অনন্ত গোচর’ ১৭২ বলা হয়।



**ছত্ত্বিংসতি সোতা**—৩৩২ ; ছত্রিশ প্রকার তৃষ্ণাশ্রোত ; চক্ষু, শ্রোত্র, স্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন ছয় ইন্দ্রিয়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পৃষ্টব্য, ও ধর্ম ছয় বিষয়, এই ষাটশ আয়তনের সংযোজগজ্জনিত বেদনা ( অহুভূতি ) হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। কামতৃষ্ণা ( Craving for sensual pleasures ), ভবতৃষ্ণা ( craving connected with the view of Eternalism ) ও বিভব তৃষ্ণা ( and craving connected with the view of Nihilism ) এই ত্রিবিধ তৃষ্ণা দ্বারা গুণিত হইলে ইহা ৩৬ প্রকার ধারায় প্রবাহিত হয়।

**ছন্দ**—১১৭, ১১৮ ; কুচি, ইচ্ছা। ২১৮ ; সঙ্কল্প, অভিপ্রায়। ভোগের বা পাইবার তৃষ্ণাকেও ছন্দ বলে যথা কামচ্ছন্দ। এখানে নির্বাণ সম্বন্ধে জাতছন্দ পাওয়ার ও ভোগের ইচ্ছা নহে, নির্বাণ হইবার সঙ্কল্প। ইহার দার্শনিক পরিভাষা ‘কন্তু কামতা’।

**ধ্যান**—৩৭২ ; ধ্যান, একাগ্রতা দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি সম্পাদনের প্রণালী, উহা সমথ ও বিদর্শন ভেদে দ্বিবিধ। ক্রমোন্নত স্তর হিসাবে প্রত্যেক ধ্যান পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

**তথাগত**—২৫৪ ; পূর্ববর্তীগণ যথা আগত কিংবা গত ইহার্য্য ও তথাগত ; বুদ্ধ ও মুক্ত পুরুষদের নামান্তর।

**তৃষ্ণা**—১৮০, ৩৩৪,—তৃষ্ণা, কামনা, বিষয়-বাসনা, প্রলোভন। ( তৃষ্ণার ‘ছত্ত্বিংসতি সোতা’ দেখ। তৃষ্ণা দুঃখের হেতু, দ্বিতীয় আর্ষসত্য। পুনর্জন্মের অগতর কারণ। অষ্টাঙ্গিক মার্গানুযায়ী জীবন গঠন করিয়া ইহার ক্ষয় সাধনই বৌদ্ধ সাধনার লক্ষ্য।

**ধম্ম**—ধর্ম, গুণ, স্বভাব, অবস্থা, শীল, নীতি, ধর্মগ্রন্থ, জাগতিক বিধান, সত্য, চৈতন্যিক, পদার্থ, পুণ্য ; আচার, সমাধি, প্রজ্ঞা, মার্গ-ফল, নির্বাণ। বৌদ্ধ-সাহিত্যে ‘ধর্ম’ শব্দ বহু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। ‘সক্কে ধম্মা অনত্তা’ ২৭২ ; এখানে ‘ধর্ম’ কাঙ্ক্ষা-কারণ সম্বন্ধ জাত জড়-চেতন সমস্ত পদার্থকে এবং উহাদের অতীত অবস্থা নির্বাণকেও বুঝাইতেছে। ‘এস ধম্মো সনন্তনো’ ৫=এই নীতি সনাতন ( পুরাতন ) ; ‘ধম্মহি সচ্চক্ক ধম্মো চ’ ২৬১, ৩২৩ ; সত্য এবং সাধুতা ( গুণ ) ; চত্তারো ধম্মা ১০২—চারি গুণ বা অবস্থা ; পাপকা ধম্মা ২৪২—পাপ আচার ; সত্তক্ক ধম্মো=১৫১ ; আর্ষগণের অধিগত নব লোকোত্তর ধর্ম ( অবস্থা ) চারি মার্গ, চারিফল ও নির্বাণ ; অথবা সাধুগণের লৌকিক ধর্ম মৈত্রী, করুণা,

মুদিতা ও উপেক্ষা জরায় উপনীত হয় না, কখনো হ্রাস পায় না। ‘একং ধম্মং অতীতস্ম’ ১৭৬ একটি নীল বা নীতি সজ্জনকারীর; ‘বিস্মং ধম্মং সমাদায়’ ২৬৬—ঐষম নীতি গ্রহণ করিয়া; এবং ধম্মানি স্তুত্বান ৮২=ধর্ম শাস্ত্র বা উপদেশ শ্রবণ করিয়া ‘ধম্মং চরে স্তুচরিতং’ ১৬০=পিণ্ডাচরণাদি ধুতাজ ত্রত উত্তমরূপে আচরণ করিবে। ‘কণ্ঠং ধম্মং’ ৮৭, কৃষ্ণ ধর্ম বা মন্দ আচার, ‘ধম্মঞ্চ সরণং গতো’ ১২০ ধর্মকে আদর্শ করিয়াছেন। ‘হীনং ধম্মং’ ১৬৭—হীন আচার, পঞ্চকামগুণ। করণ কারকে অসাহসেন ধম্মেন ২৫৭ নিরপেক্ষ নীতি দ্বারা। ‘ধম্মস্ম হোতি অল্পধম্মচারী ২০=নবলোকান্তর ধর্মের অল্পগামী। ধম্মস্ম গুত্তো ২৩৭=ধর্মের (গ্রাম) রক্ষক। “বিরাগো সেট্টো ধম্মানং” ২৭৬=সবধম্মানং নিক্কানসম্মাতো বিরাগো সেট্টো’ সমস্ত অবস্থার মধ্যে নির্বাণ নামক বিরাগই শ্রেষ্ঠ। সম্মত্তধম্মানং ৭০=ধর্ম উপলক্ষিকারীদের। সবেসু ধম্মেসু ৩৫৩=ত্রিলোকের বাবতীয় বিষয়ে। ত্বেষু—ধম্মেসু ৯৮৪=শমথ ও বিদর্শনে।

**ধম্মা মনোপুব্বজ্জমা**—১, ২; এখানে ‘ধম্মা’ অর্থ মানসিক অবস্থাসমূহ অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের অন্তর্গত চৈতন্যিক বা মনোবৃত্তিসমূহ। মনকে পূর্বজম অর্থাৎ প্রমুখ করিয়াই ইহারা মনের সঙ্গে যুগপৎ উৎপন্ন হয়, নিরুদ্ধ হয়, এবং একই বিষয় ও বস্তু অবলম্বন ও আশ্রয় করে। মনের সহযোগিতা ব্যতীত ইহারা উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু মন সদস্য বৃত্তি নিচয়ের এক জাতিকে বাধ দিয়া অপরকে নিয়া উৎপন্ন হইতে পারে; স্তুত্বাং মন ইহাদের প্রধান অগ্রণী ও পূর্বগামী। কিন্তু স্থান ও কাল হিসাবে পূর্বগামী নহে। এইরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহারা মনোময় বা মনোগঠিত; অগুজাত নহে। মন ধর্ম-সমূহের উপর আধিপত্য করে এই অর্থে মন তাহাদের শ্রেষ্ঠ। উপনিষৎকার বলেন :—

মন এব মনুজ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ ।

বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং শ্রুতম্ ॥

মৈত্রায়ণী ৪।১১

অর্থাৎ মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের এবং নির্বিষয় মন মুক্তির কারণ হয়।

বিষয় ইন্দ্রিয় গোচর হইলে চিত্ত-বীথির ব্যবস্থাপন স্থানে কিংবা মানস কল্পিত বিষয়ে মনোদ্বারাবর্তন স্থানে মন স্বীয় গৃহীত আলম্বন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করে,

তদনুসারে সৎ কিংবা অসৎ বৃত্তিনিচয় মনের সঙ্গে উৎপন্ন হয়, জবিত বা খানিত হয়, নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে জীবের মনে সদস্য কর্ম গঠিত হয়। কায় ও বাণ্য সত্যগোণে অন্তর্গত হওয়ায় কায়কর্ম, বাণ্যকর্ম নামে ও ব্যবহৃত হয়। এই কর্মই অন্তর্গামীরূপে ভাবীকালে ভাল মন্দ ফলদানে সামর্থ্য রাখে।

ন প্রণশস্তি কর্মাণি কল্পকোটিশতৈরপি,

সামগ্রীং প্রাপ্য কালঞ্চ ফলন্তি খলু দেহিনাম্।....

দেহিগণের কর্মরাশি শত কোটি কল্পেও বিনষ্ট হয় না, আত্মযান্ত্রিক প্রত্যয় সামগ্রী ও অবসর প্রাপ্ত হইলে নিশ্চয় ফলপ্রসূ হয়।

ধন্যপদ—৪৫, ৪৬ ; ধর্মমূলক গাথা, ধর্মোপলব্ধির উপায়। অর্থকথা বলে :—  
সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম।

নন্দি—৩৯৮ ; চর্মরজ্জু, বন্ধন ; তত্র তত্রাভিনন্দিনী অর্থে তৃষ্ণা। পাঠান্তরে ‘নন্দি’—ক্রোধ, বদ্ধবৈরী।

নন্দী-ভব—৪১৩ ; ভবের জগ্ন নন্দী ; ভব-তৃষ্ণা ; কাম, রূপ ও অরূপভাবে জন্মের বাসনা। যাহার এ বাসনা ক্ষয় হইয়াছে তিনি ‘নন্দীভয়-পরিক্ষীণ’।

নহাতক—স্নাতক ; যিনি চিত্তের ক্লেশ ধুইয়া ফেলিয়াছেন।

নাথ—১৬০, ৩৮০, আশ্রয়, রক্ষক, ত্রাণকর্তা, প্রভু। নিজেই নিজের উত্তম আশ্রয়, ত্রাণকর্তা। বৌদ্ধ মাত্রেই বুদ্ধ, ধর্ম ও সত্য অর্থাৎ শিক্ষক, শিক্ষা ও শিক্ষাত্রতীর (জীবনমুক্ত আর্ষণ্যপের) শরণ গ্রহণ করেন। এই ত্রিষত্ব বৌদ্ধদের জীবনাদর্শ, কিন্তু মুক্তি নির্ভর করে প্রত্যেকের নিজের উপর।

নামরূপ—৩৬৭ চেতন ও জড় ; নাম=বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার (৫০ চৈতসিক) এবং বিজ্ঞান (৮২ চিত্ত) স্বরূপ। রূপ=দেহ, জড়পদার্থ ; বৌদ্ধধর্মে ইহাকে ২৮ প্রকার গুণে বিভাগ করিয়া পারমার্থিকভাবে ‘রূপ-স্বরূপ’ আখ্যা দিয়াছে।

নিট্ঠংগত্তে—৩৫২ ; নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, লক্ষ্যে উপনীত, অর্হত্ত প্রাপ্ত।

নিব্বান—নি+বান=অর্থাৎ বান বা তৃষ্ণা হইতে নির্গমন, নির্বাণ। চিত্তের তৃষ্ণা ক্ষয়ের অবস্থার নাম ক্লেশ (কারণের) নির্বাণ বা সউপাধিশেষ নির্বাণ, বৌদ্ধ সাধনার চরম লক্ষ্য। ধন্যপদে গুণবাচক প্রতিশব্দ—অমৃত ২১, যোগক্ষেম, ২৩, অনক্খাত ২১৮, অগতংদিসং ৩২২, জাতিক্ষয় ৪২৩।

**নিয়ম**—৩০৬, ৩১৫ ; (নি+অয়) স্বথহীন অবস্থা—যে কোন জীবনে কিংবা জগতে । ইহা অনন্ত নহে, সান্ত । যখন পাপকর্ম ইহজীবনে কিংবা জন্মান্তরে ফলপ্রসূ হয় তখন এ দুঃখময় অবস্থা বিকশিত হয় আর সেই প্রারম্ভ কর্মক্ষেত্রে তজ্জনিত দুঃখের অবসান ঘটে ।

**নিরুত্তিপদকোবিদ**—৩৫২ ; ব্যাকরণ সম্বন্ধে শব্দার্থে অভিজ্ঞ, বিশেষার্থে অর্থ, ধর্ম, নিরুত্তি ও প্রতিভান এই চারি প্রতি-সম্পদ বা বিশ্লেষণ জ্ঞানে দক্ষ ।

**নিরূপধি**—৪১৮ ; উপাধিহীন, বিশেষার্থে স্বচ্ছ, ক্লেশ, কর্ম ও কাম গ্রহীন । অহর্তের গুণবাচক শব্দ ।

**নীবরণ**—২২৫ ( অসুবাদে ) ‘চিত্তং নীবরণ’ যে সকল মনোবৃত্তি চিত্তশুদ্ধির আবরণ বা প্রতিবন্ধক তাহারা নীবরণ । উহারা পঞ্চবিধ—কামচ্ছন্দ ( কাম লালসা ) ব্যাপাদ ( হিংসা ) খীনমিদ্ধ ( আলস্য-জড়তা ) উদ্ধচ্ছ-কুক্কূচ্ছ ( উদ্ভ্রাত্য-কৌকৃত্য ) বিচিকিচ্ছা ( সংশয় ) ;

**পঠবিং**—পৃথিবী ৪৪, ৪৫,—রূপকার্থে ‘অন্তর্ভাবসংগতং পঠবিং’—এই জীবনরূপ পৃথিবী অর্থাৎ নিজকে জয় করিবে ?

**পমত্ত**—প্রমত্ত, অসাবধান, ধর্ম জীবনে বিন্মত, বিষয়ভোগে নিমগ্ন ।

**পয়িরূপাসতি**—৬৪, পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হয়, সঙ্গ করে ।

**পর**—অগ্নি :৬০, ২য় পরং ১৮৪, পরং গতং ২২০—পরলোক গত ব্যক্তিকে পরসমূহেতু—অগ্নের জন্ত ; পরসং ২৪২ । পরম্হি ১৬৮=পরলোকে ; প্রথমার বহুবচনে ‘পরে’ ৬=পণ্ডিত ব্যতীত অগ্নি সকলে । পরং ২০২=উচ্চতর ।

**পরথ**—১৭৭ পরত্র, অগ্নি স্থানে, পরলোকে । পরথেন :৬৬=পরার্থ ; পরের জন্ত ।

**পরিণ্ণ্ণাত ভোজন**—২২, আহার ও আহার্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান । জাত, ভীষণ ও গ্রহাণ ত্রিবিধ পরিজ্ঞা ।

**পাতিমোক্খ**—১৫৮, ৩৭৫ ; প্রাতিমোক্খ । ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের প্রতি-পালনীয় ২২৭ প্রকার প্রধান নিয়মাবলী ।

**পৃথুজ্জন**—৫০ পৃথগ্জন, প্রাকৃতজন, সাধারণ লোক । যাহারা মুক্তি-মার্গের সন্ধান পান নাই তাহাদের সাধারণ নাম পৃথগ্জন । তন্মধ্যে মার্গ অন্বেষণে নিরতদিগকে কল্যাণ পৃথগ্জন আর সংসার মোহে আচ্ছন্নগণকে অন্ধ পৃথগ্জন বলে ।

**ভব**—কর্ম; উৎপত্তি ভব, জীবনের অস্তিত্ব; কাম, রূপ, অরূপ ভব।  
‘ভবায়-বিভবায়’ ২৮২ = উৎপত্তির জন্ত ও ধ্বংসের জন্ত।

**ভাবনা**—অবিদ্যমান কুশলের উৎপাদন ও বিদ্যমান কুশলের রক্ষণ ও সংগঠনই ভাবনা। সাধনা ইহার নামান্তর। একাগ্রচিত্তে পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা ইহা সাধনা করিতে হয়। ‘ভাবনায়’ ৩০১ = মৈত্রী ভাবনায়। ‘অসতং ভাবনামিচ্ছেয়া’ ৭৩ = অবিদ্যমান গুণসমূহের সম্ভাবনা ইচ্ছা করে। ভাবিতত্ত্বানং ১০৬ = ভাবিতাত্মকে, অর্থাৎ যিনি চিত্তকে ভাবনা বা সাধনা দ্বারা স্থগঠিত করিয়া ক্লেশমুক্ত হইয়াছেন।

**মগ্গ**—২৭৩, ৪০৩, মার্গ, পথ, উপায়; ‘কিলেসে মারেস্তো গচ্ছতীতি মগ্গো’ ক্লেশকে মারিষা গমন করে এই অর্থে মার্গ। ইহা আর্ষ সত্যের চতুর্থ সত্য। ইহার আট অঙ্গ : সম্যাগ্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যাগ্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যাগ্ আজীব, সম্যাগ্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। অঙ্গসমূহ চতুর্বিধ লোকোত্তর মার্গচিত্তেই পূর্ণতা লাভ করে।

**মরীচিধ্বংস**—৪৬; মরীচিকা স্বভাব, যুগতৃষ্ণিকাবৎ এই দেহ যথার্থ সারহীন।

**মার**—৭, রাগ-দেষ-মোহ প্রভৃতি অকুশল মনোবৃত্তি বা রিপুসমূহ ক্লেশ মার। নব নব কর্মসম্পাদন দ্বারা পুনর্জন্ম গঠনকারী পঞ্চস্কন্ধকে স্কন্ধমার, এবং ‘পরানিমিত্ত বসবত্তী’ (৬ষ্ঠ) স্বর্গের অংশ বিশেষের অধিপতি শক্তিশালী দেবতাকে দেবপুত্র-মার বলা হয়। ইনি ইন্দ্রের উর্দ্ধে এবং ব্রহ্মার নীচে অবস্থিত। তাহার প্রভাব সর্বত্র। কণ্ঠ (কুষ), অস্তক (৪৮), নমুচি, পমত্তবন্ধু, বন্দর্প, পাপিমা প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। রতি, অরতি, তৃষণ নান্নী তিন কণ্ঠা ও কাম ক্ষুংপিপাসা আদি অগণিত নৈমিত্ত-সামন্ত কল্পিত হয়। মারধেয়া— মারের রাজ্য—ক্লেশ-বৃত্ত অর্থাৎ অবিদ্যা-তৃষণ উপাদান। মার-বন্ধন—৩৭, ২৭৬, ৩৫০, কাম, রূপ, অরূপ এই ত্রিলোকই মারের বন্ধনাগার।

**মেন্তাবিহারী**—৩৬৮, যিনি মৈত্রী ভাবনায় কালান্তিপাত করেন। নিজের ত্রায় পরেরও হিতসুখ কামনা মৈত্রী। চিত্তে মৈত্রীর অনুশীলন মানব মাত্রেরই কর্তব্য।

**যিট্ঠ**—১০৮ ‘যজিত’ ইষ্ট—উৎসর্গিত, প্রদত্ত। উৎসব অনুষ্ঠানে যাহা প্রদত্ত হয়। (অট্ঠকথা)

**যোগ**—২৩, সাধারণ অর্থ সংযোগ ‘সম্বন্ধ’ ‘মাছুসকং যোগং’ মনুস্মৃ লোকের সহিত সম্বন্ধ ‘দিবং যোগং—দেব লোকের সহিত সম্বন্ধ ‘৪১৭। বিশেষার্থ :—“বট্টটস্মিং যোজেস্তীতি যোগা”=সংসারাবর্তে সত্ত্বগণকে সংযুক্ত করে এই অর্থে যোগ। কাম, ভব, ভ্রান্তদৃষ্টি ও অবিজ্ঞা এই চারি যোগ। সর্বযোগ-বিসংযুক্তঃ ৪১৭—সর্ববিধ যোগমুক্ত। যোগক্বেম—যোগ-মুক্ত অর্থাৎ নির্বাণ। অপর অর্থ মনঃসংযোগ অর্থাৎ ধ্যান-সাধনা—যোগা বে জায়তী ভূরী ২৮২, যোগ বা সাধনা হইতে জ্ঞান জন্মে।

**বর**—১৭৮, শ্রেষ্ঠ, উত্তম। ‘বরমাদায়’ ২৬৮=শ্রেষ্ঠ গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি উত্তম গুণ গ্রহণ করিয়া। বরত্তং—৩২৮, =বরত্না, হস্তীর কক্ষ রজ্জ্ব, রূপকার্থে আসক্তি।

**বিজ্ঞাচরণা**—১৪৪, বিজ্ঞা ও আচরণ। ত্রিবিজ্ঞা পূর্ব-জন্মের স্মৃতি, সত্ত্বগণের জন্মমৃত্যু জ্ঞান, ও স্বীয় আশ্রয় ক্ষয়জ্ঞান। ইন্দ্রিয় সংযম, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, আগ্রতসাধনা প্রভৃতি আচরণ।

**বিপ্লসীদন্তি**—৮২, অতিশয় প্রসন্ন হন। অর্থাৎ অহর্ষ লাভ করেন।

**বিবেক**—৭৫, ৮৭; বিচ্ছিন্নতা, নির্জনতা, নির্বাণ। কায়বিবেক=গণবর্জন, লোকালয় হইতে দূরে বাস। চিত্ত বিবেক=চিত্তের ক্লেশ-বর্জন। উপধি বিবেক=সংস্কার বর্জন, নির্বাণ। ত্রিবিধ বিবেক পরম্পরের পূরক ও পরিণোষক।

**বিমোক্ষে**—২২, ২৩, বিমোক্ষ-নির্বাণ। রাগ-দ্বेष, মোহ-মুক্তি।

বিঞ্ঞানস্ নিরোধেন তণ্হাকুখয়-বিমুক্তিনো,

পঞ্ছাতস্বেব নিব্বানং বিমোক্ষেহা হোতি চেতসো।

( দীঃ নিঃ )

তৈলহীন প্রদীপের নির্বাণের ন্যায় তৃষ্ণাক্ষয় (হেতু) বিমুক্তের চরম বিজ্ঞান নিরোধের সহিত চিত্তের বিমোক্ষ হয়। (‘অনিমিত্ত’ দেখুন।)

**সগ্গাপান্ন**—৪২৩, স্বর্গ ও নরক; জীব স্থিতির স্তর বিশেষ। ‘বিসুদ্ধি-মগ্গে’ লোকচক্রবাল ৩১ স্তরে বিভক্ত হইয়াছে :—৪ অপায় ভূমি, ১ মনুস্মলোক, ৬ দেবলোক, ১৬ সাকার ব্রহ্ম ও ৪ নিরাকার ব্রহ্মলোক। কর্মের ভারতম্য হিসাবে ইহাতে জীবের স্তম্ভ হয়, এবং সেই কর্মক্ষয় হইলে ভোগের সাথে ভোগীরও জীবনাবসান ঘটে। স্মৃতরাং উহাদের হইতে জীবের উদ্ধার ও পতন সম্ভব। এ ধর্মে অনন্ত স্বর্গ ও নরক স্বীকৃত নহে।

ন সৰ্বকালিকা এতে বুদ্ধঘোষেন ভাসিতা,  
যতো বিনস্ফুটি ভোগো মহেবেথ ভোগিনা।

**সঙ্কস্ফুটং ব্রহ্মচরিত্রং—**৩১২, শকা-স্মরণীয়। ‘সঙ্কায় সন্নিবৃত্তং অন্তনো  
আসঙ্কাহি সন্নিবৃত্তং।’ সভয় স্মরণীয়, স্বীয় আশঙ্কার সহিত স্মৃত অর্থাৎ যাহা  
স্মরণ করিলে ঐটি-বিচ্যুতির জ্ঞান মনে আশঙ্কা জন্মে তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য।

**সম্ভাত-ধন্যাম্—**৭০ ধর্ম সংস্কৃত, আবিষ্কৃত, প্রত্যক্ষভূত হইয়াছে যাহাদের।  
অর্থাৎ যাহারা চতুর্বিধ আর্ষসত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই আর্ষদের। (অর্থকথা)  
সম্ভাত, সমবায়ের কৃত। প্রত্যয়োৎপন্ন, তদ্বিপরীত ‘অসম্ভাত’ অসংস্কৃত, যাহা  
নির্বাণের নামান্তর। সম্ভায়তি ক্রিয়াপদ হইতে নিষ্পন্ন ‘সম্ভাত’ শব্দের অর্থ  
সংখ্যা করা তুলনা করা, পরীক্ষা করা। সম্ভাতুং ১২৬=পরিমাণ করিতে।

**সঙ্খার—**সংস্কার, যাহা প্রত্যয়জাত, সমবায়ের উৎপন্ন, বহুবচনে ‘সম্ভারা’  
প্রতীত্যসমুৎপাদে ‘অবিজ্ঞা-পচ্ছয়া সঙ্খারা=অবিজ্ঞা হইতে ভাল মন্দ সংস্কার  
বা কর্ম জাত হয়। সংস্কার স্বল্প বেদনা ও সংজ্ঞা ব্যতীত ৫০ প্রকার চৈতন্যিক।  
‘সক্স সম্ভারা অনিচ্ছা’ ২৭৭, ‘সক্স ‘সম্ভারা হৃক্খা’ ২৭৮, এখানে নির্বাণ  
ব্যতীত বিশ্বের জড়-চেতন সমস্ত উপকরণ, যাহাতে কার্যকারণ প্রবাহ অটুট থাকে  
তাহাই সংস্কার।

**সঙ্ক—**৩৪২, বন্ধন, আসক্তি। “উভো সঙ্কং” ৪১২—পাপ পুণ্য উভয় পুনঃ  
জন্মের ও অনিয়ত গতির কারণ স্মরণীয় বন্ধন। পঞ্চসঙ্কান্তিগো ১৭০=রাগ,  
দ্বेष, মোহ, মান ও দৃষ্টি এই পঞ্চ সঙ্কের (বন্ধনের) অতিক্রমকারী।

**সঙ্ঘ—**দল, গণ, সমূহ। “সঙ্ঘস্য সন্নিবৃত্তো গতো” ১২০ যিনি সঙ্ঘের শরণাগত  
অর্থাৎ সঙ্ঘজীবন আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ‘সঙ্ঘগতা সতি’ ২২৮—  
আর্ষ সঙ্ঘের ‘সুপ্রতিপন্ন’ আদি গুণে নিযুক্ত স্থিতি। ইহা সঙ্ঘাতস্থিতি ভাবনা।

**সংগ্গোজনা—**৩১, বন্ধন। দার্শনিক অর্থ ‘যস্মৈ সংবিজ্ঞস্তি তং  
পুগ্গলং বট্টস্মিঃ সংযোজেন্তি (বন্ধস্তি)’ তি সংগ্গোজনা, যাহার নিকট  
এইসব মনোবৃত্তি বিদ্যমান তাহাকে সংসার-চক্রে যুক্ত করে, বন্ধন করে এই অর্থে  
সংযোজন। তন্মধ্যে সংসার দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতপরামর্শ, কামরাগ ও  
ব্যাপাদ নিম্নভাগীয়; রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিজ্ঞা উচ্চভাগীয়।  
শ্রোতাপত্তি মার্গ দ্বারা প্রথম তিন সংযোজনের সমুচ্ছেদ হয়; সঙ্কদাগামী মার্গ

কামরাগ ও ব্যাপাদ ক্ষীণ করে ; অনাগামী মাগে' উহার সস্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং অহং মাগে' অবশিষ্ট সংযোজনের সমুচ্ছেদ হয় ।

**সজ্জা**—৩৩৩, শ্রদ্ধা, যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস নহে । অস্মদ্বো ২৭—যিনি শ্রদ্ধার অতীত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শী, অহং ।

**সম্মিচয়ো**—২২, সঞ্চয়, দ্বিবিধ সঞ্চয়—(১) ভোগ সম্পত্তি, (২) কুশলাকুশল কর্ম ।

**সমং চরৈয়্য**—১৪২, শাস্তভাবে জীবন যাপন করে ।

**সম্বোধি**—৮২, বোধি, লোকোত্তর মার্গজ্ঞান । বোধির সপ্ত অঙ্গ :— স্মৃতি, ধর্মবিচয় ( প্রজ্ঞা ), বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা ।

**সম্মাসতি**—৩৭৪, সংমর্শন করে, বার বার ভাবনা করে, ক্রিয়াপদ । সম্মাসতি—সম্যক স্মৃতি, চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা ।

**সম্মাপনিহিত**—৪৩, দশ কুশল কর্মে নিযুক্ত :—দান, শীল, ভাবনা, সম্মান, সেবা, পুণ্যদান, পুণ্যাহুমোদন, ধর্মশ্রবণ, ধর্মপ্রচার ও সম্যকদৃষ্টি ।

**সহনুক্রম**—৩২৮, সহ + অনুক্রম, বল্গা, তৃষ্ণার অনুশ্রয়াদি অনুচর । পলিঘ—অগল ; রূপকার্থে অবিছা ।

**সহসা**—২৫৬, প্রভাবিত হইয়া, লোভ, ষেধ, মোহ ও ভয়ের বশীভূত হইয়া ।

**সার**—১১, সত্য, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শন এবং পরমার্থ নির্বাণ । ইহা ব্যতীত সমস্তই অসার ।

**সেখো**—৪৫, শৈক্ষ্য, শিক্ষাত্রতী, যিনি লোকোত্তর মার্গ লাভ করিয়াছেন, এখনও অবিদগ্ধ, অধিচিত্ত, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষায় রত । শৈক্ষ্য উপলব্ধি করেন 'যং কিকি সমুদয়ধম্মং সর্বং তং নিরোধধম্মং' যে পদার্থের উদয় আছে তাহার বিলয় অবশ্যভাবী । যখন শিক্ষা সমাপ্ত হয়, তখন তিনি অশৈক্ষ্য অর্থাৎ অহং ।

**সোতাপত্তি**—১৭৮, নির্বাণমুখী শ্রোত প্রাপ্তির অবস্থা । ত্রিবিধ সংযোজন সমুচ্ছেদ করিয়া শ্রোতাপন্ন হয় । জীবন্মুক্তের প্রথম স্তর ।

**হংস**—২১, হাঁস । আদিত পথে ১৭৫, আদিত্য পথে । ভগবদ্গীতায় মুক্ত পুরুষকে হংস বলা হইয়াছে । তিনি দেহান্তে সূর্যলোকে গমন করেন আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না । ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে, মন কর্মমুক্ত হইলে সূর্যলোক প্রাপ্ত হয় ।



**হতাবকালো**—২৭, যাহার পাপ-পুণ্য সর্ববিধ কর্মোৎপত্তির অবকাশ (সুযোগ) হত হইয়াছে।

**হিরী**—হ্রী, লজ্জা, শ্রীলতা। হিরীনিসেধো ১৪৩=হিরী হইয়াছে নিষেধ অর্থাৎ বাধা যার। হিরীমতা ২৪৫=কুকর্মে লজ্জাশীল। আত্ম-মর্যাদা জ্ঞান বলে যিনি কুকর্মে বিরত, তিনিই হ্রীমান বা লজ্জাশীল।

**ছত্ত্ব**—১০৮, আছতি। কর্ম ও কর্মফলে শ্রদ্ধা দ্বারা অতিথিকে কিঞ্চিৎ অগ্র উপায়ে যাহা উৎসর্গিত। (অর্থকথা)

**ছরং**—২০, অগ্রভ্র, অগ্র জীবনে। ছরাছরং ৩৩৪ জন্ম হইতে জন্মান্তরে।

— — —

# গাথাসূচী

## ( বর্ণানুক্রমিক )

অককসং বিঞ্ঞাপনিং	৪০৮	অনেক জাতি সংসারং	১৫৩
অকতং দুকতং	৩১৪	অন্ধভূতো অয়ং লোকো	১৭৪
অকোচ্ছি মং	৩,৪	অপি দিব্বেসু কামেসু	১৮৭
অকোদনং বতবস্তুং	৪০০	অপুঞ্ঞ লাভো চ	৩১০
অকোদেন জিনে	২২৩	অপ্লকো তে মহুসেসু	৮৫
অকোমং বধবন্ধং	৩২২	অপ্লমত্তো অয়ং গন্ধো	৫৬
অচরিত্বা ব্রহ্মচরিয়ং	১৫৫, ১৫৬	অপ্লমত্তো পমত্তেসু	২২
অচিরং বত' যং	৪১	অপ্লমাদরতা হোথ	৩২৭
অঞ্ঞাহি লাভূপনিসা	৭৫	অপ্লমাদরতো ভিক্খু	৩১, ৩২
অট্টীনং নগরং	১৫০	অপ্লমাদেন মঘবা	৩০
অত্তদথং পরথেন	১৬৬	অপ্লমাদো অমতপদং	২১
অত্তনা চোদয়ত্তানং	৩৭২	অপ্লম্পি চে সহিতং	২০
অত্তনা'ব কত পাপং	১৬১, ১৬৫	অপ্ললাভো পি চে ভিক্খু	৩৬৬
অত্তানকে তথা কঘিরা	১৫২	অপ্লসুত'য়ং পুরিসো	১৫২
অত্তানকে পিয়ং জঞ্ঞা	১৫৭	অভয়ে চ ভয়দস্মিনো	৩১৭
অত্তানমে'ব পঠমং	১৫৮	অভিথরথ কল্যাণে	১১৬
অত্তা হবে জিতং সেয়েয়া	১০৪	অভিবাদনসীলসু	১০২
অত্তাহি অত্তনো	৬৮০, ১৬০	অভূতবাদী নিরয়ং উপেতি	৩০৬
অথম্হি জাতম্হি	০৩১	অরসা'ব মলং সমুট্ঠিতং	২৪০
অথ পাপানি	১৩৬	অযোগে যুগ্মমত্তানং	২০২
অথব'সু অগারানি	১৪০	অলঙ্কতো চেপি	১৪২
অনবট্ঠিত চিত্তসু	৬৮	অলঙ্কিতায়ে লঙ্কন্তি	৩১৬
অনবসু'ত চিত্তসু	৩২	অবজ্জ বজ্জমত্তিনো	৩১৮
অনিকসাবো কাসাবং	২	অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধেসু	৪০৬
অনুপু'ব্বেন মেধাবী	২৩২	অসজ্জা'য়মলা মস্তা	২৪১
অনুপবাদো	১৮২	অসতং ভাবনমিচ্ছেয়া	৭৩

অসংসর্গঃ গহট্ঠৈহি	৪০৪	এতং দল্হং বন্ধনমাছ	৩৪৬
অসারে সারমতিনো	১১	এতমথবসং ঞ্জা	২৮৯
অসাহসেন ধম্মেন	২৫৭	এতং বিসেসতো ঞ্জা	২২
অম্বভাষ্পস্মিং	৮	এতং হি তুম্হে পটিপন্ন	২৭৫
অস্ফো অকন্ত্ৎ ঞ্জ	৯৭	এথ পস্ফিমং লোকং	১৭১
অস্মো যথা ভদ্রো	১৪৬	এবং ভো পুরিস, আনাহি	২৪৮
অহং নাগো'ব সন্ধামে	৩২০	এবং সন্ধারভূতেসু	৫৯
অহিংসকো যে মুনয়ো	২২৫	এসোব মগ্গো	২৭৪
আকাসে চ পদং নথি	২৫৪, ২৫৫	ওবদেয়্যানুসাদেয়	৭৭
আরোগ্যা পরমা লাভা	২০৪	কণ্হং ধম্মং বিপ্লহায়	৮৭
আসা বস্	৪১০	করিয়া চে কথিরাথেনং	৩১৩
ইদং পুরে চিত্তমচারি	৩২৬	কামতো জায়তে সোকো	২১৫
ইধ তপ্পতি	১৭	কায়ম্মকোপং বক্খেয়	২৩১
ইধ নম্ভতি	১৮	কায়েন সংবরো সাধু	৩৬১
ইধ মোদতি	১৬	কায়েন সংবুত্তা ধীরা	২৩৪
ইধ বস্	২৮৬	কাসাবকণ্ঠা বহবো	৩০৭
ইধ সোচতি	১৫	কিচ্ছো মম্মসপটিলাভো	১৮২
উচ্ছিন্ন সিনেহমত্তনো	২৮৫	কিং তে জটাহি	২২৪
উট্ঠানকালম্হি	২৮০	কুত্তপদং কায়মিমং	৪০
উট্ঠানবতো সতিমতো	২৪	কুসো যথা দুগ্গহিতো	৩১১
উট্ঠানেন'প্পমাদেন	২৫	কো ইমং পঠবিং	৪৪
উত্তিট্ঠে নম্মমজ্জিয়া	১৬৮	কোথং জহে	২২১
উদ্ধকং হি	৮০, ১৪৫	কো হু হাসো	১৪৬
উপনীতবয়ো	২৩৭	সন্তী পরমং তপো	১৮৪
উয্যজ্জন্তি সতীমন্তো	৯১	গত্ত্বিনো বিসোকস্	৯০
উসভং পবরং বীরং	৪২২	গত্ত্বমেকে উম্মজ্জন্তি	১২৬
একং ধম্মং অতীতস্	১৭৬	গত্ত্বীরপঞ্ ঞ্জ মেধাবিং	৪০৩
একস্ চরিতং সেয়ো	৩৩০	গহকারক, দিট্ঠোসি	১৫৪
একাসনং একসেয়ং	৩০৫	গামে বা যদি বা	৯৮
এতং খো সরণং ধেমং	১৯২	চক্খুনা সংবরো সাধু	৩৬০

চত্তাষি ঠানানি	৩০২	তেসং সম্পন্নসীলানং	৫৭
চন্দনং তগরং	৫৫	দদাতি বে যথা সদ্ধং	২৪২
চন্দং'ব বিমলং	৪১৩	দন্তং নয়ন্তি সমিতিং	৩২১
চরঞ্চে নাধিগচ্ছেয়া	৬১	দিবা তপতি আদিত্তো	৩৮৭
চরন্তি বালা দুম্মেধা	৬৬	দিসো দিসং যন্তং কয়িরা	৪২
চিরম্বাসিং	২১২	দীঘা জাগরতো রন্তি	৬০
চুতিং যো বেদি	৪১২	দুচ্'খং দুচ্'খসমুদ্বাদং	১২১
ছন্দজাতো অনক্'খাতে	২১৬	দুগ্গিগ্গহস্স লহনো	৩৫
ছিন্দ সোতং পরক্কম্ম	৩৮৩	দুগ্গবজ্জং দুবভিরমং	৩০২
ছেত্তা নন্দিং	৩২৮	দুত্ততো পুরিসাজ্ঞে'ঞো	১২৩
জয়ং বেরং পসবতি	২০১	দূরদ্ধমং একচরং	৩৭
জিঘচ্ছা পরমা রোগা	২০৩	দূরে সন্তো পকাসেস্তি	৩০৪
জীরন্তি বে রাজরখা	১৫১	ধনপালো নাম কুঞ্জরো	৩২৪
ঝায় ভিক্খু	৩৭১	ধম্মং চরে	১৬২
ঝায়িং বিরজমানীনং	৩৮৬	ধম্মপীতি	৭২
তঞ্চ কম্মং কতং সাধু	৬৮	ধম্মারামো	৩৬৪
তণ্'হায় জায়তে সোকো	২১৬	ন অন্তহেতু	৮৪
ততো মলা মনতরং	২৪৩	ন অন্তলিক্'থে	১২৭, ১২৮
তত্রাভিরতিমিচ্ছেয়া	৮৮	ন কহাপণ	১৮৬
তত্রায়মাদি ভবতি	৩৭৫	নগরং যথা পচ্চন্তং	৩১৫
তথৈব কতপুঞ্'ঞম্পি	২২০	ন চাহং ব্রাহ্মণং	৩২৬
তং পুত্ত-পস্সসম্মত্তং	২৮৭	ন চাহ ন চ ভবিস্সমতি	২২৮
তং যো বদামি	৩৩৭	ন জটাহি ন গোস্তেহি	৩২৩
তসিণায় পুরক্'খতা	৩৪২, ৩৪৩	ন তং কম্মং কতং সাধু	৬৭
তস্মা পিয়ং ন কয়িরাধ	২১১	ন তং দল্'হং বন্ধনমাহ	৩৪৫
তস্মা হি ধীরঞ্চ পঞ্'ঞঞ্চ	২০৮	ন তং মাত'-পিতা কয়িরা	৪৩
তিণদোমানি	৩৫৬-৫২	ন তাবতা ধম্মধরো	২৫২
তুম্হে হি কিচ্চং আতপ্পং	২৭৬	ন তেন অরিয়ো হোতি	২৬০
তে ঝায়িনো সাত্তিকি	২৩	ন তেন পণ্ডিতো হোতি	২৫৮
তে তাদিসে পুজয়তো	১২৬	ন তেন ভিক্খু সো হোতি	২৬৬

ন তেন হোতি ধম্মট্টো	২৫৬	পমাদং অম্মাদেন	৪৬
নখি বানং অপঞ্ঞস্স	৩৭২	পমাদমম্মগুগ্গা	৭৮
নখি রাগসমো অগ্গি	২০২, ২৫১	পরহুক্খপদানেন	৪২,
ন নগ্গচরিয়্য	১৪১	পরবজ্জানুপস্সিস্স	১৭৭
ন পরেসং বিলোমানি	৫০	পরিজ্জিন্নমিদং কুপং	১৪৮
ন পুপ্পগন্ধো	৫৪	পরে চ ন বিজ্ঞানন্তি	৬
ন ব্রাহ্মণস্স পরেষ্য	৩৮২	পবিবেকরসং পীত্বা	২০৫
ন ব্রাহ্মণস্সেতদকিঞ্চি	৩২০	পংস্কুলধরং জন্তং	৩২৫
ন ভজে পাপকে	৭৮	পস্স চিত্তকতং বিষং	১৪৭
ন মুণ্ডকেন	২৬৪	পানিম্হি চে বণো	১২৪
ন মোনেন মুনি	২৬৮	পাপকে পুরিসো	১১৭
ন বাক্করণমত্তেন	২৬২	পাপানি পরিবজ্জেতি	২৬২
ন বে কদরিয়্য	১৭৭	পাপোপি পস্সতি ভদ্রং	১১২
ন সন্তি পুত্তা	২৮৮	পামোজ্জবহলো ভিক্কু	৩৮১
ন সীলব্রতমত্তেন	২৭১	পিয়তো জায়তে সোকো	২১২
ন হি এতেহি যানেহি	৩২৩	পুঞ্ঞঞ্জে পুরিসো কয়িরা	১১৮
ন হি পাপং	৭১	পুত্তমখি ধনমখি	৬২
ন হি বেৱেন	৫	পুপ্পানি হেব পচিনন্তং	৪৭, ৪৮
নিট্ঠং গতো	৩৫১	পুৰ্বেনিবাসং যো বেদি	৪২৩
নিধায় দণ্ডং	৪০৫	পূজারহে পূজয়তো	১২৫
নিধীনং'ব পবত্তারং	৭৬	পেমতো জায়তে সোকো	২১৩
নেক্খং জম্বোনদস্সেব	২৩০	পোৱাণমেতং অতুল	২২৭
নেতং ধো সরণং	১৮০	ফন্দনং চপলং চিত্তং	৩৩
নেব দেবো ন গন্ধকো	১৫৫	ফুসামি নেক্খম্মম্মং	২৭২
নো চে লভেথ নিপকং	৩২২	ফেণ্পমং কায়মিমং	৪৬
পঞ্চ হিন্দে	৩৭০	ভক্কোপি পস্সতি পাপং	১২০
পটিসম্মারবুত্তস্স	৩৭৬	মগ্গানট্ঠম্মিকো সেট্ঠো	২৭৩
পঠবীসমো নো বিরুজ্জতি	২৫	মত্তাস্থপরিচ্চাগা	২২০
পণ্ডুপল্যাসো'ব	২৩৫	মধু'ব মঞ্ঞতি	৬২
পথব্য্য একরজ্জেন	১৭৮	মম্মজ্জস্স পমত্তচারিনো	৩৩৪

মনোপকোপং রক্খেয়্য	২৩৩	যথা সঙ্কারধানস্মিং	৫৮
মনো পুব্বজমা ধম্মা	১, ২	যদা দ্বয়েসু ধম্মেসু	৩৮৪
মমেব কত্তমঞ্ঞস্ত	৭৪	যম্হা ধম্মং বিজ্ঞানেয়্য	৩৯২
মলিথিয়া দুচ্চরিতং	২৪২	যং হি কিচ্চং	২৯২
মাতরং পিতরং হত্তা	২৯৪, ২৯৫	যমহি সচ্চং চ	২৬১
মা পমাদমহুঘুজ্জেথ	২৭	যস্ম অচ্চস্তুত্সসীলং	১৬২
মা পিয়েহি সমাগচ্ছি	২১০	যস্ম কায়েন	৩৯১
মা'বমঞ্ঞেথ পাপস্ম	১২১	যস্ম গতিং	৪২০
মা'বমঞ্ঞেথ পুঞ্ঞস্ম	১২২	যস্ম চেতং সমুচ্ছিনং	২৫০, ২৬৩
মা' বোচ ফক্কসং	১৩৩	যস্ম ছত্তিংসতি সোতা	৩৩৯
মাসে মাসে কুসগ্গেন	৭০	যস্ম জাভিনী	১৮০
মাসে মাসে সহসসেন	১০৬	যস্ম জিতং	১৭৯
মিক্কী যদা হোতি	৩২৫	যস্ম পাপং	১৭৩
মুঞ্চ পুরে	৩৪৮	যস্ম পারং অপারং	৩৮৫
মুহত্তমপি	৬৫	যস্ম পুরে চ	৪২১
মেত্তাবিহারী	৩৬৮	যস্ম রাগো চ	৪০৭
যং এসা সহতে জম্মী	৩৩৫	যস্মালয়া ন বিজ্জন্তি	৪১১
যং কিঞ্চি ষিট্ঠং	১০৮	যস্মাসবা	৯৩
যং কিঞ্চি সিথিলং কম্মং	৩১২	যস্মিসিদ্ধিয়ানি	৯৪
যঞ্জে বিঞ্ঞ পসংসত্তি	২২৯	যানি' মানি	১৪৯
যতো যতো সম্মসত্তি	৩৭৪	যাবজীবম্পি	৬৪
যথাগারং দুচ্ছন্নং	১৩	যাবদেব অনথায়	৭২
যথাগারং সুচ্ছন্নং	১৪	যাবং হি বনথো	২৮৪
যথা দণ্ডেন গোপালো	১৩৫	যে চ খো	৮৬
যথাপি পুপ্ফরাসিম্হা	৫৩	যে বান-পম্বত্তা	১৮১
যথা পি ভমরো	৪৯	যে রাগরত্তা	৩৪৭
যথা পি মূলে	৩৩৮	যেসঞ্চ স্সমারদ্ধা	২৯৩
যথা পি রহদো	৮২	যেসং সন্নিচয়ো	৯২
যথা পি কুচিরং	৫১, ৫২	যেসং সন্ধোধি	৮৯
যথা বুদ্ধুলকং	১৭০	যো অল্পহট্ঠস্ম	১২৫

যো ইমং পলিপথং	৪১৪	বরং অস্‌সতরা দস্তা	৬১৪
যোগা বে জায়তী	২৮২	বস্‌সিকা বিষ	৩৭৭
যো চ গাথা	১০২	বহুস্পি চে সহিতং	১২
যো চ পুংসে পমজ্জিত্বা	১৭২	বহুং বে সরণং	১৮৮
যো চ বুদ্ধক	১২০	বাচান্নরুখী	২৮১
যো চ বস্তুকসাব	১০	বাণিজো'ব	১২৩
যো চ বস্‌সতং জন্তু	১০৭	বারিজো'ব	৩৪
যো চ বস্‌সতং জীব	১১০-১৫	বারি পোক্‌খরপত্তে'ব	১৪১
যো চ সমেতি	২৬৫	বাল সন্ততচারী হি	২০৭
যো চেতং সহতী	৩৩৬	বাহিতো পাপো	৩৮৮
যো দণ্ডেন	১৩৭	বিতক্কপমথিতস্‌স	৩৪২
যো দ্বক্‌খস্‌স	৪০২	বিতক্কপসমে চ	৩৫২
যো' ধ কামে	৪১৫	বীততণ্‌হো অনাদানো	৩৫২
যো' ধ তণ্‌হং	৪১৬	বেদনং ফক্‌সং	১৩৮
যো' ধ দীঘং	৪০২	স চে নেরেসি	১৩৪
যো' ধ পুণ্ণে'ঞংচ	২৬৭, ৪১২	সচে লভেথ	১২৮
যো নিব্বনথো	৩৪৪	সচ্চং ভণে	২২৪
যো পাণমতিপাত্তেতি	২৪৬	সদা জাগরমানানং	২২৬
যো বালো	৬৩	সন্ধো সীলেন সম্পন্নো	৩০৩
যো মুখসঞ এত্তো	৩৬৩	সন্তকায়ো	৩৭৮
যো বে উপ্পতিতং	২২২	সন্তং তস্‌স মনং	২৬
যো সহস্‌সং	১০৩	সব্বথ বে সন্‌নুরিসা	৮৩
যো সাসনং	১৬৪	সব্বদানং ধম্মদানং	৩৫৪
যো হবে দহরো	৩৮২	সব্বপাপস্‌স অকরণং	১৮৩
রতিয়া জায়তে	২১৪	সব্বসঞ্‌ঞোজনং	৩২৭
রমণীয়ানি অরঞ্‌ঞানি	২২	সব্বসো নামরুপস্‌সি	৩৬৭
রাজতো বা উপসগ্‌গং	১৩২	সব্বাভিভু' সব্ববিদু	৩৫৩
বচী পকোপং	২৩২	সব্বে তস্‌স্‌সি	১২২, ১৩০
বজ্জক বজ্জতো	৩১২	সব্বে ধম্মা অনন্তা	২৭২
বনং ছিন্দথ	২৮৩	সব্বে সঙ্‌খারা	২৭৭, ২৭৮

সরিতানি সিনেহিতানি	৩৪১	সুহৃদসং	৩৬
সলাভং নাতিমণ্ড্ৰেয়্য	৩৬৫	সুভাস্পসং	৭
সবস্তি সৰ্বধি	৩৪০	সুরামেরষপানঞ্চ	২৪৭
সহসস্পি চে গাথা	১০১	সুসুখং বত	১২৭—২০০
সহসস্পি চে বাচা	১০০	সেখো পঠবিং	৪৫
সাপুদসসনমরিয়ানং	২০৬	সেয়ো অয়ো	৩০৮
সারঞ্চ সারতো	১২	সেলো যথা	৮১
সিঞ্চ ভিক্ষু	৩৬৯	সো করোহি	২৩৬, ২৩৮
সীলদসসনসম্পন্নং	২১৭	হুতসং ঞ্জতো	৩৬২
সুকরানি অসাধুনি	১৬৩	হনন্তি ভোগা	৩৫৫
সুখকামানি	১৩১, ১৩২	হংসা দিচ্চপথে	১৭৫
সুখং যাব জরা সীলং	৩৩৩	হিত্বা মামুসকং	৪১৭
সুখা মন্তেয়্যতা	৩৩২	হিত্বা রতিং	৪১৮
সুখো বুদ্ধানমুদাদো	১২৪	হিরীনিমেষো	১৪৩
সুজীবং অহিরীকেন	২৪৪	হিরীমতা চ	২৪৫
সুণ্ড্ৰেগারং	৩৭৩	হীনং ধম্মং	১৬৭
সুদসং	২৫২		